প্রবন্ধ-কৌমুদী

প্রথম খণ্ড।

فقير عبدالله بن اسمعيل القرشي الهندى

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট;—মিলন যন্ত্রে,

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯১।

আভাষ।
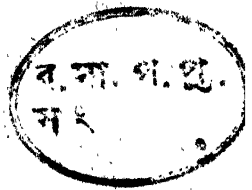
বাঙ্গালা দেশের মোসলমান সমাজের মধ্যে সামাজিক পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অসদ্ভাব দর্শন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এরমুক যুদ্ধের পূর্ব্বাভাস শির্ষক প্রবন্ধ ভিন্ন আর সমুদায়ই ইতিপূর্ব্বে সঞ্জীবনী ও আহমদী নামক দুই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া, সর্ব্বত্র সহৃদয় পাঠকবর্গের স্নেহমসৃণ দৃষ্টিতে চরিতার্থ হইয়াছিল। তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া পুনর্ব্বার তৎসমস্ত পুস্তকাকারে জন সমাজের পুরোভাগে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি।

বিশেষ ইহা দ্বারা যদি ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে, নূতনবিধ ভাব-সংস্থাপনে ও রীতি-বিন্যাসে বাঙ্গালা ভাষার কোন উপকার লাভ হয়, তবে এ অকিঞ্চনের পক্ষে উচ্চ পুরস্কার সম্বন্ধে কিছুই অসম্পন্ন থাকিবে না। বিনীত নিবেদনমিতি,

ভাদ্র, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ
কলিকাতা

فقیر عبدالله بن اسمٰعیل
القرشي الهندی

প্রবন্ধ কৌমুদী।

আরব ও এস্‌লাম।

পৃথিবীর প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই মানবযুগের অতি শৈশব সময়ে, এক মহাজলপ্লাবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা এক খণ্ডপ্রলয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, মনু নামক এক ব্যক্তি দৈববাণীতে পূর্ব্বেই সেই বিপদ অধিগত হইয়া এক প্রকাণ্ড জলযান নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহাতে তৎকাল প্রচলিত পশুপক্ষী ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট মানবের সহিত আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। অনন্তর বিপদ অতিক্রান্ত হইলে সেই আদিপুরুষ অনুবর্ত্তীগণের সহিত ভূমিতে অবতীর্ণ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন; তাঁহা হইতে নিখিল ভূমণ্ডলে পুনর্ব্বার জনসঞ্চার হইল। উত্তরকালে তাঁহার সন্তানগণ মানব, মনুষ্য প্রভৃতি মনুর সন্তানার্থক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

মোসলমানেরা এই আদিপুরুষকে নুহ শব্দে উল্লেখ করেন। মোসলমান পুরাবৃত্তে লিখিত আছে, আদি পিতা আদম, নুহ

দশম পুরুষ। নুহের সময়ে মানবগণ পৌত্তলিকতা প্রভৃতি পাপ অবলম্বন করায় ঈশ্বর এক জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করেন, নুহ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ইতিপূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড জলযান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন; জলৌঘ আরম্ভ হইলে, তিনি কতিপয় ঈশ্বরপরায়ণ মানবদম্পতি ও পশুপক্ষ্যাদি সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ করেন। অতঃপর প্লাবনের পর্য্যবসান ও ভূমি শুষ্ক হইলে, ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, অনতিপরিস্ফুটরূপে এই জলৌঘের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরব, ইহুদি, কালডীয়, আসিরীয়, বেবিলোনীয়, সুরীয়, আদ, সমুদ, নিনিভীয়, হিন্দু, চীন প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই এই বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু ও সেমেটিক জাতীয় মধ্যে এই বিবরণের সমধিক ঐক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের উভয়ের মতেই একই আদি পুরুষ মনু বা নুহ হইতে ভূমণ্ডলে পুনর্ব্বার মানব জাতির প্রচার। অপরন্তু বেদপাঠে এমনও ধারণা হয় যে, মনুই সর্ব্বপ্রথম মানব-সমাজে অগ্নির আবিষ্কার ও ব্যবহার প্রচলিত করেন। তজ্জন্যই বেদে 'অগ্নিহোতা মনুর্হিতঃ' 'ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে' প্রভৃতি মনুর বিশেষণ দৃষ্ট হয়। সুতরাং মোসলমান পুরাবৃত্ত তাঁহাকে যে শ্রেণীতে স্থান দান করিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রও তাহার সমর্থন করে।

জলৌঘকালে 'নুহ' এর সাম, হাম, ইয়াফত নামে তিন পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। অধিকতর সম্ভব যে, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া বাবিলন নগরে বাসস্থান নির্ণয় করেন। নুহ এর প্রত্যেক পুত্রই বহুপ্রজ ছিলেন, উত্তরকালে তাঁহাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডল জনসমাকীর্ণ হইয়াছে। কাল-

ক্রমে সামের বংশধরগণ বনিসাম—সেমিটিক, ও হামের সন্তানগণ আর্য্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইয়াফতের পুত্রগণ হইতে অন্যান্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। জীবনের শেষভাগে মহাপুরুষ নুহ আপনার তিন পুত্রকে পৃথিবী বিভাগ করিয়া দেন, আসিয়ার পশ্চিম অংশ ও আফ্রিকা সামের ভাগধেয়, অবশিষ্ট সমুদয় আসিয়া ও ইউরোপ হাম ও ইয়াফতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, নুহ ও তাঁহার তিন পুত্রের পরলোকান্তেও তদ্বংশীয়েরা বাবিলনে কিছু কাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু তাঁহাদের আচার-ব্যবহারাদির ভিন্নতায় ভাষার ভিন্নতা জন্মে, সুতরাং এক এক বংশীয় লোকেরা পরস্পর স্নেহমমতা ও একতাবিরহিত হইয়া আপনাদিগের অভিলষিত দিকে গমন করেন। এইজন্য মনুষ্যজাতির প্রথম বাসস্থান হিব্রু ভাষায় বাবিলন অর্থাৎ ভাষাবিভেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর মহাপুরুষ নুহ হইতে দশম পুরুষ ও আদি নরজনক আদম হইতে বিংশতি পুরুষ অন্তর বনিসাম বংশে এব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে লোকেরা নানাপ্রকার কল্পিত দেবমূর্ত্তির ও বাবিলন-রাজের উপাসনা করিত। মহাত্মা এব্রাহিমের উর্জ্জ্বলজ্ঞানে প্রথমেই তৎসমুদায় বিকট ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি তৎসমুদায়ের দোষকীর্ত্তন করিয়া একমাত্র অচ্যুত অব্যয় স্বয়ম্ভু-বিশ্বকারণ পরমেশ্বরের অর্চ্চনা প্রচার করেন। বাবিলন-রাজ এব্রাহিমের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সত্য ও স্বর্গীয় প্রতাপের নিকট তিনি অকিঞ্চিৎকর হইলেন; সুতরাং সেমেটিক বংশ পুনর্ব্বার ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। পুরাবৃত্তে এই অহংব্রহ্মবাদী রাজা নমরুদ অর্থাৎ ঈশ্বর-

বিরোধী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। স্থরিয়ার অন্তর্গত বয়তল হারাত নামক পর্ব্বত-প্রস্থ এব্‌রাহিমের পিতা আজরের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অতঃপর এব্‌রাহিম মেসরে গমন করেন, মেসরবাসীরা তাঁহা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করে; তৎপর তথা হইতে তিনি পুনর্ব্বার স্থরিয়ায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কিছু দিন ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে, পরে হলবে, তদনন্তর তথা হইতে বয়ত অল মোকদ্দসে অবস্থিতি করেন।

এব্‌রাহিমের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা সারার গর্ভে এস্‌হাক ও দ্বিতীয়া হাজেরার গর্ভে এসমাইল জন্মগ্রহণ করেন। সারা প্রথম অবস্থায় বন্ধ্যা ছিলেন; সুতরাং সপত্নীর পুত্রলাভ দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া তাঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিতে পুনঃ পুনঃ স্বামীকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ঈশ্বরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক হজরত এবরাহিম পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে বয়ত অল মোকদ্দস হইতে বহির্গত হন এবং কিয়দ্দিন দক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ব্বক এক জলপূর্ণ দৃতি ও কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে এক ঘোর অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নিবিড় অরণ্যানী, চারিদিকে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের উন্মত্ত ক্রীড়া, ভীষণ গর্জ্জন, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা; হাজেরা নিরুপায়-ভাবে ঈশ্বরে আহিতাত্মা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে তাঁহার অন্ন পানীয় পর্য্যবসিত হইল, স্তন্য নিঃসরণ বন্ধ হইয়া গেল, মাতা পুত্র উভয়েই ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলেন; জীবিত রক্ষার অলভ্যতা বশতঃ হাজেরা শিশুকে সাফা নামক গণ্ড শৈলের উৎসঙ্গদেশে শয়ান রাখিয়া জল অন্বে-

ষণে মারওয়া পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন, পুনর্ব্বার পুত্র-স্নেহের আতিশয্যহেতু তথা হইতে দ্রুতপদে, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এইরূপ সাতবার বৃথা গমনাগমনপূর্ব্বক, তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এস্মাইলের পদদ্বয়ের নিকট এক সুপেয় জলের উৎপৎস্যমান উৎস দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অন্তরে যুগপৎ ভয় বিস্ময় কৃতজ্ঞতা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি সে বিজন ভূমি পরিত্যাগ করিলেন না।

কিছুদিন পরে বনি-সাম্ বংশীয় জরহাম-আখ্য এক দল লোক পথভ্রান্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং হাজেরার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই বিজন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। ক্রমে তাহাদের ইতস্ততঃ গমনাগমনে আদ, সমুদ প্রভৃতি আরও কতি-পয় ক্ষুদ্র দল তথায় উপস্থিত হয়। এইরূপে বর্ত্তমান মক্কা নগরের সূত্রপাত হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল পরে মহাত্মা এব্রাহিম পরিত্যক্ত স্ত্রী পুত্রকে দেখি-বার জন্য মক্কায় উপস্থিত হন, এবং ঈশ্বরের আদেশে এসমাইলের সহায়তায় নিজ হস্তে কাবা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এসমাইলের উৎস কূপাকারে প্রাকার দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিলে উহা জম জম কূপ বলিয়া বিখ্যাত হয়।

অতঃপর এব্রাহিম স্বপ্নযোগে বলির প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিন শত উষ্ট্র বলিদান করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় রজনীতেও "বলি-দান কর" এই আদেশ হইল। পুনর্ব্বার শত উষ্ট্র বলি প্রদত্ত হইল। তৃতীয় রাত্রিতে আদেশ হইল— তোমার পুত্র এসমাইলকে বলিদান কর, এব্রাহিম পরদিন অক্ষুব্ধ-চিত্তে বলিদান জন্য প্রস্তুত হইলেন। পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে

আরোহণ করিলেন, পাছে পুত্রমুখ দর্শনে মনে স্নেহসঞ্চার হয়, তদনুরোধ কর্ত্তব্যকার্য্য হইতে বিরত হন, এই ভয়ে চক্ষু বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। তিনি পুত্রের গলদেশের নিকট নতজানু হইয়া বসিলেন, শাণিত ছুরিকা বলির কণ্ঠদেশ স্পর্শ করে, এমন সময়ে ধ্বনি হইল, "এব্রাহিম ছুরিকা প্রত্যাহার কর, তোমার পুত্রবলি গৃহীত হইয়াছে।" এব্রাহিম দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু হইতে বস্ত্র মোচন করিলেন, কার্য্যেরগুরুত্ব হেতু তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছিল। এমন সময়ে এক দুম্বা মেষ পর্ব্বতের উচ্চতম স্থান হইতে দ্রুতবেগে আসিয়া সেইস্থানে শয়ন করিল, এব্রাহিম ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানসে কম্পিত হস্তে তাহাকে বলিদান করিলেন। এস-মাইল ও এব্রাহিম মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি পুরুষ, এই হেতু মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ বৎসরান্তে সেই দিনে বলিদান করিয়া থাকেন। এতদ্দেশে ইহা 'কোরবানি' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইদ অল জোহা অর্থাৎ দ্বিতীয় ইদ সেই স্মরণীয় দিন। এই সময়ে মক্কায় হজ্জ ব্রত সম্পন্ন হয়।

এস্‌মাইল ও তাঁহার মাতা যে স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সে নিবিড় বনভূমি—হিব্রু ভাষায় বন বা অরণ্যময় স্থানকে আরব বলে। কালক্রমে এস্‌মাইল বংশীয়দের বাসস্থান আরব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এস্‌মাইলের দ্বাদশ পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের হইতে আরবের প্রসিদ্ধ বনি এস্‌মাইল বংশের দ্বাদশ দল সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে মতের ভিন্নতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে নজর নামক এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া এই সমস্ত ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত দলসমূহকে

পুনর্ব্বার একত্র করেন, এইহেতু পুরাবৃত্তে তিনি কোরেশ অর্থাৎ সম্মিলিতকারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

এব্রাহিম সমুদায় পৌত্তলিকতা ও ভ্রান্তি বিধ্বস্ত করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, ইহাই বর্ত্তমান মোসলমান ধর্ম্মের মূল। কোরাণ শরিফেও মোসলমান ধর্ম্ম হজরত এবরাহিমের ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু মোসলমান পুরাবিদ্‌গণ আদম ও নুহকেও আপনাদের ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন বাইবেলে এবং সমুদয় ভবিষ্যদ্বাদী পুরুষদিগের দ্বারায় মোসলমান ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্তার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদও তাহার অপর প্রমাণ স্থল।

যাহা হউক এসমাইল ও তাঁহার সন্তানগণের পরলোকের অনতিদীর্ঘকাল পরেই বনি এসমাইল বংশে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, ক্রমে তাহারা ঘোর পৌত্তলিক হইয়া পড়ে। অতঃপর অনুদিন তাহা ঘোর হইতে ঘোরতর হইয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হয়। এই ঘোর দুঃসময়ে অখণ্ড পৃথিবী সেই অনল তুল্য তেজস্বী শাস্তিদাতা ও ধর্ম্মশাস্তার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে পূর্ব্বতন ভবিষ্যদ্বাদীগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া খৃষ্টীয়, ইহুদি, পৌত্তলিক প্রভৃতি শ্রেণীর প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু মনীষীগণ সেই চিরপ্রসংশিত ও সর্ব্বজনপ্রিয় প্রেরিত মহাপুরুষের অন্বেষণে বিভিন্ন দেশে বাহির হইয়াছিলেন।

আজ আমরা চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে এসলাম ধর্ম্মের আকর আরব দেশের কি অবস্থা ছিল, তাহাই বর্ণনা করিতে

প্রবৃত্ত হইতেছি। যেমন প্রত্যেক মানব জীবনের মধ্যে তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়, যেমন প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিদ্যা সভ্যতা স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতির উন্নতি অবনতি লক্ষিত হয়, তদ্রূপ পৃথিবীর অখিল জনসাধারণের মধ্যেও কোন সময়ে উন্নতি বা অবনতির আধিক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী বা মোসলমান যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেইরূপ একযুগ পরিগণিত হয়। এই সুদীর্ঘ কালে অখিল পৃথিবীমণ্ডলে জাতি সাধারণের মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী অবনতির ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। সে সময়ে সমুদায় জ্ঞান-বিদ্যা-সভ্যতার প্রভব-ভূমি ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল প্রভাজাল বিকীর্ণ করিয়া সমুদায় জাতির হৃদয় কন্দরস্থিত অজ্ঞানান্ধকার হরণপূর্ব্বক, হতপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল; গ্রীস ও মেসর রোমের পদতলে নিজ নিজ অস্তিত্ব বলিদান করিয়া সত্তাহীন হইয়া গিয়াছিল; স্বয়ং রোমসাম্রাজ্য একমাত্র আলোক প্রস্রবণ স্বরূপ হইয়া,জগতের অজ্ঞানান্ধকার হরণ করিতেছিল, ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। এইরূপে ভারতবর্ষ,গ্রীস, মেসর, রোম প্রভৃতির সভ্যতা বিনষ্ট হওয়ায় সমুদায় ভূমণ্ডল শনৈঃ শনৈঃ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িল।

আরবদেশ প্রকৃত পক্ষে কতিপয় উর্ব্বর প্রদেশ সম্বলিত এক বিশাল বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। আবহমান কাল হইতে আরবেরা স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন; তাঁহারা কখনও অন্যের উপর প্রভুত্ব করেন নাই; কোন কালে কোন জাতি তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, সর্ব্বলেই স্ব স্ব প্রধান। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার আইন কানুন

প্রচলিত ছিল না। দেশে সহস্র বিভিন্ন দল; অন্য দলের কাহার প্রাণবধ করিয়াও একবার স্বদলে মিলিত হইতে পারিলেই আর শাস্তির ভয় থাকিত না। তবে সে দল, বলবান্ হইলে তাহার পরিশোধ চেষ্টা করিত; সুতরাং যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অধিকাংশ লোক সমরশায়ী না হইলে উহা নিষ্পত্তি হইত না। কথন কথন দুই ব্যক্তি বন্ধুভাবে পথ চলিতে চলিতে কথাবার্ত্তায় মত বৈষম্য উপস্থিত হইলেই তরবার নিষ্কোষিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন; ক্রমে তাহাদের দল পুষ্টি হইয়া, উহা সমুদায় দেশের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িত। এইরূপ এক যুদ্ধ একশত বৎসর প্রবল ছিল। এক সময়ে ঘোড়দৌড় হইতেছিল, একজনের অশ্ব, সমুদায় অশ্বকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে, সহসা একব্যক্তি সম্মুখ হইতে ভীষণ শব্দ করিয়া তাহাকে ভীত করিয়া দেয়, এইসূত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আরবের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, একতর পক্ষ অবলম্বন করে, প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ প্রবলভাবে চলিতেছিল, অবশেষে বিবদমান উভয় দল এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ৬৩১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হয়। হরব বসুজ নামক যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপে অনবরত পঞ্চাশৎ বৎসর প্রবল ছিল, পরিশেষে সত্তর হাজার বীরপুরুষের শোণিতপাতে আরবের মরুভূমি সিক্ত হইলে, যুদ্ধ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় যুদ্ধ জাতিগত অধিকার বা রাজসিংহাসনের জন্য অনুষ্ঠিত হইত না, কেবল ভীষণ যুদ্ধ পিপাসা, প্রতিহিংসা ও শস্ত্র কৌশলে পারদর্শিতা লাভ উদ্দেশ্য ছিল। যাহার তিন পুরুষ রোগ ভোগ করিয়া, বিছানায় শুইয়া মরিয়াছে, আরব জাতির মধ্যে তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না।

তখন আরব দেশে ও আরব জাতির মধ্যে নাগরিক ভাব, বিস্তৃত সমাজপ্রিয়তা, শ্রেণীবদ্ধ আপনমালা পরিশোভিত বিস্তৃত নগর, বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির উপকরণ, স্থাপত্য বিদ্যার পারদর্শিতাসূচক উন্নত অট্টালিকা, কোন স্থানেই দৃষ্ট হইত না। সে ভীষণ মরুপ্রদেশ কখনও উন্নতির পদচিহ্নে অঙ্কিত হয় নাই। সে দেশ মেসরের সভ্যতার উজ্জ্বল কিরণ, গ্রীসের বিজ্ঞান-কৌশল হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। আরবদিগের মধ্যে উন্নতির প্রত্যেক উপকরণের এইরূপ অভাব লক্ষিত হইত বটে, কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শব্দভাব অলঙ্কার সমৃদ্ধ প্রস্তুত বিষয়ের পর্য্যাপ্ত বর্ণনার উপযোগী ভাষা তাঁহাদের সমুদায় অভাবের নিরাকরণ ও সদ্ভাবের সমাবেশ করিয়া দিত। গ্রীস দেশের ‘ওলিম্পিয়’ মেলার ন্যায় সর্ব্বসাধারণ আরব জাতির মধ্যে এক সাধারণ সম্মিলনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, ওকাজ পর্ব্বত মূলে বৎসরান্তে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইত। তথায় ভিন্ন ভিন্ন বংশোদ্ভব অসংখ্য লোক ও খ্যাতি প্রতিপত্তি-লিপ্সু ব্যক্তিগণ সমাগত হইতেন। আরবেরা ওজস্বী বর্ণনার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং এই মহাসম্মিলনে করুণরসপূর্ণ, বীররসযুক্ত, উত্তেজনায় অগ্নিময় বক্তৃতা ও কবিতা পঠিত হইত। কোন অজ্ঞাত কুলশীল, বচন রচনা-কুশল সুচতুর বক্তা যখন বর্ণনাচ্ছটায় লোকের হৃদয় তরঙ্গায়িত করিয়া প্রস্তুত বিষয়ের উপযোগিতা ও সারবত্তা বর্ণন করিতেন, তখন সেই বিস্তৃত লোকারণ্য কখন কখন ক্রোধের আবেশে গর্জ্জন করিয়া উঠিত, কখনও করুণার উচ্ছ্বাসে বাষ্পবারি মোচন করিত, কখনও বা গভীর নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। অতঃপর সেই সমুদায় সফল রচনা চর্ম্মখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া কাবা মন্দিরের

দ্বার-দেশে রক্ষিত হইত। যতদিন তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বক্তৃতা সেই স্থান পরিশোভিত না করিত, ততদিন তাহার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিত। "সবে মহল্লাকা" নামক প্রসিদ্ধ আরবি পুস্তকে আমরা এখন পর্য্যন্তও ইহার ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাই। যাহা হউক, যিনি সেই স্মরণীয় দিনে অবিসম্বাদিত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা এত অধিক হইয়া উঠিত, যে বিনা আমন্ত্রণে লোকেরা তদীয় অনুগমন করিত। সুতরাং অনেক সময়ে এই সাধারণ সম্মিলন হইতেই আরবজাতির ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালী অবধারিত হইত। কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার সহকারীর নিতান্ত অভাব হইত না, একবার কিঞ্চিৎ বচন-রচনা-কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিলেই, অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। বীরত্ব ভিন্ন আরবে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের আর দ্বিতীয় পথ ছিল না। সুতরাং যাঁহারা সন্তানদিগকে ভবিষ্যতে বীরপদবীতে সমারূঢ় দেখিতে স্পৃহা করিতেন, তাঁহারা তাহাদিগকে বাল্যকালেই শস্ত্র বিদ্যার সহিত শাস্ত্রবিদ্যারও শিক্ষা প্রদান করিতেন। আরবদেশে অনেক প্রসিদ্ধ সদ্বক্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; সিসিরো ও ডিমস্থিনিস ভূমণ্ডলের সর্ব্বপ্রধান বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু আরবি ভাষা শত সিসিরো, শত ডিমস্থিনিসের হৃদয়োন্মাদকরী বক্তৃতায় আজও প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এমন ভাষাও তৎকালে জাতীয় কল্যাণ উপার্জ্জনে নিয়োজিত হয় নাই, বরং জাতি সাধারণের ধ্বংশের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

এইরূপ আরবদিগের অবস্থা নিতান্ত ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছিল; খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-শতাব্দী ঘোর অবনতির চূড়ান্ত

সময়। ইতিপূর্ব্বে আরবদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতা লব্ধ প্রসর হইয়াছিল। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, অসংখ্য নক্ষত্র হইতে অগ্নি, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি সমুদয় ভৌতিক পদার্থই আরবদের উপাস্য ছিল। প্রত্যেক বংশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার আরাধনা করিত এবং প্রত্যেক লোক স্বকীয় ব্যক্তিগত রুচি ও মতবৈষম্যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত দেবমূর্ত্তির পূজা উপাসনা করিত। সুতরাং লোক সংখ্যা অপেক্ষাও আরবদের আরাধ্য দেবতার সংখ্যার বাহুল্য ছিল। কাবা মন্দির মহাপুরুষ এব্রাহিমের নির্ম্মাণের পর "বয়তোল্লা" অর্থাৎ ঈশ্বরের (অনুগ্রহ পূর্ণ) গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সম্প্রতি আরবের সর্ব্বপ্রধান দেবতা "হবল" আর তিন-শত ষষ্টি অনুচরসহ উহা অধিকার করেন। পৌত্তলিকতারও এমন অপব্যবহার পৃথিবীর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরবে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবেশ করে, কিন্তু তথায় অজ্ঞানান্ধকার এত পুঞ্জীভূত হইয়াছিল যে, খৃষ্টের উজ্জ্বল একে-শ্বরবাদও তাহা নিরাকরণে অকিঞ্চিৎকর হইয়া, ভস্মিল ক্ষীণ প্রদীপের ন্যায় হতপ্রভ হইয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরেই আরবেরা ইসা মরিয়মকে আপনাদের দেবতা শ্রেণীতে পরিগণিত করিয়া কাবা মন্দিরে উপস্থিত করেন, কিন্তু তথায় দেবমূর্ত্তির এত ঘন-সন্নিবেশ ছিল যে, আর নবাগত দুই জনের স্থান সংকুলন হইল না, সুতরাং ভক্তেরা মন্দির প্রাচীরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া সম্মান রক্ষা করিলেন। এতদ্ভিন্ন কোরেশ বংশের কতিপয় লোকের মধ্যে হজরত এবরাহিমের একেশ্বরবাদেরও কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইত। আরবদের সাধারণ ধর্ম্ম মত এইরূপ ছিল।

এই সময়ে আরবদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারিতার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা এক প্রকার অসাধ্য। লজ্জা-হীনতা, চরিত্র বিপ্লব, আরবের ঘরে ঘরে বিরাজ করিত। মাধ্যাহ্নিক সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকেই দলে দলে স্ত্রীপুরুষ উলঙ্গ হইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। কন্যা-সন্তান প্রসব করিলে নির্ম্মমা জননী তৎক্ষণাৎ জীবিতাবস্থাতেই মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। আরবের উপরিস্থ আকাশ মেঘবিম্ব বিবর্জ্জিত ও বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র জলবিন্দু বিরহিত প্রতিভাত হইত, কিন্তু আরব জাতির উদরাভ্যন্তরে মদিরা-স্রোতঃ অন্তঃসলিলে প্রবল-বেগে প্রবাহিত ছিল।

আরবের প্রাকৃত দৃশ্যও নিতান্ত ভীষণ ছিল, চারিদিকে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত ভীষণ মরুভূমি, প্রচণ্ড আতপ-পীড়িত বিগলিত বেশ বৃদ্ধ-ভিক্ষুকের ন্যায় শীর্ণকায় খর্জ্জুর বৃক্ষ, বিকট মূর্ত্তি কুটিল খলের ন্যায় মগিলা নামক কণ্টক-গুল্ম, প্রকৃতির মৃত-দেহের ন্যায় নগ্ন-প্রস্তরময় গণ্ডশৈল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড-বহুল উপত্যকা-প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইত। অবিরত উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাবাত, ভীষণ সমুম প্রবাহ, সূর্য্যোত্তাপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য বালুকা বর্ষণ, তদপেক্ষাও ভয়ানক শত্রু ভ্রাতৃবর্গের হস্তহইতে জীবন রক্ষার জন্য আরবদের পটমণ্ডপ সমূহ গিরিপ্রস্থ উপত্যকা প্রভৃতি দুরাক্রম্য স্থানে সন্নিবেশিত হইত।

বিশুদ্ধ বংশজাত বনায়ুজ অশ্ব আরবদের অতি প্রিয় বস্তু। ইহাদের বংশের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ জন্য হিন্দুদিগের কুলাচার্য্যগণের ন্যায়, আরবে অনেক অশ্ব-কুলাচার্য্য দৃষ্ট হইত। প্রস্তর-বিদারী প্রচণ্ড বর্শা, উৎক্ষেপামাণ কৌষেয় বস্ত্র-দ্বিধাকারী, ত্রিগুণিত

বর্ম্মভেদী অকুণ্ঠিত তরবার আরবদিগের যথাসর্ব্বস্ব ছিল। আরব কবিগণ অবিরত এই তিন প্রয়োজনীয় বস্তুর গুণ কীর্ত্তনেই নিরত থাকিতেন; প্রাচীন আরবি গ্রন্থ ইহাদের গুণানুবাদেই বিশেষ ওজস্বী। আরবদের প্রতিহিংসা পৃথিবীতে অতুল ছিল।

আরবে কুসংস্কার, অজ্ঞানান্ধকার এইরূপে অনুদিন গাঢ়তর, শোণিত-প্রবাহে মরুভূমি সিক্ত, লোকস্থিতি বিধ্বস্ত হইতেছিল। যে স্থান হইতে সমুদায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্র আলোক বিক্ষিপ্ত হইবে বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে, সেই পারাণ্ পর্ব্বতের উচ্চ-শৃঙ্গই পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞানান্ধকারের বিকট বিলাস-স্থান ছিল। যখন আত্ম-বিগ্রহের প্রাবল্যে আরবস্থান এক ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতে ছিল; যখন পরাক্রান্ত বনি-এসমাইলদিগের তীব্র তরবার ও বিক্রান্ত দোর্দ্দণ্ড পরস্পরের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল; যখন আরব জাতি দিশাহারা হইয়া ধ্বংশ সাগরের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই উপযুক্ত সময়ে এক প্রিয়-দর্শন, সহাস্যবদন, আরক্ত-বর্ণ, মধ্যমাকৃতি, সুবর্ণজঙ্ঘ, অটল চরণ, বজ্রবাহু মহাপুরুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতা-পের ন্যায় ধীর গম্ভীর দৃঢ় পাদবিক্ষেপে হেরা (পারাণ) পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সমস্ত আরব জাতির পুরোভাগে দণ্ডায়-মান হইলেন। তরবার প্রহারে ছিন্নপদ, ভিন্ন বাহু, খণ্ডিত মস্তক, অসংখ্য প্রহারাঙ্কিত দেহ, বর্শাঘাতে গলিত চক্ষু, সন্তান হত্যায় কলঙ্কিত, মদ্যপানে উন্মত্ত, মিথ্যা ক্রিয়া-কলাপে বিজড়িত, জীর্ণ শীর্ণ বিগলিত বেশ, শোচনীয় জীবন আরবগণ তাহার নিকট উপ-স্থিত হইল। তখনও তাঁহারা একে অপরের প্রতি রোষ-কষায়িত নয়নে কটুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। মানবের দুরবস্থা

দেখিয়া সেই মহাপুরুষের হৃদয় কম্পিত ও ব্যথিত হইল, তিনি কান্দিয়া অস্থির হইলেন। তাঁহার পদতলে সর্ব্বপ্রকার মান-সম্ভ্রম সুখ-সচ্ছন্দতার দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল, তিনি সে দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন ; তাঁহার করুণ সুর,রোদন ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল, অশ্রুজলে তাঁহার বাহ্যদৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া গেল, অচেতন বৃক্ষলতা, আরবের ভীষণ দৃশ্য ও সূক্ষ্মজগৎ হইতে এক মহাধ্বনি আসিয়া তাঁহার শ্রবণশক্তি অবরুদ্ধ করিল ; তখন সেই কাতর হৃদয়, বিষণ্ণতা, মানবিক সামান্য চিন্তার উপর, এক অচ্যুত, অব্যয়, জ্যোতির্ম্ময় তেজঃ আসিয়া সিংহাসন পাতিয়া বসিলেন ; মানবহৃদয় একবার আনন্দে জয়ধ্বনি কর। তখন সংসারের, স্বর্গ-রাজ্যের, ধর্ম্মের সমুদায় সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তাঁহার নিকট সুপ্রকাশিত হইল। সেই মহাগ্রন্থে মানবের রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, হিংসা বিদ্বেষ নিবারণের উপায়, স্বাস্থ্য বিধানের নিয়ম, পবিত্রতা ও উন্নতির ব্যবস্থা সমূহ দেদীপ্যমান ছিল। তিনি তাহা সেই দুঃখি দিগের হস্তে প্রদান করিয়া করুণ-ভাবে বলিলেন 'ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্ববিধ অকুশলের প্রতীকার ও স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রেরণ করিয়াছেন, তোমাদের অত্যুত্তম শান্তি ও কল্যাণ লাভ হইবে, ইহা গ্রহণ কর।' তখন " সদাপ্রভু সিনয় হইতে আইলেন, ও শেয়ির হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, তিনি পারাণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন ও অযুত অযুত পুণ্যবানের সভা হইতে আইলেন, ও তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ব্যবস্থা রূপ অগ্নি উৎপন্ন হইল। এবং "ঈশ্বর তৈমন হইতে, হাঁ পবিত্রতম পারাণ পর্ব্বত হইতে আগমন করিতেছেন। গগন মণ্ডল তাঁহার প্রভাতে ব্যাপ্ত ও পৃথিবী তাহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।" তওরাত,

জব্বুর, ইঞ্জিল অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন বাইবলের যুগ যুগ-প্রবাহী এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী এই মহাদিনে সফল হইল। এবং "তখন সমস্ত লোক মেঘ গর্জ্জন বিদ্যুৎ ও তুরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল। তাহার দর্শনে লোকেরা পালাইয়া দূরে দাঁড়াইল। এবং মোশিকে কহিল তুমিই আমাদের সহিত কথা কহ, আমরা তাহা শুনিব, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না কহুন, পাছে আমরা মরি। অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এস্রায়েলের সন্তানগণকে এই কথা কহ, আমি আকাশ মণ্ডলে থাকিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিলাম, ইহা আপনারা দেখিলে। (তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইল, অতঃপর) আমি যে যে স্থানে (অন্যের মুখে) আপন নাম প্রকাশ কবাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" মানব সমাজের সহিত ঈশ্বরের "মহাপ্রভু দাস বৃন্দের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ম স্থাপন করিলেন" এই প্রতিজ্ঞা বাক্য সিদ্ধ হইল। ঈশ্বরের ও মানব সমাজের মধ্যবর্ত্তী এই প্রতিজ্ঞাত প্রেরিত পুরুষ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বেদে—"অল্লো-রসুর মহমদেরকং বরস্য" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এবং শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন বাইবল "ভে বেল্লো মহম্মদিন্" বলিয়া বজ্র গম্ভীর ধ্বনিতে বিশ্ববাসী মানব সমাজকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তিনি স্বরূপতঃ মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ রসুল সল্লেল্লাহে আলায়হেচ্ছালাম; 'আজ বনি-এস্রায়েলের ভাতৃগণের মধ্য হইতে মুসার সদৃশ এক ভাব বাদী উৎপন্ন হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহার মুখে আপনার বাক্য দিলেন' বিশ্ববাসী আনন্দে জয়ধ্বনি কর!!

মোসলমান বীরাঙ্গনা।

ভূমণ্ডলে পুরুষগণই সর্ব্বেসর্ব্বা, শাস্ত্রচর্চ্চা, শস্ত্রসঞ্চালন, ধর্ম্ম-প্রচার, কৃষিবাণিজ্য বিস্তার, পৃথিবীর কল্যাণ ও কুশল সাধন, প্রত্যেক বিষয়েই আপাততঃ পুরুষগণেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু সামাজিক উন্নতি, জাতীয়-জীবন গঠন, শিক্ষা-সভ্যতার উৎকর্ষ, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার বিস্তার সাধন কার্য্যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উপযোগিতা অধিক। সামাজিক উন্নতি বা ধ্বংসের উজ্জ্বল-ছবি যেমন নারীগণের আচার ব্যবহারে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পুরুষসমাজে তদপেক্ষা বহু পরিমাণে ন্যূন। প্রত্যেক দেশের প্রামাণিক ইতিহাসেই ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে নবাভ্যুদয়শালিনী হিন্দুশক্তি, অসভ্যদিগকে পরাজিত ও গহন বনে বিতাড়িত করিয়া দিয়া, উন্নতি শৈলের উচ্চতম শিখর লক্ষ্য করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিতেছিল, মহাকবি দেবাত্মা বাল্মীকি কোমলভাব করুণস্বর, বীণার মৃদুঝঙ্কারের সহিত মিলাইয়া, তাহা গান করিয়াছেন। তাহার সর্ব্বত্র কেমন অপূর্ব্ব পবিত্রতার সমাবেশ।

তখন যে সত্যযুগ, হিন্দুশক্তির অবশ্যম্ভাবী উন্নতির সময়, তদীয় প্রত্যেক চিত্রেই তাহা প্রকটিত হইয়াছে, বরং পুরুষ অপেক্ষা নারী চরিত্রে তাহার স্ফূর্ত্তি অধিক। রাম অপেক্ষা সীতার জীবনে সে ভাব সমধিক প্রকটিত হইয়াছে। নববিবাহিতা ব্রীড়াবনতবদনা নববধু, পতিসহচারিণী অরণ্যবাসিনী জটাবল্কলধারিণী রঘুবংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী, বাল্মীকির আশ্রমে পতি-পরিত্যক্তা দীনা হীনা কাঙ্গালিনী সীতা, প্রত্যেক অবস্থাতেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল পবিত্রতায় রামায়ণের প্রতি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিতেছেন। রাজান্তঃপুরবাসিনী হইতে বনবাসিনী শবরী শ্রমণা প্রভৃতি প্রত্যেকেরই অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্টা, সত্যপরায়ণতা অপেক্ষা আর্য্যজীবনের ভবিতব্য উন্নতিসূচক আর কি হইতে পারে?

অপর পক্ষে সেই আর্য্যসমাজ যখন পতন-প্রবণতা আশ্রয় করিয়াছে, যখন তাহার জাতীয়-জীবন রোগশয্যায় মুমূর্ষু দশাপন্ন, তদানিন্তন সুন্দর-চিত্র মহাভারতের দিকে দৃষ্টি কর; অন্যের কথা দূরে যাউক, যিনি সসাগরা ধরার রাজচক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মের অবতার, সেই যুধিষ্টির পর্য্যন্ত মিথ্যা কথার পাপভাগী। বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রে সেই পাপ-প্রবণতা প্রবলতর; যিনি রাজবংশ সম্ভূতা, রাজসিংহাসনের শোভা, সৌভাগ্যের দেবতা, প্রাতঃস্মরণীয়া সতী, সেই দ্রৌপদী ভুবনবিজয়ী রূপগুণে অতুল পঞ্চ স্বামী লাভ করিয়াও, পাপকলুষিত দৃষ্টিতে কর্ণের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সে কর্ণ আবার তাঁহারই গর্ব্ব খর্ব্বকারী, তাঁহার স্বামীদিগের ঘোর শত্রু, তাঁহাদের বনবাসের দুঃখক্লেশের মূল কারণ; কিন্তু দ্রৌপদীর কলুষিত অন্তরে তৎপ্রতি ঘৃণার পরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চরিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা পাপের জঘন্য

মূর্ত্তি আর কি প্রকারে প্রকটিত হইতে পারে? রাজসিংহাসনেই এই দশা, আর দুই এক সোপান অবতরণ করিলে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য সম্ভব, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই অনুমেয়। প্রকৃত পক্ষে জাতীয় জীবনের পর্য্যবসান, আর্য্যসমাজের ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী পতনের এতদপেক্ষা সুস্পষ্ট পূর্ব্বলক্ষণ আর কল্পিত হইতে পারে না।

অপর পক্ষে যে দিন জগদ্বিখ্যাত রোমের উন্নতির দিন, চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য এবং সভ্যতা গ্রাস করিয়া রোম ক্রমশঃ উন্নতির বিলাসক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে, তখন সতীধর্ম্ম অপহৃতা হইয়া লুক্রেশিয়া আত্মহত্যা করিতে দ্বিধা বিবেচনা করেন নাই। অত্যাচারীর অনুষ্ঠিত জঘন্য পাপের তেমন উপযুক্ত কঠোর প্রতিবাদ উদয়োন্মুখিনী জাতি ভিন্ন অন্যত্র কি সম্ভব হয়? কিন্তু আবার এই রোমই ধ্বংস কালে এমন নগ্নপাপের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার কুলাঙ্গনাদিগের আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়া সাধুগণ আত্মাকে কলঙ্কিত মনে করেন।

জগতের ইতিহাসে এই রূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা আরব্য ইতিবৃত্তের অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত প্রাথমিক অভ্যুদয়শালী মোসলমান সমাজের এক কুলাঙ্গনার সাহসিকতা, পবিত্রতানুরাগ ও স্বধর্ম্মরক্ষণতৎপরতা বর্ণন পূর্ব্বক এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

হিজরী ১৩শ অব্দে অর্থাৎ প্রচলিত বঙ্গাব্দের ৩য় বৎসরে আরবগণ সুরিয়া আক্রমণ করেন। দামেস্ক সুরিয়ার দুর্গবদ্ধ, রোমক বলে সুরক্ষিত দৃঢ় নগর, সুতরাং সেই স্থান সর্ব্বপ্রথমে মোসলমানদিগের শস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ীভূত হইল। আরবগণ মহা

পরাক্রমে সুকৌশলে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, দুর্গে অনুদিন দুর্ভিক্ষ ও হতাশার প্রাবল্য অনুভূত হইতেছিল; কিন্তু সেই সময়ে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস, দামেস্কের সাহায্যজন্য নবতি সহস্র সৈন্যসহ ওয়ারদন নামক সুদক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সুতরাং আরবগণ দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আরব-সেনাপতি খালেদ-বিন-অলিদ সত্বরতা সহকারে সমুদায় সামগ্রী-সম্ভার ও পটমণ্ডপ উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে পুরোভাগে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ ধীরপ্রকৃতি সহকারী সেনাপতি আবুওবিদা এক সহস্র যোদ্ধৃপুরুষ লইয়া, মোসলমান বালক বালিকা ও সীমন্তিনীগণ সমভিব্যাহারে এবং সমুদায় লুণ্ঠিত দ্রব্য সহিত পার্ষ্ণিভাগে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে দামেস্কবাসীরা নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবেরা সম্রাটের সৈন্যের আজনাদিন—ক্ষেত্রে সমাগম সংবাদে ভীত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিল; কোন কোন কোন যুদ্ধকোবিদ ব্যক্তি বলিলেন, হয়ত তাহারা আসন্ন যুদ্ধ অনুমান করিয়া আপনাদিগকে সুদৃঢ় করিবার বাসনায় হেম্স ও বালবেক্ জয় করিতে গমন করিতেছে।

দামেস্কে পিটার ও পল নামক সুবিখ্যাত অভিজাত রোমকভ্রাতৃদ্বয় বাস করিতেন। উভয়েরই বীরত্ব ও বিদ্যার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। বিশেষ পল সুবিখ্যাত ধনুর্দ্ধর ছিলেন। তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গনে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল; পল স্বকীয় বল পরীক্ষা কামনায় তাহাতে এক বাণ প্রয়োগ করেন। তাঁহার বিপুল ভুজবলে পক্ষ সহিত আমূল সায়ক বৃক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

রোমকগণ আরবদিগকে ভীতিদ্রুত মনে করিয়া, পিটার ও পলের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্গের সমুদায় সৈন্যবলের সহিত, আরবদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে অনুরোধ করিল। তখন পলের স্ত্রী রজনীতে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া বিমনা হইয়া তাহাই বর্ণনা করিতে ছিলেন, কিন্তু উৎসাহগর্ব্বিত পল তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পল ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও পিটার দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সহিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আরবদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভারবাহক উষ্ট্রাদি সঙ্গে থাকায় আবুওবিদা ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে দামেস্কের দিক হইতে নিবিড় ধূলিরাশি উড্ডীন হইয়া পার্ষ্ণিগ্রাহ সৈন্যের সূচনা করিয়া দিল। তখন তিনি সত্বর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও স্ত্রীলোকদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপনার সহস্র সৈন্যে ব্যূহ বিন্যাস পূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজোরাশি সমীপস্থ হইল, আবুওবিদা মোসলমানদিগকে সতর্ক হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, পল পতনশীল নক্ষত্রবেগে, অশ্বারোহীগণ সহ মোসলমানদের ক্ষুদ্র ব্যূহের উপর সম্পতিত হইলেন। অপর দিক হইতে পিটার পদাতিক দলের সহিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্বর আক্রমণ পূর্ব্বক, প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত ও বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া লইলেন; এবং প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্ত্রিয়াক নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে পিটার আক্রমণ করিলে, স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তরবে, বালক বালিকার গগন বিদারী চীৎকারে আবুওবিদা নিতান্ত

অধীর হইলেন। দুঃখের আহুতি পাইয়া, আরবদের সাহস ও বল চতুর্গুণিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রচণ্ড সিংহেরন্যায় অগ্রসর হইয়া রোমকদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং পল তৎক্ষণাৎ আবু-ওবিদার সমীপস্থ হইয়া দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পল নবযৌবনগর্ব্বিত ও মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় বলশালী ছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ আবু-ওবিদার পক্ষে তাঁহার আক্রমণ বিষম ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও সাহস তাঁহাকে প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখিল; প্রত্যেক আরব আপনার সমীপস্থ শত্রুর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধের অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া সোহেইল-বিন-সাবাহ নামক প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ শস্ত্রপ্রতাপে রোমকব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া তীব্র বিদ্যুতের ন্যায় বহির্গত হইলেন এবং দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা পূর্ব্বক মহাসামন্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাফেহ্-বিন ওমরকে এক সহস্র অশ্বারোহী সহিত স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, তৎপর আবদুল-রহমানকে সহস্র সাদী সহিত আবুওবিদার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। তৎপরে কয়েস বিন হোবায়রাকে সুহৃকারী করিয়া জেরারের অধীনে আর এক সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ পূর্ব্বক স্বয়ং সমুদায় সৈন্য সহিত রোমকদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হইতেছিল; আবুওবিদা পলের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে মোসলমান সৈন্য দলে দলে উপস্থিত লাগিল। জেরার ভীম বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক বজ্রবেগে পলের প্রতি ধাবমান হইলে পল ক্লান্ত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জেরার ঘোর সিংহ-

নাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় পলের উপর সম্পতিত হইয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং কৌশল ক্রমে তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে বন্ধন করিয়া লইলেন। এদিকে আরবেরা রোমকদিগের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বন্য পশুর ন্যায় হত্যা করিতে লাগিলেন, পলের ছয় সহস্র অশ্বারোহীর মধ্যে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত লোক কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

পিটার যে সমস্ত আরব স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জেরারের সহোদরা অবিবাহিতা নবযৌবন শালিনী 'খাওলা' ও একজন। জেরার তাঁহার জন্য নিতান্ত শঙ্কিত ভীত ও শোকাকুল হইয়া মহাসামন্তকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন। খালেদ বলিলেন, এত অধীর ও শোকাকুল হইও না, রোমকদের সেনাপতি ও এক বিপুল দল আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের বিনিময়েও আমরা স্ত্রীলোকদিগকে ফিরিয়া পাইতে পারিব। অতঃপর সত্বরতা সহকারে আবুওবিদাকে সমুদায় সৈন্য সহিত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া আজনাদিন অভিমুখে প্রেরণ পূর্ব্বক, স্বয়ং আরব-সেনাপতি জেরার-বিন-আজওয়ার, রাফেহ-বিন-ওমর, ময়সরা-বিন-মসরুক, কয়েস-বিন-হোবায়রা প্রমুখ অতিরথ বীরবৃন্দের সহিত, দুই সহস্র অদীনপরাক্রম অশ্বারোহী লইয়া পিটারের উদ্দেশে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। জেরার উন্মত্তের ন্যায় বিষাদ-গীতি আবৃত্তি করিতেছিলেন, খালেদ তৎশ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। স্রিয়াক নিকটবর্ত্তী হইলে, এক বিপুল সৈন্যদল ও তাহার মধ্য ভাগে, উজ্জল তরবারের চঞ্চল চমক দৃষ্ট হইতে

লাগিল। খালেদ কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া সঙ্গীয়গণকে বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন এবং রাফেহ্-বিন-ওমর সংবাদ অবগতির জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, আরব স্ত্রীলোকেরা রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তখন রাফেহ্ দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেনাপতিকে সবিশেষ অবগত করিলেন। শ্রবণ মাত্র জেরার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, সমুদায় মোসলমান অশ্ববল্গা পরস্পর সংমিলিত করিয়া রোমকদের প্রতি ধাবিত হইলেন। খালেদ আদেশ করিলেন, যে তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে রোমকদিগকে আক্রমণ ও বেষ্টন করিয়া লইবে।

প্রকৃত অবস্থা কি? পিটার স্বিয়াক নদী তীরে উপস্থিত হইলে, সমুদায় লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী আরবযোষিৎ তাঁহার সমীপে আনীত হইল। তিনি প্রত্যেকের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক খাওলার স্ললিত নব-যৌবন, অনিন্দ্য-কান্তি, চিত্ত-বিমোহন রূপলাবণ্য দর্শনে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সঙ্গীয়গণকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং তাহারাও সেনাপতির দৃষ্টান্তানুসারে এক একজন মনোনীত করিয়া লইলেন। অনন্তর তাহাদিগকে বিশ্রামার্থ এক পৃথক স্থানে প্রেরণ করা হইল। বন্দী ললনাগণের মধ্যে কতিপয় হামির বংশীয়, আমালেক ও তাবালিয়া জাতীয় প্রাচীন স্ত্রীলোক ছিলেন। খাওলা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আরব কন্যাগণ! তোমরা কি অধোমুখে উপবিষ্ট হইয়া উন্নত বংশসুলভ অতুল শৌর্য্য, সুখ্যাতি, অসীম বাশক্তি ও উজ্জ্বল গৌরবের বিষয় চিন্তা করিতেছ?

তোমরা কি উন্নত আরব্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পবিত্র এসলাম ধর্ম্মের আশ্রিত হইয়া, কোরাণের মর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অতঃপর কাফেরদিগের পদসেবা করিয়া, ঘৃণিত জনোচিত কুৎসিৎ জীবন বহন করিতে স্পৃহা কর? তদপেক্ষা মৃত্যুই বরং তোমাদের মত উন্নত লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আজ তোমরা জীবনের মমতায় হীনতা স্বীকার করিতে পার বটে, কিন্তু কালে সেই প্রিয়জীবন পাপের পদানত, রোগে পীড়িত, শোকে ম্লান অবশেষে মৃত্যু দ্বারা নিগৃহীত হইবে; সংসার ও জীবন কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহার পর মৃত্যু রহিত অনন্ত জীবন, স্মরণ কর; ঈশ্বর গৌরবের উচ্চ সিংহাসন হইতে তোমাদিগের অবস্থা দর্শন করিতেছেন।” খাওলার বাক্যে সকলের মনোমধ্যে এক প্রচণ্ড ভাবের ঝড় প্রবাহিত হইল। তখন, ওফিরা বলিলেন আমাদের সাহস বল বুদ্ধি বা কৌশল বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমরা সহসা বন্দী ও অস্ত্রশস্ত্রাদি বিহীন হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।” খাওলা সর্ব্ব প্রথমে একটি বস্ত্রগৃহের দণ্ড লইয়া বলিলেন,—ইচ্ছা হইলে তোমরাও ঈদৃশ অস্ত্র গ্রহণ ও এতদ্দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পার। হইতে পারে, ঈশ্বর এই সাধারণ উপায়ে তোমাদের লজ্জা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।” এই বলিয়া খাওলা শিবিরের এক প্রকাণ্ড দণ্ড স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎভাগে ওফিরা, তৎপরে কুমারী ওম্মে-এবান, সালমা, ও তৎসদৃশ অন্যান্য সাহসিক স্ত্রীলোক প্রত্যেকে এক এক দণ্ড গ্রহণ ও ব্যূহ বিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। খাওলা বলিলেন, তোমরা একে অপর হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেই রোমকদিগের বর্শা ও তরবারের আয়ত্ত

হইয়া পড়িবে, সুতরাং যথাসাধ্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিবে না। এই বলিয়া খাওলা একপদ অগ্রসর হইয়া নিকটে দণ্ডায়মান একজন রোমক প্রহরীকে দণ্ড-প্রহারে মস্তক চূর্ণ করিয়া বধ করিলেন। সমুদায় রোমকেরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের কার্য্য দেখিতে লাগিল। পিটার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তোমাদের এ কি দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল? ওফিরা স্মিতমুখে বলিলেন, আমরা আমাদের পিতা পুত্র এবং স্বামীর ভবিষ্যৎ লজ্জা এই প্রকারে নিরাকরণ করিতেছি। এস, তোমার মস্তক চূর্ণ হইলেই সেই কার্য্যের স্বস্তিবাচন আরম্ভ হয়। পিটার হাসিয়া সৈন্যগণকে বিনা অস্ত্র প্রহারে স্ত্রীলোকদের ব্যূহ বিশীর্ণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সেনাপতির আদেশ পাইয়া রোমকগণ চারিদিক হইতে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইল। কিন্তু কেহই তাঁহাদের সমীপস্থ হইতে পারিল না। যে কেহ নিকটে উপস্থিত হইল, ভৈরবীগণ কালদণ্ড প্রহারে তাহাকে শমনে সদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে বৃথা চেষ্টা করিয়া ত্রিংশৎজন রোমক অশ্বারোহী নিহত হইল। তখন পিটার খাওলার তৎকালীন যৌবন গর্ব্বিত, সাহস প্রদীপ্ত, কান্ত-ভীষণ রূপমাধুরী দর্শনে, নিতান্ত বিচেতন হইয়া বহ্নি বিবক্ষু উন্মত্ত পতঙ্গবৎ তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং আপনার রূপ যৌবন, সম্পদ্ পরাক্রম প্রভৃতির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুনয় করিলেন। কিন্তু খাওলা ধর্ম্মের তুলাযন্ত্রে, তৎসমুদায় নিতান্ত গুরুত্ব হীন দর্শনে ঘোর অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"রে নরাধম, পৌত্তলিক! ঈশ্বরের শপথ আমি তোকে আমার মেষ-পাল রক্ষকেরও উপযুক্ত মনে করিতেছি না। খ্রীষ্টীয় কুকুর, তুই

কি আপনাকে আমার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিস ?”
পিটার তৎশ্রবণে বিফল মনোরথে, ভগ্ন হৃদয়ে, রোষাবেশে প্রত্যা-
বর্ত্তন করিয়া, রোমকদিগকে আক্রমণের আদেশ দিলেন।
সৈন্তেরা সহসা স্ত্রীলোকদিগের উপর অস্ত্র সঞ্চালন করিতে ইত-
স্ততঃ করিতে লাগিল; পিটার বলিলেন, এতদিন আরবেরা
তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, আজ তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরাও
তোমাদের উপর প্রভুত্ব করুক! হতভাগ্য কাপুরুষগণ! তোমরা
সম্রাটের ভীষণ রোষ ও তোমাদের অপহৃত মাতৃকলত্রদুহিতৃগণের
পরপুরুষসেবা বিস্মৃত হইয়াছ! তখন রোমকেরা তীব্রতেজে
স্ত্রীলোকদিগের প্রতি আক্রমণ করিল, কিন্তু সুদীর্ঘ দণ্ড সকল
প্রতিবন্ধক হওয়ায়, তাহাদের বর্শা তরবারি সকল সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য
হইতে পারিল না।

সহসা আরবদের বহুযুদ্ধে সুপরিচিত 'রায়ত অল অকাব' নামক
কৃষ্ণবর্ণ পতাকা আবির্ভূত হইল। মোসলমান অশ্বারোহীগণ
উল্কাবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্ব খুরোত্থিত
পাংশুজালে শত্রুবর্গের প্রদীপ্ত সাহস ম্লান হইয়া গেল। পিটার
তদ্দর্শনে ভীত হইয়া বলিলেন, সীমন্তিনীগণ! আমাদেরও মাতৃ
কলত্র দুহিতা আছেন, সুতরাং তোমাদের আত্মীয় স্বজনের মনঃ-
কষ্ট স্মরণ পূর্ব্বক, তোমাদের সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া, মুক্তি দান
করিলাম, তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিয়া সন্তুষ্ট হও।
তাহাদিগকে আমাদের সৌজন্তের বিষয় অবগত করিও। এই
বলিয়া পিটার ভয় চকিত সৈন্যগণের মধ্যদিয়া পলায়ন করিতে
চেষ্টা করিলেন। সেই দুই সময়ে দুইজন অশ্বারোহী, একজন
খালেদ, তিনিবর্ম্মে চর্ম্মে সুরক্ষিত ও সর্ব্বাঙ্গে প্রহরণ জাল ধারণ

করিয়া এবং অপর ব্যক্তি জেরার হস্তে ভীম বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক, প্রতাপে রণস্থল কম্পিত করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। খাওলা আপনার তাদৃশ বেশে লজ্জারক্তিম-মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া জেরারকে সানন্দ সম্ভাষণ করিলেন। তখন পিটার বলিলেন, হে অঞ্চিতভ্রু! যদিও তোমার বিয়োগ অতঃপর আমার পক্ষে নিতান্তই অরুন্তুদ হইবে, তথাপি ভ্রাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তুমি সুখী হও; এই বলিয়া অশ্ব ফিরাইলেন। কিন্তু খাওলা বলিলেন তুমি আমার প্রণয়প্রার্থী, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অবমাননা করিব, ইহা আরবদের আচার সঙ্গত নহে। এই বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পিটার মুখ ফিরাইয়া জেরারকে বলিলেন হে পরন্তপ! তোমার ভগ্নীকে বিমুক্ত করিলাম, গ্রহণ কর। জেরার বলিলেন তোমার প্রসাদ সন্তোষের সহিত গৃহীত হইল। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে এই প্রস্তর বিদারী বর্শা ভিন্ন এখন এ দরিদ্র আরবের আর কোনও প্রতিদানের বস্তু নাই, অগত্যা তোমাকে ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। খাওলা সেই সময়ে পিটারের অশ্বপদে আঘাত করিয়া আরোহীকে ভূতলশায়ী করিলেন এবং পতন সময়ে জেরার তাঁহার কটিদেশে বর্শা বিদ্ধ করিলে উহা ত্রিগুণিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইল। পিটার ঊর্দ্ধপদে ভূপতিত হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলেন। খালেদ উচ্চৈঃস্বরে জেরারের আঘাতের প্রশংসা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সমুদায় মোসলমান যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও রোমকদের হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। তিন সহস্র রোমক সমরশায়ী হইলে, অবশিষ্টেরা পলায়ন করে;

মোসলমানেরা দামেস্ক পর্য্যন্ত অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাদের মহাবিনাশ সমাপ্ত করেন।

পুরাবৃত্তে এই যুদ্ধ 'মরজ অল শহুরা' বলিয়া অখ্যাত হইয়াছে। 'মরজ অল শহুরা' মোসলমানদিগের মধ্যে অদৃশ্যে এক মহৎ ফল বিস্তার করিয়াছিল। আরবেরা স্ত্রীলোকদিগের এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়াই "আজনাদিনের" মহা সমরে জয়লাভ করেন; এবং ললনাগণের পরাক্রম ও মহানুভবতা স্মরণ পূর্ব্বক সপ্ত-চত্বারিংশৎ সহস্র দরিদ্র আরব প্রসিদ্ধ এরমুক ক্ষেত্র ভুবনবিজয়ী রোমের সপ্তলক্ষ বর্ম্মাবৃত ও লৌহ মুকুটধারী সৈন্যকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলেন।

—:o:—

আত্ম-সম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব।

১০৯৭ বঙ্গাব্দে অমিততেজা সম্রাট মহি অল দিন আওরঙ্গজেবের অধিকার কালে, বর্দ্ধমানরাজ কিষণরামের অধীনস্থ জিতোয়া ও বর্দ্দিগ্রামের জমিদার শোভা সিংহ, কোন কারণবশতঃ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী হন এবং উড়িষ্যার আফগান-দলপতি রহিম খাঁর সহায়তায় তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজধানী হস্তগত করেন। রাজ-পুত্র জগৎরায় পলায়ন করিয়া ঢাকায় গমন পূর্ব্বক তৎকালীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নবাব এবরাহিম খাঁর নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। নবাব নিতান্ত শান্ত ও নিরীহ-প্রকৃতি, বিশেষতঃ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রতি একান্ত দয়াশীল ছিলেন; সুতরাং অপরাধীদিগকে শাস্তিবিধান করিতে কোন প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইল না। বরং যশোরের ফৌজদার দীর্ঘকাল পরে ইহার প্রতীকারার্থে প্রেরিত হইয়া যে প্রকার জঘন্য কাপুরুষতা ও ভীরুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বহু-ধনজনপূর্ণ হুগলি নগর শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া রাত্রিযোগে পলায়ন করেন, তাহাতে শোভাসিংহ অধিকতর

নির্ভীক ও সাহসী হইয়া, প্রাকাশ্যভাবে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর শোভাসিংহ বাঙ্গালার বিশেষতঃ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের সমুদায় প্রধান লোকদিগকে রাজপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় বশীভূত ও যুদ্ধ-পতাকাতলে সমবেত হইবার জন্য এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করিলেন। যাহারা সামান্য বিলম্ব বা অস্বীকৃতির লক্ষণ মাত্র প্রদর্শন করিল, দেশীয় পদাতিক (পাইক) ও আফগান অশ্বারোহীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যাইয়া তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ হতাহত, বন্দীকৃত ও গ্রাম নগর ভস্মীকৃত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতে লাগিল। সুতরাং রাজপক্ষের উদাসীনতা ও বিদ্রোহীদিগের প্রচণ্ডতায় সমুদয় দেশ নিতান্ত অশরণ হইয়া, অগত্যা শোভাসিংহের নিকট বিনত-মস্তক হইয়া পড়িল। অতঃপর শোভাসিংহ চুঁচুড়া আক্রমণ পূর্ব্বক ওলন্দাজদিগের কামানের বলে পরাহত হইয়া নদীর উপকূল ভাগ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর সত্বরতা সহকারে সপ্তগ্রাম বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক বলদর্পিত সামন্ত রহিম খাঁকে; নদীয়া ও মুরশিদাবাদের বশীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধমানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শোভাসিংহের কারাগৃহে বন্দীভূতা বর্দ্ধমান রাজের পরম রূপবতী, পূর্ণযৌবনা, জ্ঞানগৌরবে ওজস্বিনী এক কুমারী কন্যা ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া নারকীর কুৎসিৎ হৃদয়ে পাপের সঞ্চারহয়। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সহস্র উপায় অবলম্বিত হইতেছিল; কিন্তু যতই সেই পাপ প্রস্তাব উপেক্ষিত হইত, ততই সে পিশাচের নরক-হৃদয়ে রৌরবানল সুক্ষুব্ধিত হইয়া উঠিত। অতঃপর এক ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎবহ্নিসঙ্কুল তামসী রজনীতে তাঁহার

হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অন্যায় ও অত্যাচার যে আত্ম-ধ্বংশকর বস্তু তাহা তাঁহার স্মরণ রহিল না। শোভাসিংহ আপনার চিরলালিত আশালতার ফল ভোগে কৃতনিশ্চয় হইয়া অন্তঃপুরে কারাগারের দিকে চলিলেন; নিয়তি ও ধ্বংস তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। রাজকুমারী সন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে সহজ ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বকীয় দুঃখ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহ্নিমুখ বিবক্ষু উন্মত্ত-পতঙ্গবৎ জ্ঞান-শূন্য শোভাসিংহ তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ কামু-কোচিত ভাষায় তাঁহাকে নবার্জ্জিত সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের লোভ, পরে ভয়, তৎপর ন্যায়যুক্তি-বিবর্জ্জিত অনুনয় বিনয় প্রদর্শন করিয়াও নিষ্ফল হইলেন; তখন জ্ঞান বিবেক পলায়ন করি-লেন, ক্রোধ আসিয়া ধৈর্য্যকে বিচলিত করিয়া তুলিল। শোভা সিংহ উন্মত্ত আকর্ষণে তাঁহাকে আপনার বক্ষের দিকে টানিয়া লইলেন, রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় এক ছুরিকা বাহির করিয়া হতভাগ্যের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন, অচেতন অস্ত্রও যেন রোষাবেশে পাপি-ষ্ঠের পাপ হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য তথায় আমূল প্রবেশ করিয়া বসিল, আততায়ী ভূপতিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই কুমারী উহা খুলিয়া লইয়া অদ্ভুত আত্মসম্মান-জ্ঞানের উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ বক্ষঃস্থলে তাহা বিদ্ধ করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার অতুল রূপরাশি মৃত্যুর ছায়াতে হতশ্রীবঃ হইয়া গেল! পাপ ও পবিত্রতার সাক্ষী স্বরূপ দুই সদ্যমৃত নরদেহ রক্ত-স্রোতে অভিষিক্ত হইয়া কারাগারের ভীষণতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অতঃপর যথাসময়ে এই সংবাদ রহিম খাঁর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, সমস্ত সৈন্যবল ও অধিকার আত্মসাৎ পূর্ব্বক রাজোচিত 'সাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং লুট পাটে সমস্ত প্রদেশ মরুভূমি প্রায় করিয়া অবশেষে মুকশুদাবাদে (বর্ত্তমান মুরশিদাবাদে) উপস্থিত হইলেন। তথায় দিল্লীর সম্রাটের নেয়ামত খাঁ নামক একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি প্রাচীন বয়সে রাজকীয় অনুগ্রহ সূচক জায়গির প্রাপ্ত হইয়া, শান্তভাবে কাল-যাপন করিতেছিলেন। যৌবনকালে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, প্রতিকূল অবস্থা ও সময় পর্য্যন্ত তাঁহার শস্ত্র-প্রতাপে অনুকূল হইয়া উঠিত। বিজয় তদীয় প্রদীপ্ত সাহসের সহিত সর্ব্বদা সখ্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ অবস্থা ও সময় তাঁহার উপর পরাক্রম বিস্তার করিয়াছে, বিজয় ও সাহস তাঁহাকে শেষ বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছে। যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও শস্ত্র বলে সম্রাটের আদেশ সর্ব্বত্র শত্রুদিগের নিকট ভীষণ ও প্রচণ্ডতর বলিয়া বিবেচিত হইত; আজ জীবনের অবশান কালে তিনি শারীরিক সামর্থ্যেই বঞ্চিত হইতেছেন, অচেতন যষ্টি ক্রমে তাঁহার পদযুগলের তৃতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতে স্পর্দ্ধা করিতেছে।

পার্থিব সম্মান ও যশোগৌরবের অনিবার্য্য তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবীর সামান্য শান্তিপূর্ণ বাসস্থানে বসিয়া অল্পবয়স্ক দিগের নিকট উৎসাহের সহিত শত শত কঠোর যুদ্ধের বর্ণনা করেন, শুনিয়া সকলে অসাড়, অবাক, নিস্পন্দ হইয়া যায়! আবার বহু যুদ্ধ-বিজয়ী নিতান্ত প্রিয় তরবারি, অভেদ্য বর্ম্ম চর্ম্ম বাহির করিয়া, যখন তাহাতে শত্রুদিগের অসংখ্য উগ্র

প্রহার-চিহ্ন প্রদর্শন করেন, এক একটি ক্ষুদ্র আঘাত চিহ্নের বর্ণনায় যখন তাহাদের বিস্ময়-স্তিমিত চক্ষুর সম্মুখে এক একটি ভীষণ সমরক্ষেত্র ও যুদ্ধ ঘটনা আনিয়া উপস্থিত করে, তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত। তিনি স্বয়ং আপনার বৃদ্ধাবস্থা বিস্মৃত হইয়া যাইতেন' তাঁহার প্রাচীন হত-প্রভ চক্ষু তাঁহার অজ্ঞাতসারে কালানল উদ্গীরণ করিত। এইরূপে সেই বৃদ্ধবীর কত মহাসমরের সহায়, কত দ্বৈরথ যুদ্ধের বন্ধু, নিতান্ত বিশ্বস্ত, দুর্ভেদ্য চর্ম্ম, অভেদ্য বর্ম্ম, দীপ্ত তরবার, প্রস্তর বিদারী বর্শা লইয়া সুখ-সচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে রহিম খাঁর আদেশ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ সেনাপতি কাহারও সহিত পরামর্শ করিলেন না, সহজভাবে শান্তস্বরে উত্তর করিলেন 'দূত! যে হস্ত চিরজীবন সম্রাটের নিকট হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে, এখন বৃদ্ধাবস্থায় তাহা কেমন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে? প্রত্যাবর্ত্তন কর, সম্রাটের অধিকারে বসিয়া তাহার বিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিও না। ইহা ন্যায় ও ধর্ম্ম উভয়তঃই ঘৃণিত।

প্রত্যুত্তর অবগত হইয়া রহিম সা নিতান্ত অধীর হইলেন তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ সেনাপতিকে নিরুদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু রহিম খাঁ এ কার্য্য যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তত স্বল্পায়াসে সম্পন্ন হইল না তাঁহার সৈন্য দল নেয়ামত খার অধিকারে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি স্বীয় স্বল্প সংখ্যক বিশ্বাসী অনুচরের সহিত, ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় তাহাদের উপর সম্পাতিত হইয়া তাহাদিগকে

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তাহারা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া শুষ্ক মুখে প্রভুকে সংবাদ প্রদান করিল!

অনন্তর রহিম সা ক্রোধাবেশে অগ্নিপ্রায় হইয়া আপনার প্রচণ্ড আফগান অশ্বারোহীদলের সহিত নিতান্ত সত্বরতা সহকারে দুর্নিবার বেগে নেয়ামত খার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। নেয়ামত খাঁর অতি অল্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য ছিল; সুতরাং তাঁহার বন্ধুবর্গ তত অল্প সংখ্যক লোক লইয়া তাদৃশ প্রচণ্ড শত্রুর সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বীর হাসিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ! রোগে কাতর, শোকে ম্লান, প্রিয়জন বিরহের চিন্তায় অস্থির হইয়া, ধীধে ধীরে হস্তপদের ক্ষমতা হারাইয়া, রোগ শয্যায় পতিত হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা, শক্তির তীব্রতা ও মানসিক শক্তির ওজস্বিতার সহিত রক্তের উষ্ণতা থাকিতে রণভূমিতে পতিত হওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ। তিনি সমরে নিবৃত্ত হইলেন না—প্রত্যুত চতুরতা সহকারে শত্রুদিগকে আক্রমণের অবকাশ প্রদান না করিয়া, স্বকীয় বন্ধুবর্গ ও অনুযাত্রীগণের সহিত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সমীপস্থ হইলেন। তখন লোকে কৌশল অপেক্ষা পরাক্রমের উপর সমধিক নির্ভর করিত। অনেক সময়ে উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত প্রধান শ্রেণীর দ্বৈরথ সংগ্রামেই যুদ্ধ পর্য্যবসিত হইত। সাধারণ সৈন্যের রক্তস্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত হইত না। বর্ত্তমান ঘটনাতেও প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা হইল। নেয়ামত খাঁর অমিত-বিক্রম নব-যৌবন-গর্ব্বিত ভ্রাতুষ্পুত্র তহব্বর খাঁ বর্ম্ম চর্ম্মে সুরক্ষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া, উন্নত তেজঃপুঞ্জ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া

আফগান সেনাপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তাঁহার অশ্ব সঞ্চালন কৌশল, ভীষণ আকৃতি, লোল হুতাশনের ন্যায় প্রচণ্ডতা, সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্ম চর্ম্মে সুরক্ষিত ও প্রহরণ জালে বিমণ্ডিত দর্শনে, বিপক্ষদলে নিরুৎসাহ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বল লৌহ মুকুটে, ঘুর্ণিত তরবারের ভাস্বরতায় যেন বিজয়-গৌরব ক্রীড়া করিতেছিল। তদ্দর্শনে আফগানগণ কোলাহল করিতে লাগিল। কিন্তু সাহস পূর্ব্বক কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইল না। অবশেষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে একদল আফগান অশ্বারোহী তাঁহার উপর সহসা সম্পতিত হইল। তহব্বর খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভীষণ বজ্রের ন্যায়, সাক্ষাৎ কৃতান্তের মত, তাহাদিগকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তদীয় দীপ্ত বর্শা ও প্রচণ্ড তরবারি কাহারও প্রতি দুইবার সঞ্চালিত হইল না, ক্ষণকালের মধ্যেই রণক্ষেত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের খণ্ডিত মস্তকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার সাহায্য জন্য কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সেইদিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে এক-জন পাঠান পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া এক দারুণ আঘাতে তাহার বর্ম্মাবৃত দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল। তখন সেই অভিরথ বীর-পুরুষের তরবার এক পাঠান যোদ্ধার প্রতি সঞ্চা-লিত হইয়াছিল, তিনি শরীরের সে অনিবার্য্য বেগ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত ও শত্রুদিগের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন।

সূক্ষ্ম মসলিনের পোষাক পরিধান পূর্ব্বক এক সুবৃহৎ রক্তিম-আতপত্র তলে দণ্ডায়মান হইয়া বৃদ্ধ সেনাপতি যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ

করিতেছিলেন। পাঠানদিগের উচ্চ তর্জ্জন-শব্দ ও তহুব্বর খাঁর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের প্রাক্কালীন ভীষণ যোধরাব সুস্পষ্ট বিশ্রুত হইতেছিল। কিন্তু তদীয় হতপ্রভাব-চক্ষু তাঁহাদিগের শস্ত্র-ক্রীড়া সম্যক লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে সহসা তাঁহার একজন প্রিয় সৈনিক-পুরুষ হাহাকার-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন আর তাঁহাকে কিছু বুঝাইতে হইল না, তিনি 'অন্যায় অত্যাচার' বলিয়া চীৎকার করিয়া একলম্ফে নিকটবর্ত্তী এক সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া সেইদিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার অস্ত্রবাহক নিকটেই তদীয় অভেদ্য বর্ম্ম ও চির-বিজয়ী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তিনি তৎসমস্ত গ্রহণ করিলেন না। যে স্থানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পতিত হইয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর খণ্ডবিখণ্ড, অশ্বপদ-পীড়নে মাংস উৎপাটিত ও অস্থি সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধবীর নিতান্ত হতাশ হইয়া, নিরুপায় সিংহের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায়, প্রচণ্ড শার্দ্দূলের ন্যায় শত্রুদলের প্রতি ধাবমান হইলেন। বহুদূরে প্রচণ্ড সৈন্য-সাগরের মধ্যস্থলে, যেদিকে বহুসংখ্যক উন্নত বিজয়-পতাকা পরস্পর সংহত হইয়া এক প্রকাণ্ড আতপত্র স্বরূপ হইয়াছিল, যাহার নিম্নভাগে সমুদায় বর্ম্মাবৃত, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত, পরীক্ষিত-পরাক্রম বীরগণে পরিবৃত হইয়া রহিম সা আপনার গৌরব ও প্রতাপ বিস্তার করিতে ছিলেন, তিনি সেই দিক্ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে দেশীয় পদাতিক ব্যূহ বিশীর্ণ হইয়া গেল, তৎপর তিনি আফগান অশ্বারোহী-দিগের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড ও নিরস্ত

করিয়া রহিম সার সমীপস্থ হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, কাপুরুষ, ভীরু! শোভাসিংহের দাস কোথায়? হতভাগ্য, এই দেখ, হিন্দুস্থানের একচ্ছত্রী সম্রাট্—শত্রুর কাল সাহান্ সাহ মহিঅল দিন আওরঙ্গজেবের বিশ্বদাহী রোষ তোর উপর সম্পতিত হইল।' বলিতে বলিতে তিনি প্রচণ্ড অশ্বের প্লুত (সলম্ফ) গতিতে রহিম সার প্রতি করাল কৃপাণ উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলেন। রহিম সাও তাঁহাকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। যে মুহূর্ত্তে দুইজনে দুর্দ্দমবেগে পরস্পরের সমীপস্থ হইলেন, তৎক্ষণাৎ তরবারের দুই ভীষণ আঘাত উভয়ের প্রতি সম্পতিত হইল। কিন্তু রহিম সার প্রহার তদীয় শত্রুর অভেদ্য চর্ম্মে প্রতিহত, অকিঞ্চিৎকর ও নিষ্ফল হইয়া গেল। আর বৃদ্ধ সেনাপতির তরবার রহিম সার ঢালের উপর পতিত হইয়া, তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া লৌহ-মুকুটে পতিত হইল। অনন্তর তাহা ভেদ পূর্ব্বক মস্তক কিঞ্চিৎ আহত করিয়া বিশীর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি পশ্চাদাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার আর কোন অস্ত্র ছিল না; কেবল হাতে ভগ্ন তরবারের মুষ্টি ছিল; তিনি রোষাবেশে উহাই ভীমবেগে রহিম সাঁর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা বক্ষে পতিত হইয়া তাঁহাকে অশ্ব হইতে ভূপাতিত করিল, বৃদ্ধ বীর ঘোর সিংহনাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুর বক্ষোপরি জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। এবং তদীয় কটিবন্ধ হইতে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্রোহীর গলদেশে প্রহার করিলেন। কিন্তু এবার ছুরিকা তাঁহার কীরিট-বদ্ধ লৌহ-শৃঙ্খলের এক কড়ার অভ্যন্তরে আটকাইয়া গেল, সেই সময়ে রহিম সার কতিপয় শরীর-রক্ষক আসিয়া

তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অদীনাত্মা বিশ্বস্ত যুদ্ধবীর তাহাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। যতদিন ধরাতলে প্রভুভক্তির ও সুনীতির সমাদর থকিবে, ততদিন এই প্রকৃত মহাপুরুষের অদীন পরাক্রম ও প্রভুভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন মনীষী-মণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকিবে। অতঃপর রহিম সা, নেয়ামত খাঁর অনুচরবর্গকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জীবনে নিরাশ হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বিপক্ষের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং ঘোর যুদ্ধ করিয়া একে একে সকলেই নিপতিত হইলেন। তাঁহারা যে সাম্রাজ্যের কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় কস্মিন কালেও লোকে বিস্মৃত হইবে না।

আজ তিন শত বৎসর মাত্র এই ঘটনার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার মধ্যেই কত পরিবর্ত্তন! সমস্ত দেশ আত্ম জ্ঞানবিহীন ও হত-চেতন, যেন এক মোহ-মন্ত্র বলে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পর দেশীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া জাতীয়তা গঠন করিতে আগ্রহান্বিত। কিন্তু যাঁহাদের কথা শুনিলে, যাঁহাদের বিষয় অবগত হইলে আমাদের আত্মতত্ত্ব ও আত্ম-শ্লাঘা জন্মে, আমরা তাঁহাদিগকে নিতান্ত সামান্য ভাবে উপেক্ষা করিতেছি। যে দেশের শত সহস্র কলকণ্ঠ পিক সুর প্রবাহে ভাব তরঙ্গে অবিরত কাব্য কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের সদা কলঝঙ্কারী-কণ্ঠ দেশীয় গৌরবের গুণ গানে নিতান্ত নীরব।

এরমুক যুদ্ধের পূর্ব্বাভাস।

লেখনি! আজ সাবধানে সে বীরগাথা লিপিবদ্ধ কর, বিশ্ববাসী যাহা কখন শোনে নাই, সেই প্রচ্ছন্ন কথা উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া আজ স্থাবর জঙ্গমকে উন্মত্ত কর।

আজ হিজরী যুগের শৈশব কাল, চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে; কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে এ সময় বড় গুরুতর, ইহার এক এক বৎসর অন্য যুগের এক এক শতাব্দীর অপেক্ষাও মহৎ। যে দরিদ্র ব্যক্তি স্বজাতীয়দিগের দ্বারা অবিরত উৎপীড়িত, বিতাড়িত নানা প্রকারে লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইয়া অবশেষে নিষ্ঠুর স্বজনবর্গ ও প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, ; দেখ, তাঁহারই সামান্য অনুচরবর্গের দ্বারা বীরত্ব ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র-ভূমি ভুবন-বিখ্যাত রোম ও পারস্য-সাম্রাজ্য কেমন বিত্রাসিত হইতেছে। যে জাতি আত্মবিগ্রহ ও স্বজন-হিংসায় শত শত বৎসর হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহারই ঐক্যের আক্র-মণে ইতস্ততঃ ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত পরমাণুসমূহ স্বল্প দিনের মধ্যেই

কেমন এক দুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। একদিন যাহাকে গ্রীকেরা নগণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল; পারস্য সম্রাট যাঁহাকে জন্মভূমি হইতে উৎপাটিত ও আত্মীয় কুটম্ববর্গের মধ্য হইতে হস্ত-পদ বন্ধনপূর্ব্বক নগ্নপদ নগ্নমস্তকে লাঞ্ছনার সহিত আনয়ন করিতে দুইজন মাত্র সামান্য পদাতিক প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে মক্কা মদিনার ঘরে ঘরে, এমন ভীষণ যোধবার উত্থিত হইয়াছে, যে তেমন অতুল প্রতাপান্বিত সম্রাটদিগেরও হৃদয়ের সুখ শান্তির আশা বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে।*

যে দেশ ভীষণ কুসংস্কার, কল্পিত দেবদেবীর বিষম দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় জগতের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, চারিদিকে ঘৃণা, বিভীষিকা ও পাপের অন্ধকার ছায়া বিস্তার করিতেছিল; ভীষণ তমিস্র-কাননের মধ্যস্থিত ক্ষীণ আলোক যেমন নানা প্রকার ভৌতিক ছায়া বিস্তার করে, তেমনি মুসা ও খৃষ্টের উজ্জ্বল জ্ঞান দূরাগত আলোকের ন্যায় তাহাতে সম্পতিত হইয়া বহুবিধ বিচিত্র কুসংস্কার প্রস্তুত করিয়াছিল। ঈশ্বর সেই ভীষণ দেশের সমুদায় বিকট বিক্রান্ত দুরবস্থা যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিরাকরণ করিয়া তথায় আপনার প্রাধান্য ও প্রীতিহাস্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ স্নেহ মমতা প্রসন্নতার গুরুভারে গর্ব্বিত বক্রগ্রীব আরবগণ কুব্জ-পৃষ্ঠ ও ভূ-নত মস্তক হইয়া পড়িয়াছেন। তেমন আত্মবিস্মৃতি ও ঈশ্বর-পরায়ণতা কে কবে কোথায় দর্শন করিয়াছেন। মিথ্যা ক্রিয়া-কর্ম্ম ও অজ্ঞতা-কুসংস্কারের সূচি-ভেদ্য অন্ধকার হইতে সত্যের প্রকৃত কিরণ প্রকাশিত হইয়াছে; অংশিবাদী ও সৃষ্ট-পূজক দিগের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় যুদ্ধ-ঘোষণা

প্রচারিত হইয়াছে; তৎসমস্ত বিকট চীৎকার করিয়া চির-প্রিয়নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীতি-বিভ্রান্ত হইয়া সমন্তাৎ পলায়ন করিতেছে। চারিদিগে কেবল ঈশ্বরের রূপরসগন্ধস্পর্শ-বিহীন পবিত্র নামের জয়ধ্বনির কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে।

যাঁহারা পৌত্তলিকতা ও অজ্ঞানতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট সমুদায় ধন ধান্য পূর্ণ উৎকৃষ্ট দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আরবের মরুক্ষেত্রে দুঃখকষ্টে দুর্ব্বহ জীবন কথঞ্চিৎ বহন করিতেছিলেন, ঈশ্বর এত দিনে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের জন্য ভুবন বিখ্যাত রোম ও পারস্যের সুন্দর সুখ-পূর্ণ নগর ও মনোরম উদ্যান সকলের অধিকার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। চির-দরিদ্র, অন্নসম্বল-বিহীন, অর্দ্ধ-ভোজনে ক্ষুধার্ত্ত আরবেরা সেই আদেশে অনুপ্রাণীত হইয়া বীরত্বের কেন্দ্রভূমি, ঐশ্বর্য্যের আকর, বাহুবলে অপ্রধৃষ্য, কোটি কোটি বীর পুঙ্গবের লীলা-ক্ষেত্র রোম ও পারস্য যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছেন। সত্যের তেজোপ্রতাপ চারিদিকে অপ্রতিহত ভাবে বিস্তার হইয়া চলিল। এক বার জয়ধ্বনি কর।

এদিকে প্যালষ্টিনে আরবদিগের পরিপ্রেক্ষিত সৈন্যদলের সেনাপতি শস্ত্র-কোবিদ ওমর বিন অল-আস নয় সহস্র সৈন্য লইয়া রোমক দিগের লক্ষ সৈন্য বিদলিত বিত্রাসিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। মহাসামন্ত খালেদ বিন অলিদের বাহুবলে আর্কা, সাখনা, তাদমোর, হাওরান বস্ত্রা বিজিত, দামেস্কের দুর্ভেদ্য দুর্গ নিপতিত ও আজনাদিনে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর ওয়া-ডদের অধীনস্থ বর্ম্মাবৃত, বহুযুদ্ধে পরীক্ষিত-পরাক্রম নবতি সহস্র রোমক সৈন্য নিষ্পেষিত হইয়া যায়। ইহার পর রোমকগণ

সুরিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হয়েন, আরবদের গৌরব ও প্রতাপ চারিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে।

আরবেরা সমৃদ্ধিপূর্ণ দামস্ক হস্তগত ও আজনাদিনের ঘোর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সুরিয়ার রাজধানী আন্তিওকিয়া ও কেয়-সারিয়ার দিকে অভিযেগন করিলেন। অসংখ্য গ্রীক ও রোমক উপনিবেশে ও দুর্ভেদ্য দুর্গজালে সে পথ সমাকীর্ণ ছিল; তৎ-সমস্ত ক্রমে ক্রমে মোসলমান দিগের হস্তগত হইতে লাগিল। সম্রাট ভীত হইয়া দীর্ঘসুত্রিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একদল প্রচণ্ড সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবদিগের অভিযানের প্রতিরোধ ও তাঁহাদিগকে সুরিয়া সাম্রাজ্য হইতে দুরীকরণ জন্য নিয়োজিত করিলেন।

বিগত পারস্য যুদ্ধে যে সমুদায় গ্রীক ও রোমক উপনিবেশের সামন্ত-রাজ ও প্রাদেশিক অধিকারের শাসনকর্ত্তা এবং অভি-জাত বর্গ অতুল শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই এই পরাক্রান্ত বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের ভার প্রদত্ত হইল। এবং আর্ম্মানীয়া-রাজ অতিরথ বীরপুরুষ সৌভাগ্যবান্ ম্যানুয়েল প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হইলেন। তৎকালে জ্ঞানবত্তা বহুদর্শিতা ও শস্ত্র কোবিদতা প্রভাবে ম্যানুয়েল অতি বিচক্ষণ সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই মহা আহবে আর চারি জন সহকারী সেনাপতি ছিলেন। তন্মধ্যে রুমার সামন্তরাজ কনাটর, দণ্ডের উপরিভাগে মণিময় ক্রশ চিহ্ন বিলম্বিত, সুবর্ণের কারুকার্য্য বিখচিত এক পতাকা ও প্রচুর উপহার সহিত রুশিয়া প্রভৃতি উদিচ্য দেশের অসুরমূর্ত্তি এক লক্ষ সৈন্যের

অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অমুরিয়া প্রভৃতি দেশের করদ রাজা জর্জ্জিকে রত্নময় ক্রুশ দণ্ডে নিবদ্ধ, হিরণ্ময় সূর্য্যদ্বয় সমন্বিত এক শুভ্র কৌষেয় পতাকা ও প্রচুর উপঢৌকন সহিত এক লক্ষ রোমক সৈন্যের কর্তৃত্ব ভার প্রদত্ত হইল। পরাক্রান্ত সামন্ত দারিহান এক মহামূল্য পতাকা ও প্রচুর ধন রত্নের সহিত উগ্রকর্ম্মা তীব্রপ্রহারী একলক্ষ ফরাসী সৈন্যের পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইলেন। এবং উজ্জ্বল মণি-মাণিক্য বিখচিত কৃষ্ণবর্ণ ক্ষৌম-পতাকা ও লক্ষসংখ্যক প্রসিদ্ধ-পরাক্রম সাংযুগীন যোদ্ধা সম্রাটের ভাগিনেয় গ্রীক বীর-কুলরত্ন কুরিরের অধীনে অবস্থাপিত হইল। অবশিষ্ট তিন লক্ষ রোমের ভুবন বিখ্যাত প্রিতোরিয়ান সৈন্য ও অভিজাত বংশীয় অশ্বারোহী ম্যানুয়েলের কর্তৃত্বাধীনে প্রদত্ত হইল; তন্মধ্যে একলক্ষ পরিমিত কৃত-প্রতিজ্ঞ, বলবীর্য্যে অতুল, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বীর-পুরুষ বর্ম্মে চর্ম্মে সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, প্রতি দশ জন আপনাদের কটিবন্ধ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সমস্ত রোমক বাহিনীর মধ্যে একজনও লোক মুকুট ও বর্ম্ম-বিহীন দৃষ্ট হয় নাই। এই রূপে এক অর্দ্ধ-ভোজনে চির-ক্ষুধার্ত্ত, দীন-দরিদ্র জাতির বিরুদ্ধে চিরবিজয়-গর্ব্বিত, অতুল-সৌভাগ্যবান, পৃথিবীর ভাগ্য চক্রের নিয়মনকারী রোম সাম্রাজ্যের সপ্তলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত হইল। ম্যানুয়েল এই প্রচণ্ড বাহিনী লইয়া সম্রাট ও পুরোহিতগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আরবদের সর্ব্বোচ্ছেদ কামনায়, গুগ্গুলের ধুমপটল ও গগন-বিদারী জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। এবং অপর সেনাপতি-চতুষ্টয় সর্ব্বদা প্রধান সেনা-

পতির আদেশ প্রতিপালন ও তাঁহার সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে অনুমত হইলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথম হইতেই দেখিতেছিলেন, শত শত যুদ্ধে অবিরত রোমক সৈন্যগণ সংখ্যা-প্রাচুর্য্য সত্বেও বিনা যোগ্যতা প্রদর্শনেই পরাস্ত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার মনে রোমক-সৈন্যের যুদ্ধকৌশলের প্রতিই অনাস্থা জন্মিয়া উঠিয়াছিল। তিনি গাচ্ছান লখাম জজাম বংশের দলপতি—খৃষ্টিয়ান আরব রাজাকে আরবদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। জাবালা স্বয়ং সমরে অপ্রধৃষ্ট, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রত্যেকেই বল-বিক্রমের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দলে ষষ্ঠী-সহস্র মরুবাসী আরব খৃষ্টিয়ান সর্ব্বদা সৈনিক কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বিলক্ষণ সাংযুগীন হইয়া উঠিয়াছিল। এবং মোসলমান-ধর্ম্মের শত্রুতাসাধন-প্রয়াসী অনেক পৌত্তলিক বীরপুরুষও এই সৈন্যদলে বিদ্যমান ছিলেন, সম্রাট হৃষ্টচিত্তে ইহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান ও আপাদ-মস্তক লৌহ বিমণ্ডিত করিয়া, উৎকৃষ্ট অস্ত্র বাহনাদিতে সুসজ্জিত করিয়া দিয়া, মূল-সৈন্যের পুরোভাগে পরিপ্রেক্ষী সৈন্যদল-রূপে স্থাপন করিলেন।

এই জীবন্ত বিক্রান্ত লৌহ-পুত্তল সংগঠিত প্রকাণ্ড বাহিনী বিকট প্রলয়-গর্জ্জনের ন্যায় যোধরাব করিয়া পুরোভাগে যাত্রা করিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও পারস্যের গ্রীসদেশ আক্রমণ ভিন্ন, এত সশস্ত্র যোদ্ধার আর কোন কালে একত্র সমাবেশ হয় নাই। এই রূপে রোমক-বাহিনী গৌরব প্রতাপ বিভীষিকা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; দর্শকেরা মনে করিতেন, পৃথি-

বীর ধন সম্পত্তি প্রভুত্ব পরাক্রম রাজশক্তি সহ জন-সমাজ যেন দরিদ্র আরবদিগের অভিমুখে রোষাবেশে ধাবমান হইয়াছে। প্রতিদিন চরের পর চর আসিয়া সেই ভীষণ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিত, অনুদিন আরবদের সন্ধি-সংসৃষ্ট গ্রীকগণ আসিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিত, আরবগণ স্থির ধীর অচঞ্চল। তাহারা যে সকল সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইত, তাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় ভয় বিভীষিকা বিজৃম্ভন করিয়া থাকিত, কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদিগকে কেবল এক কথায় প্রবোধ দিতেন। "কাম্ মেন্ ফিয়াতেন্ কালিলাতেন্ গালাবাৎ ফিয়াতান্ কাসিরাতান্ বে এয্নেল্লাহে ওয়াল্লাহো মাহা স্সাবেরিন।" আল্লাহ তাহলার আদেশে বহু স্থানে ক্ষুদ্র দল প্রচণ্ড বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিয়াছে, আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদিগের সঙ্গে অবস্থিতি করেন। এই তাঁহাদের সমুদায় সাহস। বিশ্বাস, তাঁহারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে; বিপদের দিনে সত্য ও ন্যায়ের কর্ত্তা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহারা দিনমান উপবাসে যাপন করেন, ভক্তির সহিত প্রতিদিন পাঁচবার উপাসনা করেন, সেনাপতির আদেশ হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহীদল বাহির ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম. নগরে উৎপতিত হইয়া তাহাদিগের সহিত অনুকূল সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হন। নতুবা অবকাশ সময় সংযমন নিয়মন ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত হইয়া যায়। তাঁহারা পান ভোজন নিশ্বাস প্রশ্বাসে সমুদায় বাহ্যবস্তুর মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাদের অকৃতজ্ঞতা ও অক্ষমতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা ক্রোদ্যমান; মানব জীবনের

দুর্ব্বলতা ও পাপ-প্রবণতা দর্শনে তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে চির-প্রবাহী অশ্রু-প্রস্রবণ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা রজনীর কিছুকাল গত হইলে উপাসনা করেন, তদনন্তর কেহ পরমেশ্বরের সম্মুখে দীর্ঘ-প্রণামে পতিত হয়েন, কাহারও বা সুদীর্ঘ রজনী স্তব স্তুতিতে অতিবাহিত হইয়া যায়। অনন্তর উষার আলোক প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের প্রাভাতিক উপাসনা শেষ হয়। তৎপরে ভক্তি-বিনম্রস্বরে কোরাণের পবিত্র ধ্বনিতে সে বিস্তৃত শিবির মুখরিত হইয়া উঠে। মিথ্যাবাদ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ব্যভিচার, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি তথা হইতে পলায়ন করিয়া প্রতিপক্ষ শিবির আশ্রয় করিয়াছে। অপর পক্ষে মোসলমান শিবিরে শৃঙ্খলা আশ্চর্য্য, বল নিয়মিত, একে অপরের সহিত গভীর ভ্রাতৃত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাঁহারা পরস্পর রোগে আরাম, শান্তিতে বিশ্বাস, বিপদে বন্ধু, সংগ্রামে সাহস স্থূলতঃ সকলে মিলিয়া একমন একপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মত-বিভেদ নাই। সেনাপতি হইতে সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেরই এক বিশ্বাস, এক মত, এইরূপে সমুদায় এক কার্য্যে নিরত। নিখিল আরব শিবির এইরূপ। তাহাদের শ্রেষ্ঠতা, ভক্তি বিশ্বাসের গভীরতা ও ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠানের আধিক্য দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল।

অপর পক্ষে রোমকদল সর্ব্বদা পান ভোজন আমোদ উৎসবে প্রবৃত্ত। নৃত্য গীত বাদ্য তাহাদের বিপুল শিবিরের প্রধান দৃশ্য। তাহারা পথি-পার্শ্বস্থ গো, অজা, মেষ, ফলশস্যাদি সমুদায় বিলুণ্ঠন করিয়া ভক্ষণ করিয়া চলিয়াছিল। অবিরত অকাতরে স্ত্রীলোকদিগের সতীধর্ম্ম কলঙ্কিত করা তাহাদের

প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। রোমক দলের সাধারণ সৈন্যগণ প্রধান-বর্গের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে পরস্পরের শত্রু, চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা তাহাদের ব্যবসায় স্বরূপ ছিল। তাহারা কোন নগরে উপস্থিত হইলে অধিবাসীগণ ভয়ে পলায়ন করিত এবং তথা হইতে প্রস্থান করিলে প্রার্থনা করিত, "ঈশ্বর! এই অত্যাচারীদিগের পুনরাগমন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" এইরূপে তাহারা দুর্নিবার প্রতাপে ভয় বিভীষিকা অন্যায় অত্যাচারে গন্তব্য পথ মরুভূমি করিয়া আরবদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হলব প্রদেশের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াই রোমক সেনাপতি আপনার বিক্রান্ত সৈন্যদলের সন্নিবেশ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দক্ষিণভাগে কুরির ও জর্জ্জি দুই লক্ষ সৈন্য সহিত আরবদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সকলকে নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহাদের মিত্র সামন্তদিগকে পুনর্ব্বার সম্রাটের বশীভূত করিতে প্রেরিত হইলেন এবং হলব হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমুদায় গ্রীক উপনিবেশিক ও শাসনকর্ত্তা দিগকে পর্য্যাপ্ত সৈন্য সহিত তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ প্রেরিত হইল। বামপার্শ্বে কনাতর ও দারিহান আর দুই লক্ষ সৈন্য সহিত আরবদিগের সুরীয় মরুভূমিতে পলায়ন-পথ রোধ করিয়া এবং আরব হইতে তাঁহাদের সাহায্যার্থ কোন নূতন সৈন্য প্রেরিত হইলে তাহাদের সাহায্য বিফল করিতে আদিষ্ট হইলেন। তৎপর জাবালা আপনার অনুগামী ষষ্টী সহস্র অশ্বারোহী খৃষ্টিয়ান আরব সহিত যে সকল সুরীয় গ্রাম নগর আরবদের সহিত কোন প্রকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের সর্ব্বোচ্ছেদ বিষয়ে

সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রেরিত হইলেন। সর্ব্বশেষে মহাসামন্ত ম্যানুয়েল রোমের ভুবন-বিখ্যাত প্রিতোরিয়ান-সৈন্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সংশপ্তক-দল সহ মধ্যভাগে থাকিয়া সমুদায় বাহিনীর সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই ম্যানুয়েলের সুবন্দোবস্তে, কনাটরের প্রচণ্ডতায়, কুরিরের প্রতাপে, সর্ব্বোপরি জাবালার অত্যাচারে আরব শিবিরে আসার প্রসার রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, শত্রু-সৈন্য নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মোসলমান-শিবিরে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও সত্বরতা উপস্থিত হইল। কেহ অস্ত্র শস্ত্র শাণিত করিতে লাগিলেন, কেহ বর্শা তরবার পরীক্ষা করিয়া রাখিলেন, কেহ বা লৌহ-মুকুট বর্ম্ম চর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিবিরের চারিদিকে রক্ষি-সৈন্য সন্নিবেশিত ও দূর-প্রদেশে গুপ্তচর প্রেরিত হইল।

আর বিলম্ব নাই, কোন্ সময়ে এই প্রলয় কার্য্য আরম্ভ হইবে, তাহার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত, আরব-শিবির অধিকতর সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। তখন মহাসামন্ত আবু-ওবিদা এক সমর-সভা আহ্বান পূর্ব্বক সমুদায় আরব দলপতি, সম্ভ্রান্ত-বর্গ ও সৈনিক-পুরুষ এবং সাধারণ যোদ্ধৃবর্গের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

আবু-ওবিদা বলিলেন, আমার গৌরবান্বিত ভ্রাতৃগণ! আমি সেনাপতি—বয়োবৃদ্ধ বলিয়া তোমাদের হিত-চিন্তায় ও পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইয়াছি, নতুবা তোমাদের হইতে আমার অন্য কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা নাই। তোমরা উপস্থিত বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর। বৃদ্ধ আবু-সুফিয়ান মক্কার

প্রধান-বর্গের সহিত একমত হইয়া বলিলেন, আমরা যুদ্ধার্থ সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; আমরা স্থান কাল সংখ্যার প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করি নাই, ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র নির্ভর-স্থল। যে সকল সুরীয় প্রজা আমাদের রক্ষণাধীনে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, রোমীয় কুকুরেরা প্রচণ্ড লোমহর্ষণ অত্যাচারে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া দুর্নিবার বেগে আমাদের সমীপস্থ-প্রায় হইয়াছে। এমন সময়ে আমরা উদাসীন ভাবে এখানে অবস্থিতি করিলে, অতঃপর লোকে আমাদের অভয়-বাক্য অকিঞ্চিৎকর মনে করিবে, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা আমরা শত্রুদিগের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছি। সুতরাং আমরা তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া রোমক সৈন্যের এই প্রকার বিক্ষিপ্ত অবস্থাতে আক্রমণ করিলে শত্রু পক্ষে ভীতির সঞ্চার হইবে। বিশেষ আমাদের অভয়-প্রাপ্ত প্রজাগণ রোমকদিগের ভয়ে কম্পিত হইতেছে, এসময়ে আমরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহারা আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিবে সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই রোমকদিগকে অনেক প্রকার অসুবিধা নিরাকরণ চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আবু-সুফিয়ানের প্রস্তাব নিতান্ত প্রশংসার সহিত পরিগৃহীত হইল। মহাসামন্ত তাহার পরামর্শানুসারেই কার্য্য করিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সভাস্থলে পারস্য-সাম্রাজ্য বিজেতা, আর্কা, সাখ্না, তাদ্মোর, হাওরান, বস্রার বিধ্বস্ত-কর্ত্তা, দামেস্ক ও আজনাদিনের মহাসমর-বিজয়ী অতিরথ যোদ্ধা খালেদ বিন-অলিদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন ঈশ্বরের শপথ, মোসলমানদিগের

সম্বন্ধে যদি উৎকৃষ্টতর বলিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না হইত, তবে আমার বক্তব্য আর প্রকাশ করিবার আবশ্যক ছিল না। আমরা এই দণ্ডে পুরোভাগে যাত্রা করিয়া রোমকদিগকে প্রতিরোধ করিলে, শত্রু পক্ষের প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ অসুবিধা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু যখন তাহারা নিজের অধীনস্থ ও পরিচিত দেশে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে, তখন পরিণামে তাহাদেরই সম্পূর্ণ কল্যাণ হইবার সম্ভব। অপর পক্ষে আমরা পর-রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের স্বদেশ ও কেন্দ্র-স্থান মদিনা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া স্বপক্ষের সাহায্য ও পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইব। অধিকন্তু যে সকল সুরীয়-প্রজার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আমরা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব; তাহারা সকলই খৃষ্টীয়ান, কেবল নিরুপায় হইয়াই আমাদের নিকট অভয় প্রার্থনা ও সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন প্রচণ্ড রোমক বাহিনীর সমাগমে তাহারা আর আপনাদিগকে অশরণ বিবেচনা করিতেছে না। সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তনেও সে বন্ধুতা ও সরলতার পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা কল্পনা করা যায় না। তাহাদের সহিত আমাদের সন্ধির প্রকৃত অর্থ এই—তাহারা আরবদের তরবার হইতে কেবল অক্ষত থাকিবে কিন্তু তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন রক্ষণাবেক্ষণ ও বিচার সম্বন্ধীয় অধিকার আমরা গ্রহণ করি নাই। বিশেষ যুদ্ধ নিতান্ত আসন্ন, বিজয়শ্রী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহার অনিশ্চয়তায় এসময়ে তাহাদের মন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতেছে। সুতরাং তাহাদের এসময়ে একতর পক্ষ অবলম্বন করা বড় সংঘাতিক বিষয়। যদি এসময়ে তাহাদিগকে তাহাদের নিজের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে দেওয়া

যায়, অথচ কথা থাকে, যদি আমরা জয় লাভ করি, তবে তাহাদের সহিত পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ হইবে, তাহা হইলে বরং আমাদের পক্ষে অধিকতর কুশল। বিশেষতঃ আমাদিগকে সত্বরেই এ ভীষণ স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আরবের নিকটবর্ত্তী হওয়া উচিত। তথা হইতে আমরা অনায়াসেই স্বজাতি ও প্রধানবর্গের সাহায্য লাভ করিতে পারিব। তাহাতে রোমকদল আমাদের অনুসরণ পূর্ব্বক দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও আমাদের অধিকৃত দুর্গ নগরাদির অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানের অন্তর্গত হইলে, আমরা জাল-বদ্ধ পক্ষীরাজির ন্যায় তাহাদিগকে একত্র প্রাপ্ত হইব। মোসলমানদিগের প্রতি হিত-কামনা ও আমার সরল-বিশ্বাস এবিষয়ে আমাকে মুখরিত করিয়াছে, এখন সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রায়।

খালেদ বিন-অলিদের পরামর্শের শ্রেষ্ঠতা ও সারবত্তা প্রকাশ মাত্রই জাজ্বল্যমান প্রকটিত হইল। সর্ব্ব প্রথমে বয়োবৃদ্ধ সামন্ত আবুসুফিয়ান তাহার অনুবর্ত্তন ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেন। সমস্ত মোসলমান শিবির হইতে হর্ষরাব ও খালেদ-বিন-অলিদের প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল।

অনন্তর মহাসামন্ত আবুওবিদা বিন-অল-জর্রাহ সমুদায় সন্ধি সংস্পৃষ্ট গ্রীক উপনিবেশ ও সুরীয় প্রধানবর্গকে পত্র যোগে সমুদায় অবগত করিলেন। তাহাতে তাহারা আরবদিগের মহত্ত্ব ও উদারতায় নিতান্ত চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন। তৎপর নববিজীত দুর্গপাল আরব সামন্তগণকে তাঁহাদের অধিকৃত স্থান দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া, সেনাপতি শিবির ভঙ্গ পূর্ব্বক জাবিয়া ও দামস্কস্ দক্ষিণ হাতে রাখিয়া ইউফ্রেটিশ নদীর দিকে যাত্রা করিলেন। তথায় এরমুক নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুকূল বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিবির সন্নিবেশিত হইল। এই ভীষণ ক্ষেত্রেই ভুবন-বিজয়ী রোমের চির-বিজয়-গৌরব ও লৌহমণ্ডিত বীরপুত্রগণ দরিদ্র আরবদিগের দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল।

অধিকৃত দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোসলমানগণ স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদ স্বল্পকাল মধ্যেই রোমক শিবিরে প্রচারিত হইল। তাহারা মোসলমানদিগের পশ্চাৎ গমন সম্বন্ধে কোন প্রকৃত কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তাহাদের পলায়নই নিশ্চয় করিলেন। তাহাদের উৎসাহ পরম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাহারা আমোদের পর আমোদ, পাপ হইতে পাপান্তরে লিপ্ত হইতে লাগিল। দিবাভাগে তীব্র-অভিযান কালে তাহাদের অশ্ব-খুরোত্থিত ধুলিপটল চক্রবাল প্রান্তে গাঢ় জলদাকারে প্রকটিত হইয়া আরবদিগকে উপহাস করিত, রাত্রিকালে দহ্যমান গ্রাম নগরাদি হইতে অগ্নিশিখা অত্যাচারের জিহ্বার ন্যায় বাহির হইয়া মোসলমানদিগকে আপনার গ্রাস-বাসনা জানাইত। সর্ব্বোপরি জাবালা দশ গুণ প্রচণ্ডতা পরিগ্রহ পূর্ব্বক অত্যাচার বিলুণ্ঠনে দেশ মরুভূমি করিয়া, নরহত্যায় সিদ্ধহস্ত হইয়া, আরবদিগের সমীপস্থ হইলেন। দুই দিন পরেই ম্যানুয়েল সেই পরাক্রান্ত বাহিনী সহিত দুর্নিবার বেগে লোল হুতাশনের ন্যায় এরমুকে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এরমুক-ক্ষেত্রে আরবদের বালক ও স্ত্রীলোক ভিন্ন সপ্তচত্বারিংশৎ সহস্র শস্ত্রধারী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত প্রধানবর্গের সহিত কিয়ৎ-সংখ্যক কাফ্রিদাস ছিল,

তাহাদের সংখ্যা পরিমিত হয় নাই। তাহারা স্ব স্ব প্রভু-দিগের শিবিরে পরিচারক, সমরে শস্ত্র-বাহক ও আবশ্যক হইলে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অস্ত্র সঞ্চালন করিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আরবদের মূল-সৈন্যের পরিমাণ ত্রিশ সহস্র ছিল, পরে স্বদেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ও পরিপ্রেক্ষী ও অগ্র-সন্ধানী সামন্তগণের দ্বারা উপচিত বল-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এরমুকে মোসলমান যোদ্ধাদিগের মধ্যে পদাতিক সৈন্য অতি অল্প, উষ্ট্রারোহী সৈন্যের পরিমাণও অধিক ছিল না। প্রসিদ্ধ আরব অশ্বারোহী দলের সংখ্যা আরব শিবিরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা শত্রু সৈন্যের প্রতি বজ্র-বিদ্যুতের ন্যায় আক্রমণ ও শত্রুদলের তীব্র আক্রমণ কালে অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের ভীষণ প্রতিরোধ উভয়েতেই বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে এমনদেশীয় পদাতিকগণ ধনুর্ব্বাণ ও তরবার ধারণ করিতেন, হেজাজ ও মরুবাসী যোদ্ধ্দল বর্শা তরবার ব্যবহারে সবিশেষ নৈপুন্য প্রকাশ করিতেন।

অপর পক্ষে সমুদায় রোমক বাহিনী সম্রাটের বেতন-ভোগী সপ্তলক্ষ মূল সৈন্যে সংগঠিত। ইহাদের মধ্যে গ্রীক ও রোমক সৈন্যই অধিক। তাঁহারা বর্শা তরবার লইয়া যুদ্ধ করিতেন, সিরিয়ার উপকূল হইতে কতিপয় সহস্র সুদক্ষ গ্রীক্ ঔপনিবেশিক আসিয়া এই দলের পুষ্টি সাধন করে। একলক্ষ প্রসিদ্ধ আরমানীয় ধনুর্দ্ধর সম্রাটের ভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। রোমক বাহিনীতে পরিঘ-অস্ত্র ধারী যোদ্ধাও নিতান্ত অল্প দৃষ্ট হইত না। এতদ্ভিন্ন আরও তিন লক্ষ শিবিরানুসঙ্গী তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিল, আবশ্যক হইলে ইহারাও যুদ্ধ কার্য্যে নীত হইত। ইহা-

দিগের পুরোভাগে জাবালা আপনার প্রকাণ্ড শিবির ও বিপুল-বল বিন্যাস করিয়া অবস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ম্যানুয়েল অতি সতর্ক সেনাপতির ন্যায় কার্য্য-তৎপরতা প্রকাশ পূর্ব্বক, সমুদায় বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরিরকে আহ্বান পূর্ব্বক আরবদের সহিত সন্ধির পণ নির্ণয় করিতে, বিশেষ গোপনে তাহাদের বল পরীক্ষা করিতে অনুমতি করিলেন। কুরির সহস্র সৈনিক পুরুষ সঙ্গে লইয়া উৎকৃষ্ট কৌষেয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আরব সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ-কামী হইয়া আরব শিবিরের পর্য্যন্ত দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার সমভিব্যহারে এক বৃদ্ধ পুরোহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন, মহাসামন্ত আবুওবিদা তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত ও কুবিরের সম্মুখীন হইলেন। এমন কি তাঁহাদের অশ্বের গ্রীবাদেশ পরস্পর সম্মিলিত হইল। কুরির তাহাকে বয়োবৃদ্ধ ও প্রতাপবান্ দর্শনে সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব নিবেদন করিলেন। আবু-ওবিদা বলিলেন, আমাদের সন্ধির পণ ত অনেক বার বিজ্ঞাপন করিয়াছি। আমরা পার্থিব ধন সম্পত্তি ভূমি সাম্রাজ্য প্রভৃতির অভিলাষী হইয়া পরদেশে উৎপতিত হই নাই। ভূতলে পবিত্র এসলাম-ধর্ম্ম বিস্তারই আমাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য, যদি আপনারা উহা গ্রহণে আপত্তি না করেন, তবে আমরা এই দণ্ডেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আপত্তি হইলে প্রত্যেক পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ নিয়মিত জজিয়া দান করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। যদি এই উভয় পণই মনোনীত না হয়, তবে তরবারি আমাদের উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করুক। স্বর্গ ও

মর্ত্ত ঈশ্বরের বস্তু, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহাকেই সমর্পণ করিবেন। ইহার আর পণ প্রস্তাব কি? কুরির ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আরব সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন কালে ম্যানুয়েল তাহাদের পরাক্রম সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার যুদ্ধ কণ্ডূয়ন একরূপ নিবৃত্ত হইয়াছিল। তিনি জাবালাকে আহ্বান পূর্ব্বক অবহিত্থা প্রকাশ করিয়া, পুনর্ব্বার বলিলেন দেখুন, রোমকদিগের বিশ্বদাহী রোষ কাহারও প্রতি সহসা সম্পতিত হওয়া উচিত হয় না। আমরা সাধ্যমতে বিনা রক্তপাতে এই দরিদ্র দলকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইব, যদি অকৃত-কার্য্য হইয়া শস্ত্র বিস্তার করিতে হয়, তবে সমস্ত আরব জাতি আমার শস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ীভূত হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ তাহাদের অভাব ও প্রার্থনা অবগত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, এই জন্য এক জন প্রধান আরব আমার সমীপস্থ হন এই অভিপ্রায়; বিশেষ আপনি তাঁহাদিগকে আমাদের পক্ষ হইতে ভয় প্রদর্শন করুন।

জাবালা আরব শিবিরে এই সংবাদ প্রেরণ করিবামাত্র মহাত্মা আবাদ বিন-সামাত বর্ম্মে চর্ম্মে সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া উৎকৃষ্ট বনায়ুজ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। জাবালা রোমকদিগের ধন, সম্পদ, প্রভুত্ব, পরাক্রম, সংখ্যা-প্রাচুর্য্য বর্ম্ম চর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির বর্ণন করিয়া তাঁহাকে সন্ধির দিকে অভিলাষী হইতে বলিলেন। কিন্তু আবাদ বিন-সামাত হাসিয়া বলিলেন মহাশয়! আমরা পার্থিব সুখ ও সম্পদের প্রতি বড় অধিক অনুরক্ত নহি। যুদ্ধে পরাজয় হইলে আমরা জীবন ভিন্ন আর কিছুই হারাইব না, কিন্তু পরলোকে

অনন্ত জীবন। তথাপি আমরা সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত নহি। হয় মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন, নতুবা জজিয়া প্রদান; অস্বীকার কর তবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে সমুদায় মীমাংসা করিয়া লও। ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া, আমাদের প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তুমি আমাদিগকে দরিদ্র মনে করিয়া ভিক্ষা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান অঙ্গীকার করিতেছ, আর দুই দিন যুদ্ধ করিলেই ত আমরা তোমাদের সকলই পাইতে পারি। মনে রাখিও আমরা অর্থের অভিলাষী নহি। আমরা পরম দরিদ্র, আমরা অর্থ-তৃষ্ণায় বিচলিত হই নাই, আজ পৃথিবীর স্বর্ণ রৌপ্য মণি রত্ন ধন সম্পদ হস্তগত হইলেও তাহা বিতরণ করিয়া কাল আবার এই অবস্থায় উপস্থিত হইব। আমাদিগকে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক আপনকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফল কি, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদিগকে শস্ত্র বলে পরাঙ্মুখ ও দূর করিয়া দেওয়াই ত আপনাদের পক্ষে মঙ্গলকর। জাবালাকে নিরব দেখিয়া আবাদ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেনাপতিকে সমুদায় নিবেদন করিলেন।

এদিকে জাবালা অকৃতকার্য্য হইয়া বিকৃত মুখে ম্যানুয়েলকে যাইয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। ম্যানুয়েল বলিলেন বিলক্ষণ, কুরির অনুমান করিতেছেন, আরব শিবিরে ত্রিশ সহস্র সৈন্যের অধিক নাই; আপনার অধীনে যাট সহস্র অদীন-পরাক্রম যোদ্ধা সুসজ্জিত বিশেষতঃ তাহারা প্রতিপক্ষের সজাতীয়। আপনার দুই জন বর্ম্মাবৃত লৌহ মুকুট-ধারী বীর পুরুষ কি তাহাদের এক জন ক্ষুধার্ত্ত ক্ষীণকায় অরক্ষিত শরীর দরিদ্র আরবের সমকক্ষ নহে? আপনি তরবার বলে তাহাদিগকে নিরস্ত করুন, শত্রু-

দিগের অধিকৃত সমুদায় প্রদেশ অর্থাৎ জাবিয়া হইতে শিরিয়ার অর্দ্ধেক সহিত সমস্ত আরবদেশ আপনাকে সমর্পিত হইল। রোম সম্রাটের সর্ব্ব প্রধান মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য আপনার পক্ষে এই উপযুক্ত অবসর। আপনি সহায়-হীন নহেন, এই দেখুন নিখিল পৃথিবীর ভাগ্য-চক্রের নিয়মনকারী রোম-সাম্রাজ্যের উগ্র-পরাক্রম বীর-বাহিনী আপনার পৃষ্ঠ-পোষক, আপনি অগ্রসর হউন, বিলম্ব করিতেছেন কেন?

জাবালা অতি প্রবীণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি আপনার ব্যূহ বিন্যাস ও তাহা সমধিক পরিমিত সৈনিক-বৃন্দের সমাবেশে যথোপযুক্ত দৃঢ়ীভূত করিয়া অগ্রসর হইলেন। দিবাবসান কালে জাবালার বিক্রান্ত-ব্যূহ আরব শিবির হইতে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহা সুবর্ণ খচিত, সমুন্নত কৌষেয় পতাকা জালে সমাকীর্ণ, স্থানে স্থানে বহুবিধ মণিরত্ন বিখচিত দারুময় ক্রুশ হইতে দৃষ্টি-প্রতিঘাতী কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। কোন স্থানে সুদীর্ঘ প্রশস্ত ভাস্বর তরবার সকল হইতে বিদ্যুৎপ্রভা প্রতিফলিত হইতেছে। কোন্ স্থান অধিজ্য-ধনুঃ ও বদ্ধ-তূণীর রাজিতে দুর্নিরীক্ষ্য, কোন স্থল প্রদীপ্ত অস্ত্র-কণ্টক জালে বিভীষণ, কোথাও বা উন্নত-বপুঃ অশ্বারোহীগণের উজ্জ্বল লৌহ-মুকুটে বিজয়-গৌরব ক্রীড়া করিতেছে, কোন স্থান বা পদাতিগণের সমুজ্জ্বল বর্ম্ম চর্ম্মের প্রকটিত কিরণে প্রতিভাসিত। সর্ব্বোপরি জাবালার বীরত্ব গৌরব চতুর্দ্দিকে ভীতি বিস্ময়, স্বপক্ষে আনন্দ, প্রতিপক্ষে বিষাদ বিস্তার করিতেছিল। দিনকরের কিরণরাজি শিরিয়ার সুরম্য পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই আরবগণ জাবালার মেঘকৃতানুকারী সেনাপতি ও সৈনিক বৃন্দের সৈন্য-

পরিচালনার গম্ভীর আদেশ ও রণবাদ্য শুনিতে পাইলেন।

জাবালাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আরবগণ একে অপরকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। মহাসামন্ত আবুওবিদা তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান ও শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলেন, স্বল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা প্রকৃত রূপে সন্নিবেশিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং প্রধানবর্গ তাঁহাকে আক্রমণে ধাবমান হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে খালেদ বিন-অলিদ সহসা তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। খালেদ বলিলেন দেখুন, পুরোভাগে জাবালার পরাক্রান্ত বাহিনী অগ্রসর হইতেছে, উহা আমাদের সজাতীয় ষষ্ঠী-সহস্র যোদ্ধায় সংগঠিত। আমরা আমাদের সমুদায় বল লইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি খৃষ্টিয়ানদের মূল সৈন্য আমাদের প্রতি ধাবমান হয়, তবে আমরা নিতান্ত বিপন্ন হইব। আমার বিবেচনা অনুসারে অতি অল্প সংখ্যক লোক যাইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, যদি আমরা সেই ক্ষুদ্র বল লইয়া ইহাদিগকে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারি, তবে শত্রু পক্ষে বিষম ভীতির সঞ্চার হইবে এবং আর কোন কালে তাহারা আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে না। আবুওবিদা বলিলেন উত্তম কল্প, আপনি কত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে অভিলাষ করেন? খালেদ বলিলেন ত্রিশ জন। বৃদ্ধ আবু সুফিয়ান বলিলেন ঈশ্বর আমাদের এক জন দুই জন কাফেরের সহিত এবং শত জন দুই শত জন কাফেরের সহিত যুদ্ধ করিবে এই আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি এক জনকে দুই হাজার যোদ্ধার বিপক্ষে প্রেরণ করিতেছেন। একি সম্ভব! ইহা সম্পূর্ণ উপ-

হসনীয়। খালেদ দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমার এ সামান্য জীবন ত ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি, শত্রুর শস্ত্রাঘাতে রণক্ষেত্রে পতিত হওয়াই এখন আমার এক মাত্র অভিলাষ। বিশেষ এই শিবিরে আমি এমন তীব্র-প্রহারী দৃঢ় ধৈর্য্যশালী অতিরথ যোদ্ধৃগণকে অবগত আছি, তাঁহারা ত্রিশ জন কেন, প্রত্যেকেই এই ষাট সহস্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিতে আগ্রহান্বিত। আবুওবিদা বলিলেন তবে আপনি জীবনের প্রতি আর অল্প মাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, আপনকার অভিলষিত আক্রমণ কার্য্যে পরিণত করিতে ষাট জন যোদ্ধা লইয়া অগ্রসর হউন। খালেদ স্বীকৃত হইলেন।

খালেদ আপনার নিতান্ত বন্ধু, পরীক্ষিত পরাক্রম, শস্ত্র প্রতাপ সম্পন্ন, প্রতাপবান্ বীরগণকে নির্ব্বাচন করিলেন। জোবের বিন অল-আওয়াম, ফজল বিন-আব্বাছ, আবদুল রহমান বিন আবুবকর, আবদুল্লা বিন-ওমর, কাহকা, মরক্কাল হাস্বাম, রাফেহ, জেরার প্রভৃতি এবং তৎসদৃশ অদীন পরাক্রম পুরুষগণ নির্ব্বাচিত হইয়া খালেদ বিন অলিদের নিকট উপস্থিত হইলেন। খালেদ সমুদায় বিবরণ তাঁহাদিগকে অবগত করিলে, তাঁহাদের বদন মণ্ডল উৎসাহ ও হর্ষের সঞ্চারে প্রস্ফুরিত বিবেচনা হইল, আবুওবিদা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে রজনী সমাগত হইল, জাবালা মোসলমানদিগকে সুব্যবস্থিত দেখিয়া সহসা আক্রমণ না করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন নির্ব্বাচিত মোসলমানগণ স্ব স্ব পটমণ্ডপে গমন পূর্ব্বক নিয়মিত উপাসনা, স্তবস্তুতি ধ্যান ধারনায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত কালে চারি দিকে আজান ধ্বনি হইলে

তাঁহারা জল-সংস্কার করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন। সিরিয়ার প্রচণ্ড সূর্য্যের আলোক উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে পতিত হইবার পূর্ব্বেই খালেদ বিন-অলিদ সুসজ্জিত হইয়া শিবিরের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সেই স্থানে একে একে ষাট জন শস্ত্রধারী পুরুষ তাঁহার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। সর্ব্ব শেষে জোবের বিন-আওয়াম উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশ্বারোহণে তদীয় সহধর্ম্মিণী আসমা বিন্ত-আবুবকার, বামভাগে আবদুল রহমান বিন-আবুবকার উপস্থিত হইলেন। মহাসামন্ত আবু-ওবিদা তাঁহাদিগকে স্নেহ-মসৃণ দৃষ্টিতে বিদায় করিতে ছিলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠ পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। যোদ্ধৃগণ একে একে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় হইলেন। তাঁহারা লৌহ-মুকুট পরিহিত, আয়স তনুত্রে বিমণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গে প্রহরণ জাল, পৃষ্ঠে দুর্ভেদ্য চর্ম্ম-ফলক ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠিত অশ্ব-সমূহ বিশুদ্ধ বনায়ুজ-বংশোদ্ভব, সুলক্ষণ, উন্নত শরীর, খর্ব্ব গ্রীব, তেজোগর্ব্বে নৃত্যৎপ্রায়। তাঁহারা ধীর গম্ভীরে নীরবে পুরোভাগে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাগ্রে মহাকায় উগ্রকর্ম্মা খালেদ বিন-অলিদ, তিনি হৃদয়োন্মাদকর সাহস সঙ্গীত গান করিয়া চলিলেন।

জাবালা আরবদিগকে ভীতি প্রদর্শণ মানসে আপনার পরাক্রান্ত ব্যূহ বিন্যাস করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এমন সময়ে খালেদ বিন-অলিদ আপনার ক্ষুদ্র দল সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। জাবালা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আরব দূতগণের স্বাগত হউক! খালেদ বলিলেন,আপনি প্রতারিত হইতেছেন,

আমরা কাগজ ফলকে সন্ধি-সূত্র লিপিবদ্ধ করিতে আগমন করি নাই, বর্ম্মে চর্ম্মে, বীর পুরুষের হৃদয়ে বর্শা তরবারের উগ্র-প্রহার অঙ্কিত করিতে আসিয়াছি। জাবালা হাসিয়া বলিলেন, সে ত পরের কথা, এখন আসিয়া শিবিরে আসন গ্রহণ করুন। খালেদ স্মিত-মুখে বলিলেন, আমাদিগকে অল্প সংখ্যক দেখিয়া দূত বলিয়া মনে করিয়াছেন, আমরা প্রকৃত দূত নহি। আমরা যাট জন আসিয়াছি, শুনিয়াছি আপনার সৈন্য দলে যাট হাজার যোদ্ধা বিদ্যমান। আমাদের এক জন আপনার এক হাজার লোকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে ইহা কঠিন নহে। জাবালা বলিলেন. খালেদ! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি জ্ঞানবান্ লোক, কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি সম্পূর্ণ অপদার্থ। তোমার ধ্বংশ-প্রবণ নিয়তি ও অহঙ্কার তোমাকে বিনাশ ও সাক্ষাৎ মৃত্যুর সমীপস্থ করিয়াছে। তোমার অবিমৃষ্যকারিতা কি ফল প্রসব করিতেছে, তাহা এই ক্ষণেই তুমি বুঝিতে পারিবে। যখন এই সকল বিক্রান্ত বর্ম্মাবৃত বীর—গাছ্বান, লখম, জজম বংশীয় সিংহ-সংহনন অতিরথ পুরুষগণের দীর্ঘ বর্শা, প্রচণ্ড তরবার তোমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া লইবে, তখন আর পরিতাপ করিবার সময় থাকিবে না। ভবিষ্যতের আরও একটুকু দূরে দেখ, তোমাদের শবদেহ এই অনাবৃত ভূমিতে প্রাতঃসন্ধ্যা শকুনী গৃধিনী শৃগাল কুক্কুর দ্বারা ভক্ষিত ও ইতস্ততঃ আকর্ষিত হইবে। অস্থিরাজি দীর্ঘ কাল শিশির প্রচণ্ড শীত, ভীষণ উত্তাপ, অবিরল জলধারা ভোগ করিয়া অযত্ন অনাদরে লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। কেবল পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি তোমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সামান্য জীবন

মরণের কথাও চিন্তা পথে উপস্থিত করিতে পারিতেছ না, বিলক্ষণ, নিজের সুবুদ্ধির ফল ভোগ কর।

এই বলিয়া জাবালা রোষাবেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সৈনা শ্রেণীর পুরোভাগে উপস্থিত ও অশ্বের পর্য্যাণ-রেকাবে ভর করিয়া উন্নত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, বীরগণ! এই হতভাগ্য দিগকে বধ কর, এই লোভী পরস্বাপহারীদিগের এক প্রাণীও যেন এস্থান পরিত্যাগ করিতে না পারে।

প্রলয় কালীন প্রচণ্ড বাত-বিক্ষোভিত, উচ্চণ্ড তরঙ্গমালা সমাকুল ভীষণ সমুদ্র-প্রবাহের ন্যায় জাবালার পরাক্রান্ত বাহিনী মোসলমানদিগের ক্ষুদ্র ব্যূহের উপর সম্পতিত হইল। চারিদিক হইতে যোদ্ধৃগণ শানিত তরবার ও দীপ্ত বর্শা বিস্তার করিয়া সেই দিকে ধাবমান হওয়ায় রণ স্থল নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিল। সঞ্চালিত অস্ত্র শস্ত্রের উজ্জ্বল ঝলক, অশ্বের পদধ্বনি, হ্রেষারব, বীরপুরুষদিগের ঘোর যোধরব দ্বৈরথ-সংগ্রামপ্রার্থী যোদ্ধৃবৃন্দের হুহুঙ্কার ও গর্জ্জন শব্দ প্রলয় কালীন জলদ-নির্ঘোষের ন্যায় চারিদিক বিকম্পিত করিয়া তুলিল। মোসলমানগণ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন সুতরাং খ্রীষ্টিয়ান ধনুর্দ্ধরগণের বাণ সঞ্চালনের অবসর রহিল না। দুই দলের অশ্বের কবিকা পরস্পর সংস্পৃষ্ট হইল, হাতে হাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রত্যেক জন আপনার নিকটস্থ প্রতি পক্ষের সহিত শস্ত্র-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। অবিরত বীরপুরুষদিগের বর্ম্ম চর্ম্ম লৌহ মুকুটে উগ্র বর্শা ও তীব্র তরবারের নিদারুণ আঘাত পতিত হওয়ায় রণস্থল ভীষণ আরাবে পরিপূর্ণ হইল। রোমক ও আরব উভয় দলই বিবেচনা করিলেন,

খালেদ বিন-অলিদ ও তাঁহার অবিমৃষ্যকারী সহচরগণের আর মুক্তির আশা নাই।

মোসলমান বীরগণ তহলিল ও তকবির সংযুক্ত যোধরাব করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের জয়-ধ্বনি বিলীন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা খ্রীষ্টীয়দিগের দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইয়া গেলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যূহ বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাহারা আত্মরক্ষণ ও পর-ধর্ষণ উভয় কার্য্যের সুবিধা ও স্থানের অনুকূলতা অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িলেন। কত জন সেই ভীষণ যুদ্ধ কালে সম্পূর্ণ সহায়-বিহীন হইয়া সন্ত্রস্ত প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কত জন বামপার্শ্ব হইতে সহকারী নিহত হওয়ায় সেই দিকে ঘোর তর আক্রমণে শত্রুদল মথিত করিতে লাগিলেন, কেহ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সাহায্য বিরহে জীবনে নির্ম্মম হইয়া শত্রু ব্যূহের ঘন সন্নিবিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

বীর পুরুষেরা সুদীর্ঘ দীপ্ত বর্শা লইয়া বৃহৎ মণ্ডলানুক্রমে আরব্য অশ্বের তীব্র গতিতে নিমেষ মধ্যে আবর্ত্তন পূর্ব্বক বর্শা যুদ্ধ করিয়া জীবন সফল করিলেন, কেহ সমধিক নিকটস্থ হইয়া উগ্র তরবার প্রহারে প্রতিপক্ষকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল। অশ্বের তীব্র পদে, পদাতিকদিগের সদর্প গমনে যোদ্ধাদিগের শবদেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এই রূপে প্রতিক্ষণে যুদ্ধের ভীষণতা ও সন্তাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খালেদ বিন-অলিদ, ফজল বিন-আব্বাস, জোবের বিন-আওয়াম,

আবদুল্লা বিন-ওমর, আবদুল রহমান বিন-আবুবকর, মরকাল বিন-হাশ্বাম এই ছয় জন একত্র থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রতিজনের যুদ্ধ সহস্র জন অতিরথ বীর পুরুষের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয় হইতে পারে। করাল কাল তাহাদের অনুক্ষণ ভীষণ অস্ত্রের আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। বেলা সার্দ্ধ দ্বিতীয় প্রহরে খালেদ বিন-অলিদ ও মরকালে হাশ্বাম অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। চারিদিগ হইতে খ্রীষ্টীয়গণ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইল। জোবের, খালেদ বিন অলিদকে এবং ফজল মাহাত্মা মরকালকে স্ব স্ব শস্ত্র-প্রতাপে রক্ষা করিতেছিলেন। যখন শত্রুগণ তাঁহাদের চারিদিগে নিতান্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল, তাঁহাদের মণ্ডল নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তখন মহাত্মা জোবের প্রচণ্ড বর্শা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ শার্দ্দুলের ন্যায় সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং এইরূপে তিনি খালেদ বিন-অলিদের দিক হইতে আততায়ী শত্রু ব্যূহের প্রতি বিংশতি আক্রমণ করেন; প্রত্যেক আক্রমণে তাঁহার ভীষণ বর্শা প্রহারে এক এক জন প্রধান বীরপুরুষ নিহত হইয়া বেষ্টন পরিত্যাগ করিলেন। অদীন পরাক্রম ফজল আপনার তীব্র প্রহারে শত্রুগণের দেহ পরম্পরায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগকে শৃগালের ন্যায় দূর করিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক আপনাদের ক্লান্ত অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগের দুই অশ্ব আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে আবার আরোহন করিলেন। প্রতিক্ষণে যুদ্ধের উষ্ণতা ও কঠোরতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়ে আবাদ বিন-সামাত আপনার পরাক্রান্ত ভুজবলে ও শস্ত্র-প্রতাপে খৃষ্টীয়-ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া

তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, হে খালেদ! আমরা এই স্থান হইতেই পরকালের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইব। খালেদ বলিলেন, ঈশ্বরের শপথ তুমি এ বিষয়ে যথার্থ অনুমান করিয়াছ, খালেদ যাহার, অভিলাষী আজ সেই সৌভাগ্য উপস্থিত; এখন একবার আসিয়া আমার সহিত অশ্বের বল্‌গা-রজ্জু সংমিলিত কর, আল্লা ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্মের যাহা যথার্থ প্রাপ্য, তাহা প্রদান কর। আর স্মরণ কর "অল জান্নাতো তাহ্‌তা যেলালে স্বযুফে—স্বর্গ তরবারের প্রতিফলে প্রতিম্বিত। এই বলিয়া তাঁহারা এক যোগে আক্রমণ করিলেন। রণস্থলে শোণিত নদী প্রবাহিত হইল, অশ্ব উষ্ট্র ও সৈন্যগণের মৃতদেহে সমতল দুর্গম হইয়া উঠিল। বড় বড় সামন্তগণ সমরশায়ী,সৈন্যগণ ভীতিবিভ্রান্ত, সেনাপতিগণ নির্ব্বেদ যুক্ত ও নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহরে মুসলমানগণ আপনাদের ক্ষুদ্রদলের অনুসন্ধানকামী হইয়া তকবির ধ্বনি করিলেন, চারি দিক হইতে ইহার উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল এবং সেই মহারাবে প্রোৎসাহিত হইয়া আরবগণ লোল হুতাশনের ন্যায়, সান্দ্র মেঘমণ্ডলে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায়, সন্ত্রস্ত প্রচণ্ড সিংহের ন্যায়, পর্ব্বত শিখরে ভীষণ বজ্রের ন্যায় চারি দিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন, খৃষ্টীয়ানদিগের নিকট সেই কালানল তুল্য তেজস্বী বীরগণ সম্পূর্ণ অপ্রধৃষ্য, তাঁহাদের বল অদম্য, তাঁহাদের প্রহার অসহ্য বিবেচনা হইতে লাগিল। জাবালার সেই বিক্রান্ত বাহিনীতে হতোৎসাহ ও পরাজয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হইল। জাবালা চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন, তাহার পরাক্রান্ত

সামন্ত ও কুটম্বগণ যে সকল বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহা আরবদিগের দ্বারা অপহৃত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার পরাক্রান্ত বীর-বাহিনীতে রক্ষিত প্রধান ক্রুশেরও সেই দুর্দশা; জাবালা ক্রোধ ও লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কোষ হইতে কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় অসি নির্ম্মুক্ত করিয়া লইলেন। উহা আদ জাতির ভুবন বিখ্যাত তরবার, জাবালা বনি-কোন্দার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহা প্রস্তর বিদারী, যাহাতে পতিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ দ্বিধা না করিয়া এ পর্য্যন্ত পরাহত হয় নাই, জাবালা আপনার রক্ষী সৈন্য সহিত ধাবমান হইলেন। কিন্তু আরবদিগের গভীর কণ্ঠের জয় ধ্বনিতে, ভীষণ আক্রমণে, আহতদিগের আর্ত্তনাদে, প্রহার যন্ত্রনায়, উন্মত্ত অশ্ববৃন্দের উচ্ছৃঙ্খল গতিতে, ভীতি বিহ্বল সৈন্যগণের পলায়ন চেষ্টায় রণ ভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়াছিল; তদ্দর্শনে জাবালার অভেদ্য লৌহ মুকুটে সুরক্ষিত মস্তিষ্কের মধ্যে ভীতি এবং ত্রিগুণিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া আরবদের প্রতাপ তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল। জাবালা কিছুই করিতে পারিলেন না।

দিবা অবসান কালে আবু-ওবিদা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সামন্তগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন আপনারা কোথায়! আপনাদের ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ করুন। সৈনিকগণ বলিলেন, আমরা প্রস্তুত, অগ্রসর হউন। আবু ওবিদা সমুদায় সৈন্য লইয়া রণ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, খৃষ্টিয়ানগণ পলায়ন করিয়াছে, অশ্ব উষ্ট্র যোদ্ধৃগণের মৃত দেহে মহা-প্রান্তর সমাচ্ছাদিত; খালেদ বিন-অলিদ অধীর হইয়া মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাত করিয়া বিলাপ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিতেছেন;

আর ঊনবিংশতি জন তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তাঁহাদের বর্ম্ম চর্ম্মের সর্ব্বস্থান ঘনীভূত রক্তচাপে সমাবৃত; তাঁহারাও দীন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মহাসামন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, খালেদ আপনার অবস্থা কি? খালেদ হাহাকার করিয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন, আমি মোসলমানদিগের পরাক্রান্ত বীরগণের মধ্য হইতে চল্লিশ জন ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছি। আবু-ওবিদা নিতান্ত কাতর ও অধীর হইলেন। তৎক্ষণাৎ মশালে প্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত মৃত দেহ পর্য্যবেক্ষণ করা হইল, তথায় দশ জন মোসলমান যোদ্ধা পতিত হইয়াছিলেন, শত্রু পক্ষে কিন্তু পাঁচহাজার সৈন্য রণ স্থল সমাকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তখন আবু ওবিদা বলিলেন হয় ত অবশিষ্ট ত্রিশজন বন্দীভূত ও শত্রু শিবিরে নীত হইয়াছেন। খালেদ বলিলেন, আমি তাঁহাদিগের সংবাদ না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। সমুদায় প্রধানবর্গ নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু খালেদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি স্বল্প দূর যাইয়াই দেখিতে পাইলেন মোসলমানগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাদের পুরাভাগে মহাত্মা জোবের বিন অল-আওয়াম। খালেদ তাঁহাদের সহিত সুখে সম্মিলিত হইয়া আবুওবিদার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ জন, দশজন রণস্থলে পতিত হইয়াছেন সুতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন বন্দীকৃত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হইল। খালেদ বলিলেন তাঁহাদের মুক্তির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। সকলে উল্লাসে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জাব্বালা পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক রোমান সৈন্যে

মিলিত হইলেন। ম্যানুয়েল বলিলেন সংবাদ কি? জাবালা বলিলেন পরাজয় ও ধ্বংশ। আমাদের এক জন তাহাদের এক জনের সমান বটে কিন্তু তাহারা যাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পায়, তিনি আমাদের প্রতি বিমুখ। তাঁহার রোষের এক সামান্য অঙ্গুলি সঙ্কেতেই আমার সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে, নতুবা তাহারা পরমাণুতে মিলিত হইয়া যাইত। মানুয়েল অকৃতকার্য্য জাবালার কেবল বাগ্মীতার ছটা বিশিষ্ট বাক্যে বিরক্ত ও ভীত হইলেন।

এইরূপে ম্যানুয়েলের অগ্রীসন্ধানী ও রোম সম্রাটের নিতান্ত নির্ভরস্থল জাবালার ষাট সহস্র বীর পুরুষ ষাট জন আরবের দ্বারা বিদলিত ও নিষ্পেষিত হইয়া এরমুকের মহাসমরের ভবিষ্যৎ ফল বিজ্ঞাপন করিল। এই মহা-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া রোম সম্রাট সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হন। সমুদায় সিরিয়া দেশ এক উদ্যমেই আরবদের নিকট অশরণ হইয়া আত্ম সমর্পণ করে। যদি অবসর পাই সে পুণ্য কথা মোসলমান সাম্রাজ্যে বিবরণ করিতে বাসনা রহিল।

—০—

মালেক অল-গাজি।

বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। জড়-জগতের মধ্যে আমরা বৃক্ষ রাজ্যের কার্য্য কলাপে যেমন পরিবর্ত্তন দেখি, অন্যত্র সেরূপ লক্ষিত হয় না। বৃক্ষের বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন পল্লব মুকুল ফুল ফলের উদ্গমে যেন প্রতিদিন নূতন জীবন ও অভিনব শ্রীর সমাবেশ হইতে থাকে। চারিদিক হইতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গম সকল সমাগত হইয়া অতুল সৌভাগ্য লক্ষ্মীর গুণগানে দিগ্‌দেশ শব্দায়মান করে। কিন্তু তাহার পর হেমন্ত ও শীত। কাননের বৃদ্ধি পল্লব মুকুল সকলই ক্ষয়েতে লুক্কায়িত হয়, বাহ্য শোভা সমৃদ্ধির বিনাশ হয়, কেবল একমাত্র অন্তঃস্থ জীবনীশক্তি কঠোর তপস্যায় সমাধিস্থ হইয়া জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অনমুমেয়কল্প সূক্ষ্ম ভাবে তন্ময় হইয়া অবস্থিতি করে। আজ মোসলমান জগতের অবস্থাও তাদৃশ। এক দিন কোরাণের পবিত্রধ্বনি জগতের ভাক্ত ও কল্পিত দেব-দেবীগণের স্তুতিবাদ অপাকৃত করিয়াছিল, এক দিন মক্কা মদিনার ঘরে ঘরে যে যোধরাব ও জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, আজ দিগদিগন্তে তাহা সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তথা হইতে কেবল পরাজয় সঙ্গীত ও বিনাশের শোকধ্বনি বাহিত হইতেছে। এমন একদিন ছিল, যখন মোসলমানের বিজয়গান, সাহস বার্ত্তা, যশোগৌরব, নূতন অধিকার প্রভৃতির বর্ণনা না করিলে ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা অতৃপ্ত থাকিয়া যাইত; আজ এমন একদিন উপস্থিত হইয়াছে, যখন প্রতি মূহুর্ত্তে মোসলমানের

ধ্বংশ, পরাজয়, বিনাশ, কুৎসা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ না করিলে ঐতিহাসিক প্রত্যবায় হইতে মুক্তিলাভ হয় না। এখন কার্য্যের যুগ অবসান হইয়াছে, স্মৃতির যুগ উপস্থিত। প্রাচীন স্মৃতির রোমন্থন করিয়াই এখন আমাদিগকে অবনতি ও হতাশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জনোম্মুখ জীবনের সবলতা বিধান করিতে হয়। আমরা সেই উদ্দেশ্যের বশীভুত হইয়া এই প্রবন্ধে এক পরাক্রান্ত বীরপুরুষের জীবন চরিত লিপি বদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

যে সকল নীতি-কুশল ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ-সম্পন্ন পুরুষ সিংহের অতুল যত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দুরবর্ত্তী প্রদেশে মোসলমানের বিজয় পতাকা সদর্পে উড্ডীয়মান হইয়াছিল তন্মধ্যে এখতেয়ার অল-দিন মহম্মদ বিন বখতেয়ার খাল্‌জী একজন অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা পিতামহ কোন দেশের রাজ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই, তিনি কোন প্রাচীন মহাবংশ সম্ভূত নহেন, সুতরাং পৃথিবী তাঁহার জন্ম দিনের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় সমুৎসুক ছিলেন না, এমন সময়ে আফগানস্থানের উত্তরবর্ত্তী গরমসর প্রদেশের অন্তর্গত গারনগরে বা তাহার সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে এক্তেয়ার অল দিন-মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন,তাঁহার পিতার নাম বখতিয়ার; তিনি প্রাচীন খাল্‌জ বংশ সম্ভূত ছিলেন। সুতরাং মোসল্মান রীতি অনুসারে ইনি এক্তেয়ার অল-দিন মহম্মদ বিন-বখতিয়ার খাল্‌জী বা সংক্ষেপে মহম্মদ বিন-বখতিয়ার খাল্‌জী নামে সচরাচর উল্লিখিত হইতেন। আধুনিক ইংরেজ পুরাতত্ত্ববিদ্ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী বাঙ্গালী লেখকগণ ইহাকে বক্তিয়ার খিলিজি নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক সে স্থান একপার্শ্বে অভ্রভেদী হিমালয়ের চির তুহিণাচ্ছন্ন তুঙ্গ শৃঙ্গ মালায় পরিবেষ্টিত ; উত্তর ও পশ্চিম দিকে মধ্য আসিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মরুভূমির উন্মত্ত প্রকৃতি ;এথতিয়ার অল-দিন শৈশব কালে জন্ম স্থানের এইরূপ স্বাভাবিক ভীষণতার ক্রোড়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বঙ্গাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে বিশ্ববাসী মানব সমাজে অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন ও উন্নতির তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। ভুবন বিখ্যাত রোম সাম্রাজ্য ইতি পূর্ব্বেই পরম জরাগ্রস্ত ও অন্তঃস্থ জীবনী শক্তির ক্ষীণতায় সম্পূর্ণ বিক্লব ও অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। দর্পিত রোমকগণের অন্যায় অত্যাচার পাপ প্রবণতায় অর্দ্ধ পৃথিবী বিত্রাসিত হইতে ছিল। প্রাচীন বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য আপনার চির প্রজ্বলিত অগ্নিপূজায়, পৌত্তলিকতায়, অনাচার ও কদাচারে তাহাকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। সময় পূর্ণ হইলে, ঈশ্বর আপনার এক পরাক্রান্ত বাহিনী তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এক মরু-দেশ হইতে দরিদ্র, অর্দ্ধ-ভোজনে ক্ষুধার্ত্ত, লঘুকায়, তীব্রপ্রহারী যোদ্ধৃবৃন্দ দলে দলে বাহির হইয়া কাফেরদিগকে সম্পূর্ণ প্রতিফল দান করেন। তাঁহারা রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের উদ্যানের ন্যায় সমৃদ্ধ গ্রাম নগর অধিকার, ও আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়েন। তৎকালে ভারতবর্ষেরও নিতান্ত হীনাবস্থা, যুগ যুগ সংগৃহীত কুসংস্কার, পাপ, পৌত্তলিকতা তথায় নগ্ন-ক্রীড়ায় ব্যাপৃত ছিল, বিশেষ এসলামের পবিত্র আলোতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্য প্রকটিত, ও একেশ্বর বাদের তেজো-প্রতাপ বিস্তারিত হইলে,একমাত্র হিন্দুস্থানই পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের

দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ অবশিষ্ট থাকিয়া, চারিদিকে পাপের অন্ধকার ছায়া বিস্তার করিতেছিল। ঈশ্বর আপনার চিরবিজয়ী বাহিনী সেই দিকে পরিচালনা করিলেন। আরবদের পথ প্রদর্শনের পর হিন্দুস্থান হইতে পাপ-পৌত্তলিকতার নির্ব্বাসন-ভার আফগান ও তাতারদের উপর সম্পতিত হয়। আমরা এই প্রস্তাবে তাহারই বর্ণন করিতে স্পৃহা করিয়াছি।

এখ্‌তিয়ার অল-দিন মহম্মদ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। জীবনের প্রথম ভাগ কিরূপে অতিবাহিত হয়, তিনি নির্জ্জন নিকুঞ্জে ধ্যানপরায়ণ হইয়াই কাটাইয়াছেন; না, তরল-ক্রীড়ায় দুরন্ততা প্রকাশ করিতেন, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু অবগত নহি। কিন্তু যৌবনে পুরুষের স্বাভাবিকী যশঃ-প্রবণতা তাহাকে নিতান্ত বিচলিত করিল। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সোল্‌তান মাহজ অল-দিন মহম্মদ বিন-সামের যুদ্ধ বিভাগে ভৃতিত্ব গ্রহণ বাসনায় গজনি নগরে আগমন করেন। তিনি মহাকার বৃষস্কন্ধ শারীরিক মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল পুরুষ ছিলেন না, প্রত্যুত বাহ্যদর্শনে তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রভাব-শূন্য বলিয়াই প্রতিভাত হইত। সৈন্য-পরিদর্শক তাঁহার বাহ্য আকৃতি দর্শনেই প্রতারিত হইলেন, সেই নিষ্প্রভ বিনীত দেহ-পঞ্জরের অভ্যন্তরে যে তীব্র সাহস, পরম উৎসাহ, কঠোর ধৈর্য্য ও নির্ভীক মহাপ্রাণতা বিরাজ করিত, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি যে কার্য্যের প্রার্থী ছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বিবেচনা হইল, অশ্বারোহী সৈন্যদিগেও তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না, পদাতিক দলে তিনি যে কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুমত হইলেন, তাহা তদীয় মনোনীত হয় নাই; বিশেষ সম্ভ্রান্ত

বংশীয়দিগের পক্ষে তৎকালে পদাতিক হওয়া অগৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত, সুতরাং তিনি গজনি হইতে নিরাশা ও ভগ্ন-হৃদয় সংগ্রহ করিয়া, দিল্লির দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি স্বদেশ, স্বজন, স্থূলদর্শী প্রধানবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদীর্ঘ পথ, ভীষণ কান্তার, চিরতুহিনাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গ, খরস্রোতা পয়স্বিনী অতিক্রম করিয়া দিল্লিতে আগমন করিলেন বটে, কিন্তু এস্থলেও নিষ্প্রভ আকৃতি ও অসাফল্য পুনরায় তাঁহার প্রতিবন্ধক হইল। দিল্লির সমর-সমিতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তিনি সন্তপ্ত ও নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে দিল্লি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এখন এখতিয়ার অল-দিন মহম্মদের চক্ষে আনন্দ উৎসব উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ পৃথিবী, জীর্ণ শীর্ণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া, নিরাশার অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হইত লাগিল। তাঁহার আর লক্ষ মাত্র রহিল না। তিনি নিরাশার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে সন্তাড়িত হইয়া ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বদাউনের দিকে চলিলেন। তথায় ভবিতব্যের মৃদুহাস্য অতি ক্ষীণ আলোকে এই প্রথমবার তাঁহার তমসাচ্ছন্ন জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি প্রদান করিল; তথাকার সামরিক শাসনকর্ত্তার স্নেহ-মসৃণ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি সম্পাতিত হইল। তিনি গজনির সোলতানের ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলে নির্দ্দিষ্ট বেতনে এক সামান্য পদে নিযুক্ত হইলেন। গজনীর মূল সৈন্যদলে তাঁহার পিতৃব্য মহম্মদ বিন মাহমুদ একজন পদস্থ লোক ছিলেন।

এই সময়ে পৌত্তলিকতার প্রভব-ভূমি, শয়তানের আবাস স্থান, ভারতবর্ষের প্রতি অতি ভীষণ আক্রমণ হইল। সোল্তানে

গাজি মাহজ অল-দিন মহম্মদ বিন-সাম ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় সমুদয় সিংহ-বিক্রান্ত তাতার ও আফগান বাহিনীর সহিত ভারতবর্ষের দিকে ধাবমান হইলেন। সেই পরাক্রান্ত বাহিনী এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বর্ম্ম-মণ্ডিত অশ্বারোহী যোদ্ধৃপুরুষে সংগঠিত ছিল। তারাইন নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় পৌত্তলিক বলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। মোসলমান বল ক্ষুধিত প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তাহাদের উপর সম্পতিত হইলেন। তাঁহাদের দীর্ঘ বর্শা ও প্রচণ্ড তরবারের নিদারুণ কঠোর প্রহারে হিন্দু সৈন্য পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত অবশেষে পলায়ন পরায়ণ হইল। কোলা রায়পিথোরা (পৃথ্বীরায়) বন্দীকৃত, অবশেষে নিহত হইলেন। এই দিন ভারতবর্ষের ঘোর পাপ পৌত্তলিকতা কুসংস্কারের সুদীর্ঘ ভীষণ তামসী রজনীর অবসান হইল; যাহারা সেই সূচী-ভেদ্য ঘোর অন্ধকারে দিশা-হারা হইয়া, ঈশ্বর ভ্রমে বৃক্ষ প্রস্তর জল বায়ু লতা পাতা কীট পতঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল, এস্‌লামের উজ্জল আলোকে যথার্থ তত্ত্ব তাহারা অবগত হইল! একেশ্বরবাদের স্থূল তত্ত্ব তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইল।

এই ভীম প্রহারে ভারতবর্ষীয় পৌত্তলিক রাজশক্তি সামান্য মৃৎপাত্রের ন্যায় শতখণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল, সুতরাং অশেষ বিস্তীর্ণ ভূভাগের শান্তি ও সুশাসন জন্য স্থানে স্থানে সৈনিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। আলি নামক একজন সৈনিক পুরুষ এইরূপে আজমিঢ়ের অন্তর্গত নাগওয়ারির অধিকার প্রাপ্ত হইলে, মহম্মদ বিন-মাহমুদ সহকারী রূপে তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। আলি নাগোয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত

হইয়া, এক জয় ডঙ্কা ও পতাকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহম্মদ বিন সাহ-মুদকে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি কাশমন্দির কর সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল; ইহার অল্পকাল পরেই মহম্মদ পরলোক গমন করেন, তখন এখতিয়ার অল-দিনী মহম্মদ বিন-বখতিয়ার পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে এক্তেয়ার অল-দিন মহম্মদ অযোধ্যার সামন্ত-রাজ মালেক হোস্বাম অল-দিন অগুলবাকের নিকট গমন করেন। তথায় তিনি একদল অশ্বারোহী ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হই-লেন. তাঁহার নির্ব্বেদগ্রস্ত হৃদয়ে মোহন হর্ষের আলোক সঞ্চারিত হইল, তদীয় শুষ্কপ্রায় যশঃস্পৃহা পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল, এই সময়ে তাঁহাকে বহু স্থানে যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তিনি সর্ব্বত্র শস্ত্র-কোবিদতা, রণ-নৈপুণ্য ও মহা পরাক্রম প্রকাশ করেন। সংগ্রাম ক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্ন-সঙ্কুল স্থানে তিনি অকুতোভয়ে প্রবেশ করিতেন, তাঁহার আক্রমণ শত্রুদলে বজ্র-বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র পরিলক্ষিত হইত, তিনি অনুগতবর্গের প্রতি অতি করুণ ব্যবহার করিতেন. তাঁহার প্রকৃতি সকলের বিলক্ষণ অধিগম্য ছিল, এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিল। তিনি ক্রমশঃ একজন গণনীয় লোকের মধ্যে পরিগণিত হইলেন. তাঁহার পুরস্কার জন্য ভগোয়ত ও ভিয়োলি নামক জনপদ-দ্বয়ের কর সংগ্রহের ভার তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। তিনি স্বভাবতঃ উচ্চাশয় ও দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে এইরূপ উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বদা মুনির (মুঙ্গের) ও বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। লুণ্ঠিত অর্থ বলে তাঁহার উৎকৃষ্ট অশ্ব,

অস্ত্র ও সৈন্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার যুদ্ধ-কৌশল, পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যের যশো-গৌরব ইতস্ততঃ প্রচররূপ হইয়া পড়িল। চারিদিক্ হইতে অনুদিন খালজীগণের সমাগমে তাঁহার দল পরিপুষ্ট হইল। তদীয় শস্ত্র-কোবিদতা, মহত্ব ও কৃতকার্য্যতার যশঃ-সৌরভ সর্ব্বত্র সঞ্চরমাণ হইয়া, অবশেষে দিল্লির রাজ-সভায় উপস্থিত হয়। এবং সোল্‌তান কোতব অল-দিন তাঁহার জন্য এক গৌরবান্বিত পরিচ্ছেদ প্রেরণ করেন। এই প্রকারে রাজ সভায় পরিজ্ঞাত ও রাজকীয় অনুগ্রহ ও গৌরব ভাজন হইয়া মহম্মদ এক্তিয়ার এক পরাক্রান্ত বাহিনী সহিত বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তিনি ইতস্ততঃ অশরণ গ্রাম নগরাদি বিলুণ্ঠন করিতে করিতে অবশেষে দুর্ণিবার বেগে দুইশত মাত্র লৌহ-মণ্ডিত যোদ্ধৃ পুরুষের সহিত সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ বিহার নগরের সমীপস্থ হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র দলে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিজাম অল-দিন ও সমসাম অল-দিন নামে, ফরগণা দেশীয় দুই ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। মহাত্মা সমসাম অল-দিনের নিকট হইতে আমরা এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারি। দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়াই এখতিয়ার অল-দিন মহম্মদ তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আদেশ দিলেন এবং মোসলমান বীরগণ ঘোর যোধরাব করিয়া চারিদিগ হইতে আক্রমণ করিলেন। স্বয়ং সেনাপতি ভীম বর্শা সঞ্চালন করিয়া, লোল হুতাশনের ন্যায় উন্মুক্ত দ্বার পথে নির্গমনোন্মুখ হিন্দু সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন; প্রকৃত যুদ্ধ হইল না, কেবল চারিদিকে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত

হইতে লাগিল। নগর ও দুর্গের ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র নিহত হিন্দু দিগের অর্দ্ধ উলঙ্গ মূর্ত্তি অযত্ন অনাদরে লাঞ্ছনার সহিত পতিত থাকিয়া এক জুগুপ্সিত দৃশ্য সূচনা করিল। অত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাহাদের মস্তক ক্ষুর-মুণ্ডিত করিত, তাহারা সকলেই নিহত হইল। নগর ও দুর্গের সর্ব্বত্র স্থান হইতে রাশি রাশি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গেল। মোসলমানেরা তৎসমস্তের মর্ম্ম অবগত হইতে হিন্দুর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তখন নগর হিন্দু শূন্য, অবশেষে বহু কষ্টে কয়েক জন প্রাপ্ত হওয়া গেল। পুস্তক সকলের ভাব ও তাহাদের ব্যাখ্যায় মোসলমানেরা বুঝিতে পারিলেন, দুর্গ ও নগর এক বৌদ্ধ বিদ্যালয় মাত্র!

অনন্তর নয়-কৌশল ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিহার প্রদেশ সম্পূর্ণ বিজীত ও উপশান্ত হইলে, মহম্মদ দিন বখতিয়ার অসংখ্য অশ্ব হস্তী ধন রত্নাদি লুণ্ঠন দ্রব্য সহ তাঁহার প্রকৃত গুণগ্রাহী মহানুভব মালোক কোতব অল-দিন আইবাকের নিকট দিল্লিতে প্রতি-গমন পূর্ব্বক, প্রচুর সম্মান, প্রতিপত্তি ও রাজ প্রাসাদ লাভ করিলেন। গাথকেরা যাহা অগ্রাহ্য করিয়া ছিল, এইরূপে তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। রাজ সভায় তাঁহার প্রতি-স্পর্দ্ধী আমিরেরা হিংসা বিদ্বেষে জ্বলনোন্মুখ হইয়া রহিলেন। কিন্তু আপামর সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান হইয়া পড়িল। একদিন নিমন্ত্রণ সভায় অপরক্ত আমিরেরা বিনাশ কামনা করিয়া গুণ গান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন খালজী সামন্ত এই ক্ষীণ দেহে মত্ত-হস্তীর বল ধারণ করেন, অপরেরা ব্যঙ্গভাবে তাহার সমর্থন করিতে করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে নানা প্রকারে চক্ষুশ্চালনা

হইতে লাগিল। মহম্মদ বখতিয়ার অন্তঃস্থ বলে অনুপ্রাণীত ছিলেন, তিনি স্মিতমুখে ধীর ভাবে বলিলেন, বাক্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? যদি মত্ত হস্তীর সহিত দ্বৈরথ সংগ্রামই আপনাদের নিকট আমার বলের বিশ্বস্ত প্রমাণ হয়, তবে এখনই আপনাদের মনোমত এক মাতঙ্গ আনিতে আদেশ করুন, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। কোতব অল-দিন চমকিত হইলেন, অনেকের প্রফুল্ল মুখে নিরানন্দের ছায়া পতিত হইল। খালজী সামন্তের নির্বন্ধাতিশয়ে কোতব অল-দিন নিতান্ত অনিচ্ছায় সহিত অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রাজ প্রতিনিধির আদেশে কাসরে-সফেদ (শ্বেত প্রাসাদের) সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার দন্তশালী করিরাজ আনীত হইল। চারিদিকে লোকারণ্য,নগরের সমুদায় মোসলমান-বল এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা উন্নত বপুঃ, বীরমূর্ত্তী, গম্ভীর আকৃতি ও প্রতাপবান্। তাঁহারা রুচি-সঙ্গত, আড়ম্বর-বিবর্জ্জিত সর্ব্বাঙ্গ আবরক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। তাহাদের কটিবন্ধে আসিয়া আফ্রিকা ইউরোপ বিজয়ী সুদীর্ঘ তরবার ও অসিমাতৃকা মহামূল্য হীরা মুক্তার অলঙ্কার হইতেও শোভনতর দীপ্তি বিকাশ করিতেছে। তাঁহারা নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সহজভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পৃথিবীতে তৎকালে অতুল এক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইতেছে। এদিকে আমোদ প্রমোদ চলিতে ছিল, এক্তেয়ার অল্-দিন মহম্মদ বিন বখতেয়ার তাঁহাদের মধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড পরিঘ (গোর্জ্জ) অস্ত্র লইয়া প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। মদ মত্ত ভীষণ বারণ-

রাজ পরিচালিত হইয়া, শুণ্ড কুঞ্চিত ও বিশাল দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক চারিদিক কম্পিত করিয়া ঘোর হুঙ্কারে দিগ্‌দেশ শব্দায়মান করিতে করিতে সেই দিকে ধাবমান হইল। চারিদিক হইতে মনস্তাপ সূচক অস্ফুট কলরব উত্থিত হইল, আর রক্ষা নাই, এই বার সেই লোক প্রিয় সেনাপতি, সেই অতিরথ বীরপুরুষ, সেই চিরবিজয়-গর্ব্বিত সামন্ত হস্তীর তীক্ষ্ণ দন্তে নিশ্চিত বিদ্ধ হইতেছেন, লোকেরা কষ্টে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কিন্তু, তিনি স্থির ধীর অচঞ্চল। উৎসাহে তাঁহাকে উন্নততর ও প্রতাপান্বিত বিবেচনা হইতে লাগিল। যখন সেই ভীষণ গজদন্ত তাহার শরীর স্পর্শ করে, সেই সময়ে মহম্মদ বিন-বখতেয়ার ঘোর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক হস্তীর শুণ্ড ও মস্তকের মধ্যভাগে দারুণ পরিঘ প্রহার করিলেন। আঘাতের ভীম শব্দ উত্থিত হইল, লোকের মোহ কিঞ্চিৎ অপনীত হইলে, তাঁহারা বিস্ময়ের সহিত দেখিল, সেই পর্ব্বতাকার বারণরাজ নির্ব্বীর্য্য, পতনোন্মুখ ও পলায়ন পরায়ণ; বিজয়ী বীর দণ্ড-হস্ত যমের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছেন। বিস্তৃত লোকারণ্য মধ্যে হর্ষ ও আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। মালেক কোতব অল-দিন তাঁহাকে সম্মানিত পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া প্রচুর উপহার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে অন্যান্য আমিরগণকেও নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করিতে হইল। শ্বেত-প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জীকৃত হইল, কিন্তু তিনি তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়া স্বোপার্জ্জিত প্রচুর অর্থ তাহাতে সংযোগ পূর্ব্বক, উপস্থিত মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার পরাক্রম, মহত্ত্ব দানশীলতার কোলাহলে চারিদিক মুখ-

রিত হইলে লাগিল। অনন্তর তিনি রাজকীয় বিশেষ সম্মান সূচক পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিহারে পুনঃ প্রেরিত হইলেন।

মহম্মদ এখতেয়ার ভারতবর্ষীয় পৌত্তলিকতার তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরে ভীষণ বজ্র। লক্ষ্মণাবতী, বঙ্গ, বিহার,কামরূদ (কামরূপ) তাঁহার পরাক্রমে কম্পিত হইতে লাগিল। রায় লাক্ষ্মণেয় তৎকালে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে একজন অতি প্রধান রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল।

এস্থলে ভারতবর্ষীয় তৎকালীন আচার ব্যবহার ও কুসংস্কারের সাক্ষীভূত একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। স্ত্রীকে অন্তঃসত্বা রাখিয়া, লাক্ষ্মণেযের জনকের প্রাণাত্যয় হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা ও রাজপুরুষগণ রাণীর উদরোপরি রাজমুকুট স্থাপন পূর্ব্বক গর্ভস্থ ভ্রূণকে রাজপদে বরণ করিল; এবং সযত্নে প্রসব সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইল, রাণী বেদনায় নিতান্ত পীড়িত হইলেন, আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার বিলম্ব নাই। রাজ্যের ফলিত-জ্যোতিষ ব্যবসায়ীগণ সন্তানের অদৃষ্ট-গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্ধান্ত হইল, যদি এই মুহূর্ত্তেই কুমার ভূমিষ্ঠ হন, তবে তিনি চির-দুর্ভাগ্য সঙ্গে লইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। আর যদি এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর পৃথিবীতে শুভাগমন করেন, তবে তিনি সদা সুখী হইয়া অশিতি বৎসর কাল রাজ্যভোগ করিতে পাইবেন। রাণী তাঁহার পদদ্বয় দৃঢ়বদ্ধ, উর্দ্ধপদ ও অধঃশিরাঃ করিয়া লম্বমান রাখিতে আদেশ করিলেন। সেইরূপ

অনুষ্ঠিত হইল, পাপযোগ অতিক্রান্ত হইয়া শুভযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অবগত করা হইল, তিনি পদদ্বয় খুলিয়া স্বাভাবিক ভাবে স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। রাজ কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন, কিন্তু জননীর প্রাণ রক্ষা হইল না। অচির জাত কুমার সিংহাসনে আরোপিত ও প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন, বর্ণ্যমান সময়ে বাঙ্গালার সেই অতি প্রধান রাজা অশিতি বৎসর বয়সে উপনীত হইয়া ছিলেন। তিনি সরল,অমায়িক,মহানুভব ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। দান-শৌণ্ডতায় মালেক কোতব অল-দিন তৎকালীন হাতেম বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তৎপরেই রায় লাক্ষ্মণেয় আসন প্রাপ্ত হইতে পারেন। তৎকালে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে এ দেশে কড়ীর প্রচলন ছিল। তিনি সচরাচর প্রার্থীকে লক্ষ কড়ীর কম দান করিতেন না। প্রাথমিক মোসল্মান ইতিবেত্তা মহাত্মা আবু আমর মিনহাজ অল-দিন জোরজানি তাঁহার এই দানশীলতার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু তদীয় নরকের শাস্তির লাঘব করুন।"

মহম্মদ এখ্‌তেয়ার বিহারে উপস্থিত হইয়া, নিঃশেষে তদ্দেশ জয় করিলেন। তাঁহার পরাক্রম অনুদিন বিবৃদ্ধমান হইয়া দূরবর্ত্তী প্রদেশে ভীতি বিস্তার করিতে লাগিল। রাজ-সিংহাসন হইতে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত শঙ্কাব্যাপ্ত। তখন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও প্রধান প্রজাবর্গ সেই সম্মানাস্পদ বৃদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই, এ দেশ তুর্কীদের হস্তগত হইবে। সেই সময় সমধিক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তুর্কীগণ বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছে, তাঁহারা আগামী বৎসরে

স্থির নিশ্চিত এতদ্দেশে উৎপতিত হইবে। যদি মহারাজ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা তুর্কীদিগের তীব্র তরবার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। তখন সর্ব্ব বিষয়ে ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য ছিল, রাজা অশিতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার সাহস ও তেজো-প্রতাপ বহুকাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি এদেশ পরাজয় করিবে,তোমাদের পুস্তকে কি তাহার কোন বর্ণনা আছে ? ব্রাহ্মণ গণ বলিল,হাঁ মহারাজ! উক্ত হইয়াছে যখন তিনি দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহার দুই হস্ত জঙ্ঘা-সন্ধির নীচে লম্বমান হইয়া পড়ে। শুনিয়া, রাজা বলিলেন, তবে এক জন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া তাঁহার বিবরণ অবগত হওয়া সুসঙ্গত।* তাহার পর যথাকর্ত্তব্য বিহিত হইবে। তখন রাজার আদেশে এক বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি বিহারে প্রেরিত হইয়া মহা-সামন্ত এক্তেয়ার অল-দিন মহম্মদকে তথাবিধ রূপে দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইল। আর ধীরতায় আবশ্যক কি ? শাস্ত্রে ও আগন্তুক রাষ্ট্রাপহারকের মধ্যে কোন বিসংবাদ নাই, ব্রাহ্মণ ও প্রধান বর্গ স্ব স্ব জীবন ও ধন সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক জগন্নাথে প্রস্থান করিলেন।

পর বৎসর সেই অপ্রধৃষ্য বীর বাঙ্গালা দেশকে পৌত্তলিকতার কুহেলিকা হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য এক প্রচণ্ড বাহিনী সুসজ্জিত করিয়া পুরোভাগে যাত্রা করিলেন। তিনি এমন সত্বরতার সহিত ধাবমান হইলেন, যে নবদ্বীপে উপস্থিত হইবার সময়ে অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গ লইতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শান্ত ও ধীরভাবে নগরের প্রধান পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাঁহারা উন্নত-বপুঃ, বৃষস্কন্ধ, বিশালবক্ষ, তাঁহাদের মস্তকে রক্তজবা বিলম্বিত শিখা নাই, প্রত্যুত প্রচ্ছন্ন আয়স কিরিটের উপরিভাগে উষ্ণীষ পরিধান করিয়াছেন। অনাবৃত বদন মণ্ডল ও ললাট ফলক হইতে প্রস্ফুটিত গোলাবের কোমল আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহারা বিশুদ্ধ বংশজাত উন্নত অশ্বে অধিরূঢ়, কোন স্থানে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ বা রক্ত চন্দনের ফোঁটা দৃষ্ট হই-তেছে না; তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত, তাঁহারা নগরের প্রশস্ত রাজ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। নগরবাসীগণ মনে করিল, কোন বিদেশীয় বণিক বিক্রয়ার্থ অশ্ব লইয়া আসিয়াছে। ক্রমে তাঁহারা গম্ভীর ভাবে রাজ প্রাসাদের পুরদ্বারে সমাগত হইলেন। তথায় তাঁহারা সহসা এককালে ভীষণ তকবির-ধ্বনি করিয়া, চারিদিকে প্রচণ্ড বজ্র বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হইলেন। নবদ্বীপ বাসীরা সে রূপ ঘোর গম্ভীর শ্রুতিমধুর ধ্বনি কথনও শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা মুহ্যমান হইয়া পড়িল। নগরে ও রাজ প্রাসাদে ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। তখন সেই সসাগরা ধরার সম্রাট চক্রবর্ত্তী রাজাধিরাজ মহারাজ রায় লাক্ষ্মণের ভোজন পিঠে উপবেশন করিতেছেন, স্বর্ণ পাত্রে অন্ন, স্বর্ণ ও রৌপ্য বাটীতে তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যঞ্জনের সমাবেশ, কার্য্যতৎপর অমাত্যবর্গ ও মহারথী বঙ্গবীরগণের রাজকার্য্য পারদর্শিতায় ক্ষুদ্র যবনের আগমন তাঁহার একবারেই অপরিজ্ঞাত। এমন সময়ে ঘোর কোলাহলে তিনি ব্যতিব্যস্ত লইয়া কারণ জানিতে সমুৎসুক হইলেন। তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন, মোসলমানেরা নগর আক্রমণ করিয়াছেন। এই অবসরে মহা সামন্ত মহম্মদ বিন বক্তেয়ার করাল কৃপাণ বিস্তার করিয়া, ঘোর আঘাতে নিকটস্থ

পৌত্তলিকদিগের অর্দ্ধনগ্ন দেহে ইতস্ততঃ সমাচ্ছাদিত করিয়া দিয়া, রাজ প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিতে যাইয়া, কয়েক জন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পতিত হইল। মহারাজ নগ্ন-পদে গবাক্ষ-দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া, স্খলিত-পদে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। রাজকোষ, মহিষীগণ ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাবর্গ, ও অমাত্যগণ বিজয়ীর হস্তে পতিত হইল। মোসলমানেরা বহু-সংখ্যক হস্তী প্রাপ্ত হইলেন। অসংখ্য ধন রত্ন তাঁহাদের হস্তগত হইল। এই অবসরে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যবল আসিয়া নগরে উপস্থিত হইল। নগর উপযুক্তরূপে রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, মহাসামন্ত দেশের সুশৃঙ্খলায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা প্রথমতঃ জগন্নাথে, তদনন্তর বঙ্গদেশে গমন করেন। তথায় হিজরি ৫৮১ অব্দ পর্য্যন্ত তাহার বংশীয় গণের রাজত্বকাল অবগত হওয়া যায়।

অনন্তর মহম্মদ বিন-বক্তেয়ার নদীয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী—বর্ত্তমান গৌর নগরে রাজপীঠ স্থাপন করিয়া, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ আপনার প্রচণ্ড রাজদণ্ডের অধীন করিলেন। সর্ব্বত্র খোতবা পঠিত হইতে লাগিল, তিনি মুদ্রা নির্ম্মাণ, মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে দরবেশদিগের তপস্যাশ্রম ও উপাসনালয় স্থাপন ও অন্যান্য বহুবিধ প্রশংসনীয় কার্য্য দ্বারা বাঙ্গালার শ্রীসমৃদ্ধি সাধন করিলেন। প্রদেশিক রাজ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহার অধীন আমিরদিগের দ্বারাও দেশের বহুবিধ কল্যাণ ও কুশল-সঞ্জাত হইল। তিনি লুণ্ঠন দ্রব্যের অধিকাংশই রাজ প্রতিনিধির নিকট দিল্লিতে উপহার প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর স্বাধিকৃত ও স্বভুজোপার্জ্জিত এই সুদূর-বিস্তৃত

রাজ্যের শাসন, সুরক্ষণ ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনে কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, মহম্মদ বিন-বক্তেয়ার পুনর্ব্বার কার্য্যপ্রবণ হইয়া উঠিলেন; তিব্বত ও তুর্কীস্থানের অধিকার গ্রহণে তদীয় মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইতে লাগিল। এই উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য দশ সহস্র অদীনপরাক্রম অশ্বারোহী সুসজ্জিত হইল।

তৎকালে লক্ষ্মণাবতী ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা ও তাহাদের উৎসঙ্গ প্রদেশে কোঁচ, মেজ ও তিহারু এই তিন জাতীয় মনুষ্য বাস করিত। ইহারা সকলেই তাতার বংশোদ্ভুত। তাহাদের ভাষা তুর্কী ও ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত মূলের মধ্যবর্ত্তী ছিল। কোঁচ ও মেজদিগের অধিনায়ক এই সময় মোসলমান দিগের হস্তে পতিত হইয়া, এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তিনি মোসলমানদিগকে তিব্বতের অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। পুরাবৃত্তে এই রাজা আলি নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। আলি মোসলমান-বলকে পাহাড় পর্ব্বত পরিবেষ্টিত বর্দ্ধনকোট নামক নগরের উদ্দেশে পরিচালিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ ছিল, পুরাকালে পারস্য সম্রাট পরাক্রান্ত সাহ গোস্তাস্প চিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কামরুদের পথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এই পথে তিনি বর্দ্ধনকোট প্রাপ্ত হন। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বেগমতী (অধিকতর সম্ভবতঃ বর্ত্তমান নেপালের গণ্ডক) নামক গিরি তরঙ্গিণী ঘোরবেগে প্রচণ্ড তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক উন্মত্তগতিতে পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ছুটিতেছে। বিস্তার ও গভীরতায় ইহা গঙ্গার তিন গুণ। মহম্মদ বিন-বক্তেয়ার সসৈন্যে সেই নদীতীরে উপস্থিত হইলে, আলি তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া, নদীর তট অবলম্বন পূর্ব্বক,

পার্ব্বত্য-পথ দিয়া উর্দ্ধদিকে চলিলেন। দশম দিবসে মোসল-মান-বল বিংশতি খিলানের উপর, কর্ত্তিত প্রস্তর পরম্পরায় সুগ্রথিত, এক প্রাচীন সেতু প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যগণ তাহার উপর দিয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলে, মহা সামন্ত ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া, দুইজন সৈনিক পুরুষকে তদীয় প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সেই সেতু রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। একজন তাঁহার স্বজাতীয়, অপর ব্যক্তি বিমুক্ত তুর্কী দাস ছিলেন।

মোসলমান বাহিনীর নদী অতিক্রম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কামরূদ-রাজ এক বিশ্বাসী দূত প্রেরণ পূর্ব্বক, সেনাপতিকে নিবেদন করিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তিব্বতে প্রবেশ সুসঙ্গত নহে; আপনি এ সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আগামী বৎসরে আমার সৈন্য সহিত আমি আপনার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া, তিব্বতের দিকে অভিষেণন করিব। তাহাতে বিনা আয়াসে সে দেশ আমাদের হস্তগত হইতে পারে। হিন্দু-সামন্তের এই চির প্রচলিত রাজনীতি কৌশল প্রতারণায় সুচতুর মোসলমান সেনাপতি প্রতারিত হইলেন না। তিনি কামরূদ-রাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তথা হইতে পুরোভাগে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর নদী উত্তীর্ণ হইবার পর, মোসলমান বাহিনী ক্রমা-গত পঞ্চদশ দিবস ব্যাপিয়া পর্ব্বতপ্রস্থ, দরীপথ, উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ আরোহণ ও অবরোহণ করিতে করিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। ষোড়শ দিবসে তিব্বতের বিস্তৃত মালভূমি তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। সমুদায় দেশ সুন্দররূপে কর্ষিত, প্রচুর শস্য সমৃদ্ধিতে সমলঙ্কৃত, চারিদিক হরিৎ শোভায় স্নিগ্ধ ও মনোরম; জনাকীর্ণ গ্রাম নগরে দেশের সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য সূচিত হই-

তেছে। মোসলমান-বল অবশেষে এক সুদৃঢ় দুর্গের সমীপস্থ হইয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুর্গ, নগর ও নিকটবর্ত্তী জনপদ হইতে তিব্বতীয়গণ তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হওয়াতে, অগত্যা লুণ্ঠন বন্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বিপক্ষ-বল সংখ্যায় অধিক। শুষ্ক বংশের বাখারি কৌষেয়-সূত্রে অনুস্যূত করিয়া, বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; তাহারা আপাদ মস্তক তদ্দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া আসিয়াছিল। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিনমান অতি ঘোর যুদ্ধ হইল। তাহাদের হস্তে বাঁশের দীর্ঘ বর্শা; ভীষণ আফগান বীরদিগের তীব্র তরবার ও দীপ্ত বর্শা বিপক্ষদিগের দুষ্প্রবেশ্য বংশ-বর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। যে দিকে যুদ্ধের উষ্ণতা প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিয়াছিল, বিপক্ষবলের এক পক্ষ নিকটবর্ত্তী হইয়া, মোসলমানদিগের প্রতি আক্রমণ করায়, বিপদ নিতান্ত ঘণীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, মহাসামন্ত সেই দিকে আপনার রক্ষী সৈন্য সহিত ধাবমান হইয়া, তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। বিপক্ষ বলের অধিকাংশ তুর্কী বা মোগল জাতীয় ছিল, তাহারা দূর হইতে প্রচণ্ড সুদীর্ঘ ধনুকের সাহায্যে বাণ সঞ্চালন করাতে মোসলমানগণ নিতান্ত বিপন্ন হইলেন। এইরূপ ঘোর যুদ্ধে দিনমান অতীত হইল। বহু-সংখ্যক মোসল- হত ও আহত হইলেন।

সান্ধ্য-আলোক অন্তর্হিত হইবার সমকালে মোসলমানগণ শিবিরে প্রতিগত হইলেন। একদল বন্দী তিব্বতীয় সৈন্য সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি তাহাদিগের

নিকট অনুসন্ধানে অবগত হইলেন,তথা হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে করবট্টন বা করারপট্টন নগরে পঞ্চাশৎ সহস্র সাহসী অমিত পরাক্রম তুর্কী অশ্বারোহী ধনুর্দ্ধর অবস্থিতি করিতেছে, মোসলমান বল দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই তথায় দূত প্রেরিত হইয়াছে। আগামী প্রাতঃকালে তাহারা দুর্গের সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ আগমন করিবে। দেশের অবস্থা, পরাক্রম ও দুর্গমতা প্রভৃতি সুসিদ্ধির অপ্রতিবিধেয় অন্তরায় সমূহ মহাসামন্তের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি প্রধান বর্গকে ইতি কর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলের পরামর্শানুসারে তখন প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, আগামী বৎসরে যথোপযুক্ত বল লইয়া,অভিযান করাই সঙ্গত বিবেচনা হইল। পরদিন শিবির ভঙ্গ করিয়া মোসলমান-বল দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিব্বতীয়েরা তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্নি-সংযোগ পূর্ব্বক সমুদয় গ্রাম নগর ভস্মাবশেষ করিয়া দিয়াছিল; তাঁহারা সেই ভীষণ মরু-প্রদেশ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, কোন স্থানে একটীও ঘাসের পাতা ও ইন্ধনযোগ্য তৃণমাত্র দৃষ্ট হইল না। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন কালে যে যে গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিলেন, তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্ব্বেই তিব্বতীয়দিগের শাসনে আবাস-স্থানে অগ্নি-সংযোগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিত। অবিরত পঞ্চদশ দিবস এইরূপ দুঃখ কষ্ট দুর্ভিক্ষ সহ্য করিয়া তাঁহারা কামরুদের পর্ব্বতমালার পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহাদের ভাগ্যে কণামাত্র শস্যও লাভ হয় নাই। তাহাদের অশ্বগণ একটী মাত্রও তৃণ প্রাপ্ত হয় নাই। যে সকল অশ্ব যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান

সহায়,এই ভীষণ দুঃসময়েও তাহারাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল। অশ্বগণ দীর্ঘ-পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও অনাহারে অবসন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকেই জবে করিয়া মোসলমানগণ কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ষোড়শ দিবসে তাঁহারা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া, বেগমতীর প্রস্তরময় সেতুর পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিয়োজিত সৈনিকদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব বশতঃ বিদ্বেষ ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই পরম উপযোগী স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুযোগ পাইয়া কামরূদের হিন্দুগণ সেতুর দুই খিলান ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে নিরাশা নিরানন্দের মলিনচ্ছবি প্রকটিত হইল।

মোসলমানগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, নদী পার হইবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না; নৌকার অন্বেষণ করা হইল, তাহা অপ্রাপ্য। মোসলমানগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু হতাশা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে পারিল না। তাঁহারা অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার ধৈর্য্যশীল ও সাহসী হইয়া অনাবৃত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক দেব-মন্দির অধিকার করিয়া লইলেন। এই মন্দির মনোরম প্রস্তরময়, সুদৃঢ় সুবিস্তৃত ও এক উচ্চ স্থানে অবস্থিত। অভ্যন্তর ভাগে নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ সুবর্ণ রজতময়ী অসংখ্য দেবমূর্ত্তী, তাহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড হিরণ্ময়ী প্রতিমা। তাহারা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া,মন্দির মধ্যে এই আগন্তুক পরম দেবতাদিগকে স্থান প্রদান করিল। তাঁহারা তথায় অবস্থিত হইয়া রজ্জু ও কাষ্ঠ সহযোগে ভেলা ও নৌকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কামরূদ

রাজ সসৈন্যে ও অধীনস্থ সমুদয় হিন্দুদিগকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া, মোসলমানদিগের চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়া মন্দির বেষ্টন করিল। এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বাঁশ পুতিয়া, তাহা রজ্জু সংযোগে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া, মোসলমান-দিগকে অনাহারে বধ করিবার কল্পনা করিল। মোসলমানেরা কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে দেখিলেন, তাহারা বাঁশের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাহারা সমুদয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, মহা-সামন্তকে নিবেদন করিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে মন্দির পরিত্যাগ পূর্ব্বক, উন্মুক্ত ভূমিতে গমন করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া দীর্ঘ বর্শা ও তীব্র তরবার লইয়া একদিকে আক্রমণ করিলেন, কঠোর প্রহারে হিন্দুগণ মেষপালের ন্যায় পলায়ন পরায়ণ হইল। তাঁহারা নদীর তীরবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হিন্দুগণ অসংখ্য ; তাহারা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র প্রবাহের ন্যায় মোসলমান-দিগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিল।

এই দুরবস্থা ও ভীষণ দুঃসময়ে মোসলমান বাহিনীতে বিশৃ-ঙ্খলা উপস্থিত হইল। সকলেই নিজের উদ্ভাবিত কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া নদী পার হইতে উদ্যত। মহা কোলা-হল ও গোলযোগ উপস্থিত। সহসা কতকগুলি অশ্বারোহী পুরুষ অশ্ব সহিত নদীতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা একতীর পরিমিত স্থান অতিক্রম করিলে, চারিদিকে আনন্দ কলরব উত্থিত হইল, তাঁহারা উত্তরণ যোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; মনে করিয়া অবশিষ্ট মোলমানগণ নদিগর্ভে অবতীর্ণ হইলেন, এ দিকে পৌত্ত-

লিক-গণ ধাবমান হইয়া নদীর তীর অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে মোসলমানবলের পুরোভাগ মধ্য-প্রবাহে উপস্থিত হইলেন, তথায় জল অতি গভীর ছিল, ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই অতল জলে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অতি কষ্টে মহম্মদ বিন-বখ্‌তেয়ার ন্যূনাধিক শত সংখ্যক অনুচরের সহিত পরপার প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল অদীনসত্ব, তীব্র-প্রহারী, উগ্র-কর্ম্মা মহারথ বীরদিগের ঘোর সিংহনাদে, গম্ভীর তহলিল ও তকবির ধ্বনিতে পৌত্তলিকতার ভীম শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাশব্দ অপাকৃত হইয়া গিয়াছিল, পশ্চাদ্ভাগে গভীর জলরাশি পরাক্রম বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাদের শবদেহের উপর দিয়া ঘোর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

এ দিকে মহম্মদ্ বিন-বখ্‌তেয়ার নদীর পরপার প্রাপ্ত হইলে, কোঁচ ও মেজদিগের অধিরাজ আলীর মহানুভব আত্মীয় কুটুম্বগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সাহায্য নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহার কিছুই অঙ্গহীন রহিল না। এইরূপ সাহায্য ও সমাদরে মহাসামন্ত অবশেষে দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার অপ্রধৃষ্য খালজি সহচরবর্গের স্ত্রী ও সন্তানগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রাসাদ শিখর ও রাজপথ হইতে শোকের করুণধ্বনি উত্থিত হইল। চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি অভিসম্পাত বৃষ্টি হইতে লাগিল, তিনি নির্ব্বেদ, ঘৃণা, লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নিরন্তর মুর্ম্মুরদাহে তাঁহার বীরহৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া গেল। তিনি ক্রমে, নিরুৎসাহ, অবসাদ ও হতাশার পীড়নে উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। তিনি অনুচরবর্গের

এই মহা বিনাশের পরক্ষণ হইতেই অবিরত অনুশোচনা করিয়া বলিতেন, হায়! মহাত্মা সোলতানে গাজীর কি কোন অকুশল সংঘটিত হইয়াছে, যে আমার উজ্জ্বল সৌভাগ্য আমাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিল? প্রকৃত পক্ষেও ঠিক এই সময়ে সেই অমিততেজাঃ সোলতান মাইজ অল-দিন মহম্মদ বি ন-সাম কাফেরদিগের হস্তে গুপ্ত হত্যায় নিহত হন।

মালেক অল গাজি এখতিয়ার অল-দিন মহম্মদ বখতেয়ার শয্যা-শায়ী হইয়াছেন, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচররূপ হইবামাত্র,আলি মর্দ্দান নামক তাঁহার একজন আমির নারায়ণ গাঁওয়ের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সহসা দেবকোটে উপস্থিত হইলেন, ইহার তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই, মহম্মদ বিন-বখতিয়ার সকলের সহিত সাক্ষাৎ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন; অনেকে বলেন, আলি গুপ্ত ভাবে তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাঁহার মুখ হইতে চাদর সরাইয়া এক ছুরিকা দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। এই ঘটনা ৬০২ হিঃ অব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

যে প্রচণ্ড পুরুষের শস্ত্র-প্রতাপে, জ্ঞান-গরীমায়, অতুল স্বধর্ম্ম-নিরতিতে উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মোসলমানের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়, হিমালয়ের উৎসঙ্গ প্রদেশ তিব্বতের মালভূমি, অজ্ঞাতপূর্ব্ব আরণ্যদেশ কামরূপ যাঁহার রণকুশল সামন্তগণের অশ্ব খুরাঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল; জীবিত কালে কার্য্যক্ষেত্রে বিজয়শ্রী যাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; যিনি ধর্ম্মের আশ্রয়, কর্ম্মের জন্মদাতা ও সম্পদের বন্ধু ছিলেন; সবিশেষ বিবেচনা করিলে, যাঁহাকে তৎকালীন সমরকোবিদ ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান রণ-পণ্ডিত সেনাপতি

বলিয়া গণ্যকরা যায়, আমরা অতি-বিস্তার আশঙ্কায় এই রূপে অতি সংক্ষেপে সেই অপ্রধৃষ্য মালেক অল-গাজি এখতেয়ার অল-দিন মহম্মদ বিন-বখতেয়ার খালজির জীবন চরিত বর্ণনা করিলাম। ইহার পর ভারতবর্ষে মোসলমান অধিকার বদ্ধমূল হইল, দিল্লি, বিজয়পুর, বাঙ্গালায় কত কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত সেনাপতি, কত বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ, কত প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট উৎপন্ন হইলেন, কিন্তু সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত আর তেমন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত-জীবন কেহ উৎপন্ন হইলেন না। এই সুদীর্ঘ যুগপরে আমরা দিল্লির উন্নত সিংহাসনে তাদৃশ মহাপ্রাণ যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ ধর্ম্মোন্মত্ত এক গৌরবোজ্জল তেজস্বীপুরুষ দেখিতে পাই, আলা-খাকানি খোলদে-মকানি তাঁহার উপাধি সার্থক; তিনি অখণ্ড ভারত বর্ষের প্রকৃত রাজাধিরাজ সম্রাট চক্রবর্ত্তী মহম্মদ মহি অল-দিন আওরঙ্গজেব আলমগির, رضی الله تعالی عنہ

মহর্‌রম

—০—

প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ (র) স্বর্গারোহণ করিলে পর, বয়োবৃদ্ধ পুরুষ-সিংহ আবু-বকর নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী সুদৃঢ় করিয়া আরবের বহিশ্চর জনসমাজে এসলাম বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, উগ্রতেজা রাজর্ষি ওমর ফারুখ, তৎপরে সৌম্য প্রকৃতি, দয়ালু স্বভাব মহাত্মা ওসমান, তদনন্তর সিংহ-বিক্রান্ত বীরপুরুষ আলি মরতুজা খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধির আসন প্রাপ্ত হন। অধীনস্থ লোকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তৃতীয় খলিফা মহাত্মা ওস্‌মান নিহত হন ও আরবদিগের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। গ্রীক ও পারস্য সাম্রাজ্য-বিজয়ী বীর-বাহিনী দ্বারা পরিপুষ্ট ও উপচিত বল সম্পন্ন ও খলিফার হত্যার প্রতিশোধ-কামী হইয়া শিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মাবিয়া অভ্যুত্থান করেন। অপর পক্ষে মক্কা ও মদিনার প্রধানবর্গ মালেক ওশ্‌তর, আবদুল রহমান বিন-আবুবকর, আবদুল্লা বিন-ওমর, মাহুজ বিন-জাবল প্রভৃতির সহায়তা লাভ করিয়া মহাত্মা আলি, বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে তাঁহার পুনঃ পুনঃ জয়লাভ হয়, কিন্তু মণ্ডলীর রক্ষণ ও কল্যাণ-বিধান যাঁহার কর্ত্তব্য, হিংসা বা বিজীগীষা পরতন্ত্র হইয়া রক্ত ব্যয় করা, তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই বিবেচনায়, বিশেষতঃ রাজ্য প্রভুত্ব ধন সম্পদ্‌ অকিঞ্চিৎ-

কর জ্ঞানে, তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের লোভ সংবরণ করিলেন। তিনি মাবিয়াকে সাম্রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক, কেবল খলিফা উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন। কিছু দিন পরে সান্ধ্য-উপাসনা কালে এক হতভাগ্যের তরবার প্রহারে অদীন পরাক্রম রাজর্ষি আলি নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করেন।

মাবিয়ার পুত্র এজিদ। এজিদ বাল্য-বয়স হইতেই নীচ সঙ্গ পরায়ণ, দুষ্ক্রিয়াশীল ও অবশেষে মদ্যপ হইয়া উঠিলেন। মহাপুরুষের দুহিতা ফাতেমার গর্ভজাত আলির দুইপুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ হাসেন ও কনিষ্ঠ হোসেন। হাসেন ও হোসেন পিতার পরলোক অন্তে পার্থিব বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এই সময়ে আবদুল্লা বিন জোবের নামক একজন মক্কাবাসীর সহধর্ম্মিণী জয়নব রূপলাবণ্যের জন্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। ধূর্ত্ত এজিদ স্বকীয় ভগ্নির সহিত আবদুল্লার বিবাহ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করেন। এবং তাঁহার প্ররোচনায় আবদুল্লা বিবাহিত স্ত্রী পরিত্যাগ করেন। এইক্ষণ এজিদ স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ পাইয়া, জয়নবের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এ অনুরোধ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যাত হয়; ইহার কিছু দিন পরেই হাসেন এই ভুবনমোহিনী ললনার পাণি-গ্রহণ করেন। এজিদ হিংসা বিদ্বেষে প্রজ্জলিত হইয়া, অবশেষে গুপ্ত ভাবে বিষ প্রয়োগ পূর্ব্বক, মহাত্মা হাসেনকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিলেন।

ষষ্টি হিজরিতে সম্রাট মাবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অতি পরাক্রান্ত তীক্ষ্ণদর্শী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অধিকার কালে আরমেনিয়া, তাতার, সাইপ্রাস প্রভৃতি বিজীত হয়।

কিন্তু তিনি পুত্র-স্নেহে অন্ধ হইয়া, এজিদের ন্যায় অযোগ্য পুত্রকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন। এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই, তাঁহার নামে অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে 'বায়েদ' অর্থাৎ, অধীনতা স্বীকারসূচক করস্পর্শ গ্রহণ করিবার জন্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশস্থ শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিলেন। অলিদ বিন-অকবা মদিনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার নিকটও আদেশ-পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ হোসেনের নিকট হইতে বায়েদ গ্রহণ সম্বন্ধে, এই পত্রে নানা প্রকার উপদেশ ছিল। অলিদ পত্র-প্রাপ্তিমাত্রই হোসেনকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। হোসেন ত্রিশ জন শস্ত্রধারী-পুরুষ সঙ্গে লইয়া, সন্দিগ্ধ-হৃদয়ে সভাগুপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণ দ্বারদেশ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, সসম্ভ্রমে পরিগৃহীত হইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অলিদ তাঁহাকে দামেস্কের সমুদায় বিবরণ ও এজিদের বায়েদ সম্বন্ধীয় আদেশ অবগত করিলেন। হোসেন বলিলেন,পিতৃ ও ভ্রাতৃ বিয়োগে বিশেষতঃ তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যুতে আমি বিক্লব ও হতজ্ঞান হইয়া, সংসারের এক প্রান্তে নির্জ্জনে লুকায়িত হইয়া রহিয়াছি, আজানের পবিত্র-ধ্বনি ও দরিদ্রের প্রার্থনা-বাক্য ভিন্ন, পার্থিব কোন প্রকার হর্ষ-বিষাদের সংবাদ আর তথায় প্রবেশ করে না। আমাকে এ বিষয় অবগত করার সার্থকতা ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? মোসলমানদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে খলিফার কিম্বা রাজপদ সংক্রমিত হয় না। মহাপুরুষ ও তাঁহার পরবর্ত্তী চারি খলিফার অধিকার সময়েও সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। মণ্ডলীর বিশ্বাসী ধর্ম্মশীল

তপোবল-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই খেলাফত বা রাজপদ পাইতে পারেন। তবে যদি মাবিয়া স্বীয় সন্তানকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, এজিদ যদি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে, কাল প্রাতঃকালে সমুদায় মোসলমানকে অবগত করা যাইবে; যদি তাঁহারা সম্মত হন, তবে আমি তাঁহাদের সহিত একমতে মদ্যপায়ী দুরাচার এজিদকে বায়েদ করিতে অসম্মত হইব না। এই কথা বলিয়া, মহাত্মা হোসেন গমনোন্মুখ হইলেন। অলিদের সহকারী দুরাত্মা মারওয়ান হোসেনকে অবরোধ করিতে চেষ্টা করিল। হোসেন বলিলেন, কার সাধ্য আমার পথ রোধ করে? কাপুরুষ! সামান্য রক্ষিদিগকে আদেশ করিতেছ কেন? তুমি স্বয়ং অগ্রসর হও! হোসেন কটিবন্ধ হইতে প্রচণ্ড অসি নিষ্কোষিত করিয়া লইলেন, কেহ তাঁহার পথ রোধ করিল না, তিনি অনুচরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎক্ষণাৎ সেই সমুদয় বিবরণ পত্র-যোগে দামেস্কে এজিদের নিকট প্রেরিত হইল। এজিদ ভীত ও কুপিত হইয়া, বলপূর্ব্বক হোসেনের নিকট হইতে বায়েদ লইবার জন্য, পত্রের পর পত্র, দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অলিদও এজিদকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন; সুতরাং তিনি সহসা জগন্মান্য মহাপুরুষের বংশধরের প্রতি বল প্রয়োগ না করিয়া, তাঁহাকে গোপনে মদিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তদীয় মক্কার সগোত্র অদীন পরাক্রম সিংহ-সংহনন পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। হোসেন তখন নিরুপায় ও নিঃসহায় হইয়া, নিতান্ত খিদ্যমান হইয়াছিলেন। উদার-হৃদয় অলিদের

পরামর্শ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তিনি মাতা-মহের সমাধি স্থানে গমন পূর্ব্বক, শিশুর ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। কাতর প্রার্থনায় রজনী অতি-বাহিত হইল। পর দিন ৬০ ষষ্টি হিজরীর সাহবান মাসের চতুর্থ দিনে মহাত্মা হোসেন ধীর-ভাবে নীরবে বিশ্বাসী অনুগত বর্গের সহিত মদিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মক্কার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

হোসেন মক্কাবাসীগণের সান্ত্বনা ও সাহায্য লাভ করিয়া সাহ-বান, রমজান, শওয়াল ও জেলকদ এই চারিমাস নিরুদ্বেগে অতি-বাহিত করিলেন। অনুদিন তিনি প্রধানবর্গের দ্বারা সম্মানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আবদুল রহমান বিন-আবুবকর, আবদুল্লা বিন-জোবের প্রভৃতি বীরপুরুষগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন; এই সমস্ত দুর্লক্ষণ দর্শন করিয়া, মক্কার শাসনকর্ত্তা সয়িদ বিন-আস মদিনায় গমন পূর্ব্বক, পত্র দ্বারা এজিদকে সমুদায় অবগত করেন। এজিদ নিতান্ত অধীর হইয়া, হোসেনের বধ-বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ অপরাধে অলিদকে পদচ্যুত পূর্ব্বক, এব্‌নে আসাদকে তৎস্থানে নিযুক্ত করিলেন; সর্ব্বত্র হোসেন ও তাঁহার অনুগত বর্গের প্রতি কঠোর নির্য্যাত-নের আদেশ প্রেরিত হইল।

এজিদের অত্যাচার ও কঠোরতায় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। হোসেন পুরুষসিংহ আলির পুত্র, ও প্রেরিত পুরুষের দৌহিত্র। মহাপুরুষ তাঁহাকে কত আদর, কত যত্ন প্রদর্শন করি তেন, দুরাত্মা এজিদ তাঁহারই প্রতি নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; ইহা অনেকের নিকট বড় গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল।

সর্ব্বপ্রথমে কুফাবাসীগণ হোসেনের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পত্র প্রেরণ করেন। ক্রমে তাঁহারা কুফায় গমন জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তৎপরে কুফার প্রধান-বর্গের নিকট হইতে দুই একজন দূত পর্য্যন্তও আসিতে লাগিল, হোসেন দেখিলেন, তিনি সংসার ও প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া, একান্তে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু শান্তির মুখ দেখিতে পাইলেন না; প্রিয় আবাস-গৃহ, পিতা-মাতার সমাধিস্থান, প্রত্যেক মোসলমানের প্রাণ-প্রিয় মদিনা ও প্রেরিত পুরুষের সমাধি-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া, মক্কার মরু-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও তিনি আপনাকে এক দিনের জন্য নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। এজিদ প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজচক্রবর্ত্তী, তাঁহার সকৃৎ অঙ্গুলি সঙ্কেতেই কত রাজমুকুট ভূমি চুম্বন করে, কত পরাক্রান্ত রাজ্যের স্বাধীনতা যোড় করে প্রণত হয়, অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং রোম-সাম্রাজ্য তাঁহার সামান্য ভ্রুকুটি দর্শন মাত্র কালধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ন্যায় পবিত্রতা সকলই এজিদের নিকট অশ্রদ্ধেয়। আর তিনি সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী, অকিঞ্চন ফকির। বিশাল পৃথ্বীমণ্ডলে হোসেন এজিদের বিশ্বদাহী রোষ হইতে আপনার মস্তক রক্ষা করিতে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থানও নিরাপদ দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা স্বকীয় ক্ষমতা ও বাহুবলের প্রতি নির্ভর করিলেন। মক্কায় আসিয়া তিনি কুফাবাসীদিগের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত ১৫০ দেড় শত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদের উপর নির্ভর পূর্ব্বক নিরাপদ ও রাজ সিংহাসন প্রার্থী হইতে পারেন কি না, তাহার সবিশেষ অনু-

সন্ধান জন্য, জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা পরম বিচক্ষণ মহাত্মা মোসলেমকে তদীয় দুই পুত্রের সহিত তথায় প্রেরণ করিলেন। মোসলেম কুফায় উপস্থিত হইয়া, নওমান বিন-মোক্তার নামক প্রধান ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরদিন চল্লিশ সহস্র কুফাবাসী হোসেনের নামে তাঁহার করস্পর্শ করিয়া, আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এই সুসংবাদ সহিত মোসলেম হোসেনকে অসন্দিগ্ধ হৃদয়ে তথায় আগমন করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কুফার শাসনকর্ত্তা সহৃদয় নওমান বিন-বশির নগরবাসীদিগকে মৌখিক ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু নগর মধ্যে হোসেনের প্রভাব বদ্ধমূল হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং বিপ্লবের উপচয় নিবারণ জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না।

যথাসময়ে এজিদ, কুফার এই দুঃসংবাদ অবগত হইলেন, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে চারিদিকে গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্র ক্রীড়া করিতে লাগিল, তিনি যত সত্বরে হয় কুফা পুনরধিকার, মোস-লেমের বিনাশ ও হোসেনের এরাকে প্রবেশ নিবারণ জন্য স্থির সঙ্কল্প হইলেন। বস্রার শাসনকর্ত্তা কঠোর প্রকৃতি ওবেদুল্লা এই কার্য্যের উপযুক্ত নায়ক। এজিদ তাঁহাকে কুফার সর্ব্বতো-মুখিনী প্রভুতা প্রদান পূর্ব্বক অগোণে তথায় যাত্রার আদেশ করিলেন! ওবেদুল্লা পরম চতুরতার সহিত হেজাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক হোসেন বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করেন। পর দিন রাজসভা-মণ্ডপে তাঁহার সহিত কুফাবাসীদিগের সাক্ষাৎকার অবধারিত হইল। দলে দলে কুফাবাসীরা সেই স্থানে সমাগত হইলে, ওবেদুল্লা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক প্রথমতঃ

নওমান বিন-বসিরের পদচ্যুতি ও স্বকীয় নিয়োগবার্ত্তা, এজিদের বিশ্বদাহী রোষের বিবরণ পাঠ করিলেন। এই অসম্ভাবিত ও অতর্কিতপূর্ব্ব ঘটনায় চারিদিক ভয় বিষাদ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মোসলেম স্বয়ং দুই পুত্রের সহিত হানি বিন-রুয়া নামক প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এজিদের সৈন্যগণ তাঁহার গৃহ অবরোধ করিল। হানি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হোসেনের পক্ষ-সমর্থনকারী অন্যান্য প্রধান বর্গেরও সেই দশা সংঘটিত হইল।

অগত্যা নিরুপায় হইয়া, মোসলেম নাগরিকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, চল্লিশ সহস্র সশস্ত্র যোদ্ধা তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রধানবর্গকে কারাগার হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। চতুর চূড়ামণি ওবেদুল্লার প্রণিধিবর্গ বন্ধু-ভাবে যাইয়া, তাঁহাদের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা কারাগৃহের সমীপে উপস্থিত হইলে, ওবেদুল্লা স্বয়ং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তিনি কুফাবাসী-দিগের প্রতি সরল ও সদয় ব্যবহার করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা কিন্তু দারুণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, মোসলেম কে? যে, তাহার জন্য কুফাবাসীগণ সম্রাটের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন? তাঁহারা রক্তপাত দ্বারা যে কার্য্য করিতে অভিলাষী, তাহা কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়েই সুসিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহারা মোসলেমকে পরিত্যাগ করুন, প্রধান-বর্গ এখনই তাঁহাদের সহিত, গৃহে গমন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন। সৈন্যদলে ওবেদুল্লার ছদ্মবেশী চরগণ সর্ব্ব প্রথমে এই

প্রস্তাবে সম্মত হইল, আর কতকগুলি বিনা বিতর্কে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল; ক্রমে তাঁহারা দলে দলে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মোসলেম প্রাতঃ-কালে প্রচণ্ড বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া, জয়শীল সম্রাটের ন্যায় ওবেদুল্লার প্রতিকূলে অভিযান করিয়া ছিলেন, সন্ধ্যাকালে পাঁচ শত সন্দিগ্ধ হৃদয় লোকের সহিত মর্ম্মাহত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজনীর অন্ধকারে কালমুখ লুকাইয়া সেই বিশ্বাস ঘাতকেরাও প্রস্থান করিল। মোসলেম নিরুপায় হইয়া, অগত্যা এক বৃদ্ধার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ দুইজন নগরপাল কতিপয় সৈন্য সহিত তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইল। মানবজীবন ঈশ্বরের এক অযাচিত অনুগ্রহ, মোসলেম তাহা রক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব তদপেক্ষাও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না; তিনি দুই পুত্রকে দুইদিকে স্থাপন পূর্ব্বক তরবারের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যৌবনকালে যে প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রোমের ভুবন বিখ্যাত প্রিতোরিয়ান সৈন্যগণ সিংহের সম্মুখে মেষপালের ন্যায় ভীত বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করিত, এখন সে পরাক্রান্ত বীরবাহু বয়সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি যতদূর সাধ্য শত্রু নিপাত করিয়া, অবশেষে নিশীথকালে সাংঘাতিক আহত হইয়া, মোসলেম পুত্রদ্বয়ের সহিত বন্দীকৃত হইলেন। ওবেদুল্লার আদেশে তাঁহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়া, এজিদের নিকট প্রেরিত হইল। হানি শূলে আরোপিত হইলেন। কুফায় সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু এদিকে মহাত্মা হোসেন মোসলেমের পত্রে ও কুফাবাসীদিগের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন

পূর্ব্বক সমুদায় পরিবার বর্গ ও অনুগত জনের সহিত মক্কা পরিত্যাগ করিয়া এরাক অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হোসেন মক্কা পরিত্যাগ করিতেছেন, অবগত হইয়া তাঁহার হিতৈষী ও বন্ধুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে নিবারণ করিতে চেষ্টিত হইলেন, কুফারবাসীগণ অব্যবস্থিত চিত্ত ও চির বিশ্বাস ঘাতক, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা তদীয় পিতার নিকট তৎসমস্তের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পরিকীর্ত্তিত হইল, কিন্তু তাঁহারা সফল হইতে পারিলেন না। হোসেন বলিলেন, আমার অপমানিত জীবন এ পবিত্র ভূমির অবমাননা ও আমার বন্ধুবর্গের বিপদ আহ্বান করিতেছে, সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি কুফার পথ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। রমলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, জহির বিন-কয়েস্ নামক একজন হৃদয়শালী পুরুষ তাঁহার অবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহার অনুগামী হইলেন। সালবায় উপস্থিত হইলে, বকর আসাদির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি কুফা হইতে আসিতেছিলেন। হোসেন তাঁহার নিকট কুফাবাসীর চপলতা ও মোসলেমের শোচনীয় পরিণাম অবগত হইলেন। তিনি পিতা ভ্রাতা ও নিজের জীবনে সংসারের সহস্র প্রকার প্রতারণা ও কৃতঘ্নতা দর্শন করিয়া, মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অবস্থার পরিবর্ত্তনে, সময়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে নানাপ্রকার শীত গ্রীষ্ম ভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং সংসার ও সাংসারিক জীবনের প্রতি তাঁহার মমতা ও অনুরাগ বিলক্ষণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি কুফার দুর্ঘটনা ও মোসলেমের হত্যা-সংবাদ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিলেও, স্বল্পক্ষণ মধ্যেই

উহা তাঁহার ক্ষুদ্র দলের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহারা হোসেনকে পুনঃ পুনঃ মক্কায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোসলেমের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ প্রতিহিংসায় এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে হিতাহিত নির্ব্বাচন ক্ষমতা তাঁহাদিগের একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, মহাত্মা হোসেন অগত্যা মোসলেমের হত্যার প্রতিশোধে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, পুনর্ব্বার পুরোভাগে যাত্রা করিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনার সহিত দেখিতে গেলে, এ সময়ে তাঁহার পক্ষে মক্কা ও কুফা উভয়ই তুল্য ছিল। তাঁহার স্বকীয় শক্তি ভিন্ন অথণ্ড পৃথিবীতে এজিদের বিশ্বগ্রাসী রোষ হইতে নিরাপদ করিতে কোন স্থান বা আশ্রয় তাঁহার পক্ষে অনুকূল ছিল না।

হোসেন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক স্থানে দেখিলেন এক বিস্তৃত মাঠে সুদৃশ্য শিবির সন্নিবেশিত, তাহার দ্বার-দেশে, একখানি সুন্দর তরবারি বিলম্বিত, নিকটে যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত আরব্য অশ্ব দণ্ডায়মান। তিনি একজন কুফার প্রধান ব্যক্তি; হোসেনের সহিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। হোসেন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুফা হইতে দুই দিনের পথ অবশিষ্ট থাকিতে, হুর বিন-এজিদ নামক প্রসিদ্ধ বীর-পুরুষ দশ সহস্র তরবার-ধারী যোদ্ধা লইয়া, তাঁহার পথ রোধ করিলেন। হোসেন বলিলেন, আমরা সহস্র অনুরুদ্ধ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলাম, এখন কুফা-বাসীগণ আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিতেছেন। হুর বলিলেন, আমার নিকট তাহার সদুত্তর নাই, আমি এজিদের ভৃত্য মাত্র,

আপনাকে অবরুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছি, কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও আপনার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে।

এই প্রকার বাদানুবাদ হইতে লাগিল, হোসেন আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হিজরি ৬১ অব্দে মহর্‌রম মাসের দ্বিতীয় দিবসে ইউফ্রেটিস নদীর পুলিন-ভূমিতে পটমণ্ডপ স্থাপন করিলেন। সঙ্গীগণ বলিলেন এস্থানের নাম কারবালা। হোসেন বলিলেন বিলক্ষণ, আরবি ভাষায় কারব শব্দে বিপদ, বালা শব্দে সঙ্কট দুঃখাদি বুঝায়, সুতরাং এই আমাদের ভাগ্যের অনুরূপ আবাসস্থান। কিন্তু সহচরগণ বুঝিলেন, আমরা আরব আর এস্থান এরাকের অন্তর্গত, কারব শব্দে আরবি ভাষায় বিপদ সঙ্কট, আর বালা শব্দে ফারসি ভাষায় উন্নতি সুতরাং এই আমাদের দুঃখের চরম উন্নতি স্থান অর্থাৎ নিপাত-ভূমি। যাহা হউক হুর, হোসেনের শিবির ও নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন; পর দিন পত্র সহিত ওবেদুল্লার এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া, হোসেনকে এজিদের নামে বায়েদ করিতে অনুরোধ করিল, হোসেন ওবেদুল্লার পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দূতকে বিনা উত্তরে বিদায় করিয়া দিলেন। এই বিবরণ অবগত হইয়া, ওবেদুল্লা ক্রোধে অধীর হইলেন। তৎক্ষণাৎ ওমর বিন-সাদের অধীনে দ্বাদশ সহস্র প্রচণ্ড অশ্বারোহী হোসেনের মস্তক ছেদন জন্য কারবালার দিকে প্রেরিত হইল। তাহারা লৌহ-ধুকুটে সুরক্ষিত, আপাদ-মস্তক আয়সবর্ম্মে বিমণ্ডিত, সর্ব্বাঙ্গে উগ্র প্রহরণ-জাল ধারণ করিয়াছিল। তাহারা হুরের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইলে, কারবালায় হোসেনের

বিপক্ষে দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্যের সমাবেশ হইল। অন্তঃপুরিকাগণ ভিন্ন হোসেনের সহিত তাঁহার আত্মীয় কুটম্ব ও বন্ধুবর্গে বিরাশিজন প্রধান পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা বংশ মর্য্যাদা, বল বিক্রম বিদ্যা.বুদ্ধির খ্যাতি প্রতিপত্তিতে আরবে অতি প্রসিদ্ধ। হোসেন যদি দামাস্কসের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন, তবে এই সকল প্রধান পুরুষেরাই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রনা-গৃহে ও যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চতম যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন।

কারবালা অতি ভীষণ স্থান। উষর অনুর্ব্বর বিশাল প্রান্তর, বালুকা ও কঙ্করে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে প্রকৃতির মৃতদেহের ন্যায় বৃক্ষলতা বিবর্জ্জিত প্রস্তরময় গণ্ডশৈল। কুটিল খলের ন্যায় মগিলা নামক কণ্টক গুল্ম, শোচনীয়-বেশ জটিল বৃদ্ধ-ভিক্ষুকের ন্যায় শীর্ণকায় খর্জ্জুর বৃক্ষ। প্রচণ্ড আতপ, ভীষণ শীত পর্য্যায়-ক্রমে এই ভীষণতম স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকে। দীর্ঘপথ ভ্রমণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত, অনুদিন অভিনব-বিধ বিপদে বিজড়িত, হতাশায় উৎপীড়িত, নীচ-প্রকৃতি শত্রুবর্গের কঠোর ব্যবহারে অবমানিত মহাত্মা হোসেন সেই ভীষণ স্থানে প্রচণ্ড নিদাঘ মার্ত্তণ্ডে সমধিক পরিতাপিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে আবার এজিদের সৈন্যগণ তাঁহার অনুচরবর্গকে নদী হইতে জল গ্রহণ করিতে প্রতিষেধ করিল। দারুণ পিপাসায় ও অসহ্য উত্তাপে অশ্ব ও উষ্ট্র সকল উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। যে সকল বীর-পুরুষ রোম ও পারস্যের উগ্র-পরাক্রম বীরবাহিনী দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াও ধৈর্য্য পরিত্যাগ করেন নাই, আজ সামান্য পিপাসায় তাঁহাদিগকে অভিভূত করিল।

যাঁহাদের দ্বারদেশে প্রতিদিন মক্কার শত সহস্র দরিদ্র ব্যক্তি সুমিষ্ট পানীয়ে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, আজ তাঁহারা সামান্য এক গণ্ডুষ জলের জন্য ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত ও ছট ফট করিতে লাগিলেন। তদুপরি অসূর্য্যম্পশ্যারূপা মহিলা ও সুকুমার শিশুগণের যন্ত্রণাধ্বনিতে তাঁহাদিগের দুঃখ কষ্ট শতগুণে অসহ্য করিয়া তুলিল।

আত্মসম্মানে অনুপ্রাণিত যে হৃদয় এজিদের বিশ্ব-বিত্রাস পরাক্রমে অবনত হয় নাই, আরবের এই সকল সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষের ঈদৃশ ভীষণ দুঃখ কষ্ট দেখিয়া, তাহা কিয়ৎ পরিমাণ আনত হইল। হোসেন কুফাবাসীদিগের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া, ওমর বিন-সাদকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের অসহ্য দুঃখ কষ্টের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাঁহার কঠোর হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। ওমর, হোসেনের পত্রের সহিত একজন লোক কুফায় প্রেরণ করিলেন। তাহার উত্তর লইয়া লোক ফিরিয়া আসিল। ওবেদুল্লা ওমারকে লিখিয়াছেন "আমি তোমাকে সন্ধির জন্য পাঠাই নাই, তুমি যদি হোসেনের মস্তক ছেদন করিতে অসমর্থ হও, তবে অপর ক্ষমতাশালী লোক তোমার পরিবর্ত্তে পাঠাইতেছি।"

এদিকে পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব দর্শন করিয়া, হোসেন শিবিরের চারিদিকে পরিখা খনন করিলেন। তাহার সঙ্কীর্ণ নির্গম পথ উপযুক্ত রূপে সুরক্ষিত হইল। কিন্তু জল অভাবে সেই সুরক্ষিত শিবিরের অভ্যন্তরেই আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের কোন সদুপায় উদ্ভাবিত হইল না। তখন মহাত্মা আব্বাস জল আহরণের জন্য কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া,

ইয়ুফ্রেটিসের দিকে যাত্রা করিলেন, কিন্তু জল লইয়া প্রত্যাগমন কালে শত্রুগণ তাঁহার পথ অবরোধ করে। ইহাতে এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আব্বাস স্বয়ং ক্ষত বিক্ষত ও তাঁহার অনুচরগণ নিহত হইলেন। অবশেষে তিনি বহুকষ্টে শিবিরে উপস্থিত হইলে, সকলে তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া হায় হায় ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কষ্টের উপর দিয়া শোকের প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া চলিল।

আর উপায় নাই। সকলের পরামর্শ অনুসারে একস্থানে কূপ খনন করা হইল। অল্পদূর খনন করিলেই সুপেয় জলের উচ্ছ্বসিত উৎস দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমতঃ সেই ভীষণ স্থানে জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় অশ্ব উষ্ট্রদিগকে জলপায়নে সুস্থ করা হইল। পুরুষদিগের মধ্যেও কেহ কেহ পান করিলেন; কিন্তু হায়! সহসা কূপের জল শুষ্ক হইয়া গেল। ক্রমে আরও খনন করা হইল, সত্তর হাতের নীচেও আর জলের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। সমুদায় প্রধানবর্গ ও অন্তঃপুরিকাগণ সেইরূপ দারুণ তৃষ্ণার্ত্তই রহিয়া গেলেন।

মহর্‌রমের নবম দিবসে ওমর, ওবেদুল্লার কঠোর উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, একবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। ভীষণ গ্রীষ্মমণ্ডলের নিদাঘকালীন সুদীর্ঘ দিনমান অবসান হইয়াছে; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অবিরত খরতর ময়ূখমালা বিকীর্ণ করিয়া, অস্তগমনোন্মুখ হইয়াও ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন, হোসেন আকুল অনুচর-বৃন্দের সহিত নীরবে বিষণ্ণমুখে বসিয়া ছিলেন; এমন সময়ে ওমরের সৈন্যদলে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। হোসেন পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, প্রতি-

পক্ষ শিবিরে যোদ্ধৃগণ দলে দলে সুসজ্জিত হইয়া, বূ্যহ বিন্যাস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতেছে, সৈনিকবৃন্দ তাহাদিগকে উপযুক্ত রূপে স্থাপন পূর্ব্বক সময়োচিত উপদেশ ও পরিচালনার আদেশ প্রদান করিতেছেন। হোসেনের অভিপ্রায় অনুসারে মহানুভব আব্বাস বিংশতিজন সহচর লইয়া, দূতস্বরূপ ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হোসেন বলিতেছেন, আমরা যুদ্ধ ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি, দিবাবসান হইয়াছে, আজ যুদ্ধ নিবৃত্ত থাকুক, কাল প্রাতঃকালে আমরা শস্ত্র-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইব, জয় পরাজয়ের কর্ত্তা আল্লাহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি জয়যুক্ত করিবেন। ওমর সম্মত হইলেন।

সন্ধ্যার উপাসনা অন্তে হোসেন প্রাণপ্রিয় সহচরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দেখুন আমি এক প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি, পৃথিবীতে আমার আর কল্যাণ নাই, এজিদের প্রজ্জ্বলিত রোষে আমিই পূর্ণাহুতি, রাত্রি অধিক হয় নাই, আপনারা এখনই মক্কারদিকে প্রস্থান করুন; কাল প্রাতঃকালে শত্রুগণ সমর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে আমি একাকীই তাহাদিগকে দিনমান নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিব, তাহার পর তাহারা অনুসরণ করিলেও আর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। ইহা ভিন্ন আর একজনেরও এই ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। হোসেন এই বলিয়া নীরব হইলেন, সকলেই শিশুর ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এমন কথা আমরা শুনিতে পারি না। আমাদিগকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার সহিত অবস্থান করিতে অনুমতি করুন। আমরা এই স্থানেই অত্যাচারীর

সহিত যুদ্ধ করিয়া নিপতিত হইব, এই স্থান হইতেই একত্রে আল্লাহ তাহ্‌লার সম্মুখে পরকালের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইব। হোসেন তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও বর্ত্তমান হৃদয়বিদারক দুরবস্থা দেখিয়া বহুক্ষণ রোদন করিয়া অগত্যা নিবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে রজনীর নিস্তব্ধতা ঘণীভূত হইতে লাগিল। মহাত্মা ইমাম হোসেন বিষাদময় চিন্তায় ঘোর সমাচ্ছন্ন, তাঁহার উন্নত শিবির নিরাশা ও নিরানন্দে মুহ্যমান, প্রদীপ সকল বিষাদের সূচীভেদ্য অন্ধকারে হতপ্রভ হইয়া স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে। নবমীর চন্দ্র অর্দ্ধ রাত্রে কি এক ভীষণতা ব্যক্ত করিয়া ধীরে ধীরে চক্রবাল প্রান্তে বিলীন হইয়া গেল। অন্ধতমস্‌রাজি যেন ঈশ্বরের অভিশাপের ন্যায় কারবালার ভীষণ মরুভূমিকে আবৃত করিল! আজ এই জীবনের শেষ রজনী; উজ্জ্বল সূর্য্য, মনোরম চন্দ্রমা, সুনীল অম্বরে ফুল্ল-কুসুমের ন্যায় নক্ষত্রমালা, এ সকলই কাল তাঁহাদের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইবে। এই উদয়অস্ত-কালীন বিচিত্র শোভা, নব কলরব, সুমন্দ সমীর, এসমস্ত চিরকালের জন্য তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এ সকল চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। তাহারা দুর্ল্লভ মানব জীবনের এই শেষ রাত্রিতে বিশ্রাম ও শান্তির আশা পরিতৃপ্ত করিলেন না। দীর্ঘ রাত্রি স্তব স্তুতি প্রার্থনা ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত হইয়া গেল; পূর্ব্ব দিকে ঊষার আলোক প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের প্রাভাতিক উপাসনা শেষ হইল, ও তদনন্তর কোরাণের মৃদু মধুর পবিত্র ধ্বনিতে শিবির মুখরিত হইয়া উঠিল।

কারবালার ভীষণ রজনী প্রভাত হইল। চারিদিকে

মরুবাসিনী উগ্র-প্রকৃতির রাক্ষসী মূর্ত্তি প্রকটিত হইতে লাগিল। হোসেনের শিবির ঘোর-বিষাদে সমাচ্ছন্ন। এজিদের সৈন্যগণও যেন কি এক অপরিস্ফুট গুরুত্ব অনুভব করিয়া উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িতেছে। আজ মহর্‌রমের দশম দিবস, শুক্রবার, অতি প্রত্যূষে সেনাপতি ওমর বিন-সাদ সৈন্যদিগকে দশ শ্রেণী গভীর ব্যূহে বিন্যাস কবিলেন। মধ্যভাগে দশ সহস্র পদাতিক, দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী অবস্থাপিত হইল। উন্নত তেজঃপুঞ্জ-অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেনাপতি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। পশ্চাৎদিকে ঘোর গম্ভীর রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। এদিকে হোসেনের সহচরগণ প্রিয় পরিজনবর্গের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইতে গেলেন। কথায় যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা এ জীবনে আর আবশ্যক নাই। সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে। সকলেই স্থির ধীর নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। করুণ দৃষ্টিতে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে, কত কথা হইল, তাহার সীমা নাই। প্রতিপক্ষের তীব্র বর্শা, দীপ্ত তরবার, বেগবান তীক্ষ্ণ-সায়ক যে কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিতে পারে নাই। অবলাগণের অশ্রুকলুষিত অবরুদ্ধ-দৃষ্টি তাহা ভেদ করিয়া, এই সকল অপ্রধৃষ্য বীর পুরুষের সদা-প্রশান্ত চিত্তকে আকুলিত করিল। আর যে আদর, যে কথা, যে সম্ভাষণ, যে বাসনা অবশিষ্ট রহিল তাহা এ জন্মে পূর্ণ হইল না। ঈশ্বরের অনন্ত অনুগ্রহে ও উন্নত স্বর্গ-লোকে যেন তাহা সুসম্পন্ন হয়, এই স্থির বিশ্বাসে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মর্ম্মস্পর্শী গভীর প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহারা মৃদু গম্ভীর ধ্বনিতে কোরাণের প্রবচন উচ্চারণ করিতে করিতে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাত্মা ইমাম হোসেন তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, পরিখার বাহিরে আসিয়া শ্রেণী রচনা করিলেন। সিংহ বিক্রান্ত আব্বাসকে যুদ্ধ-পতাকা ও পরিচালনার ভার প্রদত্ত হইল। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ লৌহমণ্ডিত, মস্তকে অভেদ্য লৌহ মুকুট, পৃষ্ঠে চর্ম্মফলক, তাঁহাদের পৃষ্ঠে, বক্ষে, অশ্ব সজ্জায়, কটিবন্ধে নানাবিধ প্রদীপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ঝলসিত হইতেছে; তাঁহারা তেজো-গর্ব্বে নৃত্যৎপ্রায় উৎকৃষ্ট বনায়ুজ অশ্বে অধিষ্ঠিত। হোসেন আপনার বীরবেশ ফকিরের পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন। তিনি বর্ম্মের উপরিভাগে গৌরবান্বিত—মাতামহের শুভ্র খির্কা (বৈরাগ্য বস্ত্র), মস্তকে তদীয় উষ্ণীষ, কটিদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কটিবন্ধ, হস্তে পিতার শতযুদ্ধ-বিজয়ী জোলফক্কার নামক দ্বিধার প্রচণ্ড তরবার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ ভাগে রণবাদ্য বাদিত হইতেছে না। তথায় তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহমাখা পুত্র-কন্যা, মমতা স্বরূপিনী মাতা ও ভগিনীগণ ধুলায় ধূসরিত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, সেই মোহময় শোকচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে তাঁহারা সন্ত্রস্ত সিংহের ন্যায় প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিলেন। সে ধ্বনি যেন কত ইতিহাস, কত পুরাবৃত্ত তাঁহাদের হৃদয়ের ভিতর গান করিয়া বলিতেছে, বীরগণ! অগ্রসর হও, আমরা কঠোর আরব কন্যাগণ এইভাবে তোমাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে, বংশানুক্রমে অভ্যস্ত হই-য়াছি। তোমাদের লজ্জা, বংশের সম্মান, আমাদের পবিত্রতা, আমাদের হাতে, তাহা আমরা রক্ষা করিব; অগ্রসর হও! সম্মুখে এজিদের সৈন্যগণ ঘোর-যোধ্বরাব করিতেছে, আর বিলম্বে ফল কি? আব্বাসের ক্ষুদ্র দল পুরোভাগে যাত্রা করিলেন।

দুইদল নিকটবর্ত্তী হইলে মহাত্মা হোসেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এজিদের দাসগণ! খ্রীষ্টীয়গণ খ্রীষ্টের গর্দ্দভকেও সম্মান প্রদর্শন করে, আর দেখ, তোমাদের খলিফার সন্তান, তোমাদের প্রেরিত পুরুষের বংশধরের প্রতি তোমরা কি ব্যবহার করিতেছ! এক অঞ্জলি জলের জন্য আমাদের পুত্র কন্যা পরিবার-বর্গ এবং তোমাদের প্রেরিত পুরুষের সহধর্ম্মিণী মৃতকল্প, আর তোমাদের কুকুরও কি ইয়ুফ্রেটিসের জল পানে বঞ্চিত আছে? আমরা পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ, ; নিমন্ত্রণ করিয়া, স্বদেশে আনিয়া, উপযুক্ত অতিথি-সৎকার করিতেছ! বিশ্বাসঘাতকগণ! পরকালে ঈশ্বর ও পেয়গাম্বরকে কোন্ মুখ দেখাইবে?

হোসেনের অনুযোগ শ্রবণ করিয়া, বিপক্ষদলে কোলাহল পড়িয়া গেল। ওমর বিন-সাদ সৈন্যগণকে চিন্তার অবসর না দিয়া বলিলেন, যোদ্ধৃগণ! তোমাদের বাদ প্রতিবাদে প্রয়োজন কি? তোমরা এজিদের ভৃত্য, তাঁহার শত্রুর মস্তক ছেদনে প্রেরিত হইয়াছ, তাহাই সাধন কর। এই দেখ সর্ব্ব প্রথমে আমিই হোসেনের বক্ষঃস্থলে অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছি। এই বলিয়া ওমর হোসেনের দিকে বাণ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন হোসেনের ক্ষুদ্র দল তরবার নিষ্কোষিত করিয়া লইয়া, পিধান ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেয়ুন—স্থির নিশ্চিত আমরা ঈশ্বরের বস্তু, ঈশ্বরের দিকে প্রতিগমন করিতেছি—বলিতে বলিতে উল্কাবেগে ওমর বিন-সাদের ব্যূহের উপর সম্পতিত হইলেন। বর্ম্মে, চর্ম্মে লৌহ মুকুটে দীপ্ত-তরবারসকল পর্ব্বতশৃঙ্গে ভীষণ অশনির

ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। অশ্বের তীব্রগমনে, পদাতিক দিগের সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপে ধুলিরাশি উড্ডীন হইয়া, রণস্থল গাঢ় জলদাকারে সমাবৃত্ত করিল। আব্বাস অমানুষিক পরাক্রম ও রণকৌশল বিস্তার করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র দল সঙ্গে কখন পদাতিক-দিগকে মথিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন, কখন প্রচণ্ড বর্শা বিস্তার করিয়া, অশ্বারোহী দলের উপর উৎপতিত হইয়া তাহাদিগকে মেষ-পালের ন্যায় দূর করিয়া দিলেন। এইরূপে এই গৌরবান্বিত বীরদল তীব্র বর্শা ও উগ্র তরবারকে যথার্থ-প্রাপ্য প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া, শস্ত্রপ্রতাপে অরাতিবর্গের দেহ পরম্পরায় রণস্থল সমাচ্ছাদিত করিয়া দিয়া, বেলা প্রহরেক সময় হইতে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, বীর পুরুষের সেই গৌরবান্বিত শয্যায় পতিত হইতে লাগিলেন। মহাত্মা হোসেন সেই চিরস্থির-বিশ্বাসী সহচরগণের মৃতদেহ সকল অবিরল অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বক্ষে বহন পূর্ব্বক শিবিরে আনিয়া রক্ষা করিতে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ জন সমরশায়ী ও তাঁহাদের মৃত দেহ শিবিরে আনীত হইল। তখন মহানুভব হোসেন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন, এই বিপুল সৈন্য-দলে কি এমন কোন মোসলমান নাই, যিনি ঈশ্বরের অনুরোধে আমার সাহায্য ও তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারকের হেরেম—অন্তঃপুরিকা-গণ—রক্ষা করিতে পারেন? তৎক্ষণাৎ ওমরের সহকারী সেনাপতি হুর বিন-এজিদ তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, দেখুন, এই আমি উপস্থিত আছি, আমি আপনার জন্য ও মহাপুরুষের হেরেম রক্ষার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করি-

লাম। পরলোকে ঈশ্বরের নিকট আপনিই আমার সাক্ষী। এই বলিয়া সেই অতি প্রসিদ্ধ যশস্বী পরাক্রান্ত পুরুষ সান্দ্র মেঘ-মণ্ডলে চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় ওমরের সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধ করিয়া নিপতিত হইলেন।

ক্রমে হোসেনের ক্ষুদ্র-দল ক্ষীণতর হইতে লাগিল, উনিশ জন অবশিষ্ট থাকিতে; সহসা এক নবযুবক তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আজ তিনদিন মাত্র বিবাহ করিয়াছেন; বৃদ্ধা জননীর একমাত্র অবলম্বন, স্ত্রীর হৃদয়-সর্ব্বস্ব এই দয়ালু পুরুষ হোসেনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক, বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভীষণ পরাক্রম, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দৃঢ় প্রহারে সর্ব্বত্র মহা-সংহার আরম্ভ হইল; অবশেষে তিনি পরাক্রান্ত ভুজবলে কীর্ত্তির মুকুট উপার্জ্জন করিয়া সানন্দ-চিত্তে মহাবিশ্রাম লাভ করিলেন।

অনন্তর নিহত মোসলেমের পুত্র আবদুল্লাহ, তৎপরে অকিলের দুই পুত্র মহা-পরাক্রম জাফর ও আবদুল রহমান, তৎপরে ইমামের দুই ভাগিনেয় মহম্মদ ও আয়য়ুন তদন্তে ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহারা তিন দিন অনাহারের পর পিপাসা-ক্লেশে ক্ষীণ-দৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক, মহা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জীবন সফল করিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র কাহারও প্রতি দুই বার সঞ্চালিত হইল না, ওমরের প্রবল বাহিনী তাঁহাদের তীব্রতায় পরাভূত-প্রায় লক্ষিত হইতে লাগিল, তাঁহারা শস্ত্রবলে ওমরের যোদ্ধৃবৃন্দের নশ্বর খণ্ডিত দেহ পরম্পরায় অবিনশ্বর কীর্ত্তির গণ্ডশৈল নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি ক্রমে ক্রমে পতিত হইলেন।

আর প্রতিবন্ধক নাই, ওমরের সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিয়া উদ্বেল সমুদ্র-প্রবাহের ন্যায় হোসেনের শিবিরের দিকে ধাবমান হইল। ইমাম আপনার দক্ষিণ বাম ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তিনি সেই ভীষণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একক অসহায় দণ্ডায়মান। তাঁহার প্রাণপ্রিয় অনুচর সহচর আত্মীয় ও কুটম্বগণের শবদেহ পশ্চাতে স্তুপাকৃতি হইয়া রহিয়াছে! অবরোধে মহিলাগণের ক্রন্দন ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ, কারবালার প্রতি বৃক্ষ প্রস্তর হইতে যেন হায় হায় ধ্বনি নির্গত হইতেছে। হোসেন শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া বিষাদ-গীতি গান করিতে করিতে কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় ভীষণ বর্শা বিস্তার পূর্ব্বক, বিপক্ষ সৈন্য সাগরের দিকে প্রচণ্ড-বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন। তিনি বামভাগে অশ্বারোহী-দলের প্রতি সম্পতিত হইয়া তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পদাতিক-দলের সহিত সম্মিলিত করিয়া দিলেন; তাহার পর পদাতিক দলকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। তথায় তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র হইতে কালানল প্রাদুর্ভূত হইয়া শত্রুগণকে ভস্মীকৃত করিতে লাগিল। তিনি ঘোর সিংহনাদ করিয়া যে দিকে আক্রমণ করিলেন, তথায় সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অতৃপ্ত-বর্শা আজ অবিরত বীরপুরুষগণের বর্ম্ম চর্ম্ম হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তিনি বর্শা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিদ্যুল্লতার ন্যায় ভাস্বর তরবার গ্রহণ করিয়া, যে স্থানে ওমর বিন সাদ সমুদয় বল-দর্পিত সামন্তগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরব প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, সেই দিকে ধাবমান হইলেন। সমুদয় প্রধান পুরুষেরা

তাঁহার পথ রোধ করাতে সেই স্থানে নিদারুণ যুদ্ধ হইল। তাঁহার প্রচণ্ড তরবার অবিরত বীর-পুরুষদিগের দৃঢ় বর্ম্ম ও কঠিন লৌহ-মুকুটে পতিত হওয়ায়, নিরন্তর ঝনঝনা শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল। সদ্যপ্রবাহী রক্তস্রোতে রণক্ষেত্র কর্দ্দমিত, নরমুণ্ড ও শবদেহে চরিদিক্ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। হোসেন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে প্রবোধ দান করিয়া, পশ্চাৎপাদ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে ওমরের চারিশত যোদ্ধা ভূতলশায়ী হইল; তিনি সহচর-বর্গের প্রতি রক্ত বিন্দুর পর্য্যাপ্ত প্রতিহিংসা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।

মহাত্মা হোসেন মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়াই অবগত হইলেন, এজিদের সৈন্যদল পুরোভাগে অগ্রসর হইতেছে; তখন আর বিলম্ব করা উচিত বোধ হইল না। পরিজনবর্গকে শান্তনা করিলেন, পুত্র কন্যাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এই শেষ বিদায়, এ পৃথিবীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, শিবিরে শোকের প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হইল। হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর বয়স্ক জয়নাল-আবেদিন রোগ-শয্যায় মিশিয়া রহিয়াছেন, তিনি পিতার সহিত যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন; হোসেন তাঁহাকে নিবারণ, চুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, জীবনের প্রতি মমতা প্রকাশ কর, তোমার দ্বারা আমার বংশ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হউক। হোসেন কাতর দৃষ্টিতে পরিজন-বর্গকে মুহ্যমান করিয়া জন্মের মত বিদায় হইলেন। বলিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু তাহা আর এ জীবনে বলা হইল না। হোসেন বহিঃপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন, তথায় তাঁহার চিরস্থির বিশ্বাসে

পরিপূর্ণ পরাক্রান্ত সহচরবর্গ মৃত্যুর ছায়ায় হতত্বিষঃ হইয়া রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগের যথার্থ-প্রাপ্য অশ্রু-ধারায় তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায় মধ্য-গগণ অবলম্বন করিতেছেন, চারিদিকে মরুভূমির তীব্র উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতেছে, প্রিয় পরিজন-বর্গের শোকোচ্ছ্বাস তদপেক্ষাও তীব্রতর ও মর্ম্মপীড়ক। হোসেন পতনশীল নক্ষত্রবেগে শত্রুদলের উপর উৎপতিত হইলেন। তরবার তরবারে প্রতিহত হইয়া, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইতে লাগিল, লৌহ মুকুট সকল সমস্তাৎ বিদারিত, চর্ম্ম-ফলক সকল খণ্ডিত হইয়া অবিরত পলাশ-পত্রের ন্যায় পতিত হইতেছিল; বড় বড় বীরগণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন, ধৈর্য্যশালী পুরুষেরা ভূতল অবলম্বন করিলেন, চির বিজয় গর্ব্বিত দিগের মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। হোসেন তীব্র প্রহারে শত্রুদলকে পরাভূত-প্রায় করিয়া, আর চারিশত বীরপুরুষের খণ্ডিত-দেহে রণক্ষেত্র সমাকীর্ণ করিয়া দিয়া, পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলেন। তিনি ইউফ্রেটিসের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। ওমার বিন-সাদ চীৎকার করিয়া বলিলেন, বীরগণ! সত্বরে ইমামের পথরোধ কর, ইনি এক অঞ্জলি জলপান করিলে, আর একজনও ইহাঁর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে না। সৈন্যগণ অস্ত্র উদ্যত করিয়া দলে দলে তাঁহার পথ রোধ করিতে লাগিল। পরাক্রান্ত ভুজবলে ও দীপ্ত তরবার প্রহারে বিপক্ষগণকে ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ করিতে করিতে সেই বিরাট পুরুষ অবশেষে অশ্ব সহিত জলে অবতীর্ণ হইলেন। হোসেন করপুটে জল গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন, কিন্তু হায়! এই সামান্য জলের জন্য তাঁহার প্রাণ-প্রিয় সুহৃচরগণ

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শিবিরে স্নেহের পরিজনবর্গ শুষ্ককণ্ঠে ছটফট করিতেছেন, তিনি কেমন করিয়া সেই জল পান করিবেন? উত্তোলিত জলের প্রতি পরমাণু হইতে সাংসারিক কৃতঘ্নতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, অন্যায়, অত্যাচার, ও যথেচ্ছাচারের দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল; হোসেন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যেন তাঁহার জীবিতাধিক সহচর-বর্গের সতৃষ্ণ চক্ষু সেই জলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই গভীর মৃত্যুতে নিমগ্ন হইতেছে। আহা! তাঁহাদের সকলের পিপাসা অপেক্ষা কি তাহার তৃষ্ণা প্রবলতর? যাঁহারা তাঁহার জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা কি তাঁহার জীবন কখনও প্রিয়তম ছিল? হা! এই সাগর প্রমাণ ইয়ুফ্রেটিসের সুপেয় জল-রাশি, আর তাঁহার অনুচর, সহচর, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় কুটম্বগণের হৃদয় বিদারক তৃষ্ণা, কাতরতা, অবশেষে সন্তাপিত প্রাণের ভস্মীকরণ। এই চিন্তা আশু তীব্র বিষময় বজ্রের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়কে আক্রমণ ও অভিভূত করিয়া ফেলিল। অতি দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি অঞ্জলি হইতে জল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হায়! ইয়ুফ্রেটিস! যে পর্য্যন্ত অন্যায়-পরায়ণ প্রভুশক্তির ক্ষমতার অতিব্যবহার পৃথিবী হইতে তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যেন আর কেহ তোমার জল পান না করে।

হোসেন পুনর্ব্বার সমর-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবার দূর হইতে তাঁহার প্রতি অবিরত বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল তিনি তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বত্র আক্রমণ ও মহাসংহার আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি শরে সমাচ্ছাদিত হইয়া

তাঁহার বর্ম্ম, চর্ম্ম, উষ্ণীষ, অশ্ব, অশ্বসজ্জা, সমুদায় দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিল। ক্রমে বহু রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক তীক্ষ্ণ সায়ক আসিয়া তাঁহার ললাট-ফলকে প্রবেশ করিল। আরবের উজ্জ্বল নক্ষত্র, কোরেশ বংশের সৌভাগ্য, বনি-হাশেমের গৌরব-সূর্য্য, ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য, বীরকুলরত্ন, পৃথিবীর অলঙ্কার, মহাত্মা ইমাম হোসেন অশ্ব হইতে কক্ষচ্যুত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। পিপাসার আধিক্যে তিনি আত্মহারা হইয়া জল জল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একজন দয়ালু পুরুষ তাঁহার জন্য এক পাত্র জল আনয়ন করিলেন। অন্যেরা তাহার মস্তক ছেদন জন্য সেইদিকে ধাবিত হইল। জল-পাত্র মুখে অবস্থাপিত হয়, এমন সময় এক দুরাত্মা আসিয়া তাঁহার মুখের উপর তরবার প্রহার করিল; জলপাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল। এ জীবনে আর পিপাসার শান্তি হইল না। যাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারা আর কেহই তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইল না। বরং তাহাদের মধ্যে একজন করুণার উচ্ছ্বাসে সে শোক-দৃশ্য দর্শনে অসহমান হইয়া ওমর বিন-সাদের দিকে অসি উদ্যত করিয়া ধাবিত ও তাহার শরীররক্ষক-গণের হস্তে নিহত হইলেন।

অতঃপর পাষাণ-হৃদয় শিমর তথায় উপস্থিত হইয়া হোসেনের বক্ষঃস্থলে বর্শা প্রহার করিল, তাহাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি বিষম যাতনায় ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শিমর তাহার বক্ষের উপরে উপবেশন করিয়া মস্তক-ছেদনের উপক্রম করিল।

হোসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? শিমর বলিল ১০ই মহর্‌রম, শুক্রবার, বিশেষ নমাজের সময়। হোসেন বলিলেন তবে একবার অবসর দেও, আমি জীবনের শেষ উপাসনা সমাপ্ত করিয়া লই। শিমর বক্ষ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, মহাত্মা হোসেন শোণিতাপ্লুত ক্ষত-বিক্ষত মুখ-মণ্ডল ও ললাট-ফলক ভূমিতলে স্থাপন পূর্ব্বক—সোবহানা রব্বেল হালা আমার পরমেশ্বর পবিত্র ও মহান্ এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে শিমর পশ্চাৎ দিক হইতে তরবারের এক তীব্র প্রহারে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপর নিকৃষ্ট প্রকৃতি ওমর বিন-সা'দের আদেশে বিংশতি জন বর্ম্ম-মণ্ডিত অশ্বারোহী পুরুষ তাহার শবদেহের উপর দিয়া বেগে অশ্ব চালা-ইয়া লইয়া গেল, তাহাতে তাঁহার চর্ম্ম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, মাংস উৎপাটিত ও অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার সদ্যঃ পতিত গলিত শবদেহ অযত্ন অনাদরে তথায় পতিত থাকিয়া কারবালার ভীষণ দৃশ্য ও উগ্র-প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া সমধিক ভীষণতর হইয়া রহিল। [মহাত্মা হোসেন জন সাধা-রণের বিপন্ন স্বাধীনতার উদ্ধার করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছেন; মানব যদি তোমার অশ্রু-প্রস্রবণ নিঃশেষিত না হইয়া থাকে, তবে এই প্রজ্জলিত-প্রাণ সদা-সন্তাপিত মহাপুরুষের জন্য এক বিন্দু অশ্রুপাত কর।

এদিকে হোসেনের প্রিয় অশ্ব উন্মত্ত হ্রেষারবে কারবালার শোক-মুর্চ্ছিত প্রতিধ্বনিকে জাগাইয়া দিয়া, শিবিরে উপস্থিত হইল। তথায় হোসেনের পটমণ্ডপের দ্বারদেশে মুখমর্দ্দন করিতে করিতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিয়া শোকা-

চ্ছন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া গেল, তাহার আর সন্ধান হইল না। ওমার হোসেনের পরিবার-বর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া, তদীয় ছিন্ন-মস্তক সহিত দামেস্কে এজিদের নিকট প্রেরণ করেন। ললনাগণ কারা-গৃহে বন্দীভূত ও হোসেন ও তাঁহার নিহত অনুচরবর্গের খণ্ডিত মস্তক নগরের সিংহদ্বারে লটকাইয়া রাখা হইল। কিন্তু এই পিশাচ ব্যবহারে নগর মধ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্ব্ব-লক্ষণ উপস্থিত হয়, চারিদিক হইতে এজিদের প্রতি প্রকাশ্যে তীব্র-অভিসম্পাত বৃষ্টি হইতে থাকে। সুতরাং এজিদ ভীত হইয়া ইমামের পরিবার-বর্গকে কারামুক্ত করিয়া নওমান বিন-বশিরের রক্ষণাধীনে সসম্মানে মদিনায় প্রেরণ করেন। এবং এজিদের সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে তৃতীয় দিবসে নিকটবর্ত্তী মোসলমান-বর্গ কারবালায় সমাগত হইয়া হোসেন ও তাঁহার সহচর-বর্গের অন্তিম ক্রীয়া সম্পন্ন করিলেন। কারবালার নাম ও ইতিহাস সমুদায় ভবিষ্যৎ পুরুষগণের নিকট প্রকৃত ঘটনা হইতেও ভীষণতর হইয়া রহিল।

পারস্য দেশের লোকেরা মহাত্মা আলির প্রতি নিতান্ত ভক্তি সম্পন্ন। তদ্দেশীয় কোন সম্রাট কারবালার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আনিয়া স্বদেশে স্থাপন করেন এবং বৎসরান্তে তথায় ঘোর ঘটার সহিত কারবালার ঘটনার অভিনয় করিয়া শোক প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মহর্‌রম উৎসবের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন আর ইহাতে শোকের ভাগ নাই। কাল-ক্রমে ইহা এক নর পূজা রূপে পরিণত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ পথে যাইয়া পড়িয়াছে, শোক ঘটনার এইরূপ পুনরভিনয় করা হাদিস্ সরিফ অনুসারেও নিষিদ্ধ।

মোসলমানদের সুন্নি অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত সম্প্রদায়ের মধ্যেও মহর্‌রম ঘটনার সম্বন্ধে অন্যবিধ ভ্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। মহর্‌রম মাসের দশম দিবসে পূর্ব্বতন সমুদায় প্রেরিত পুরুষই উপবাস-ব্রত—রোজা প্রতিপালন করিতেন। কেহ হজরতকে জিজ্ঞাসা করেন রমজানের পর কোন্ রোজার শ্রেষ্ঠতা অধিক? তিনি উত্তর করেন মহর্‌রমের আশুরার। এই হেতু মহর্‌রম মাসের ৯।১০।১১ দিবসে হাদিস শরিফে রোজা প্রতিপালন করার ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুন্নি মোসলমান-গণ হাদিস শরিফের আদেশ অনুসারে মহর্‌রমের আশুরার উপবাস ব্রত ধারণ করিয়া মনে করেন, তাঁহারা মহাত্মা হোসে-নের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং উভয় বিষয়ের পার্থক্য অবগত থাকা ধর্ম্ম-পরায়ণ মোসলমানদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এবং সম্প্রদায় বিশেষে কারবালার ঘটনার পুনর-ভিনয় করিয়া মহর্‌রমের দশম দিবসে যে বিষাদ-বর্ণনা, শোক-প্রদর্শনী ও অন্ত্যেষ্টি-যাত্রা করা হয়, তৎসমস্ত প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য-দিগের মতানুসারেও [illegible] ও পৌত্তলিকতামাত্র। তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেক মোসলমানেরই কর্ত্তব্য। এই হেতু আনুষঙ্গিক সমাবেশ হইলেও আমরা পাঠকবর্গের নিকট এ বিষয়ে মার্জ্জনা পাইবার আশা পোষণ করিতে পারি।